আমার ঊর্মি

নিমাই ভট্টাচার্য

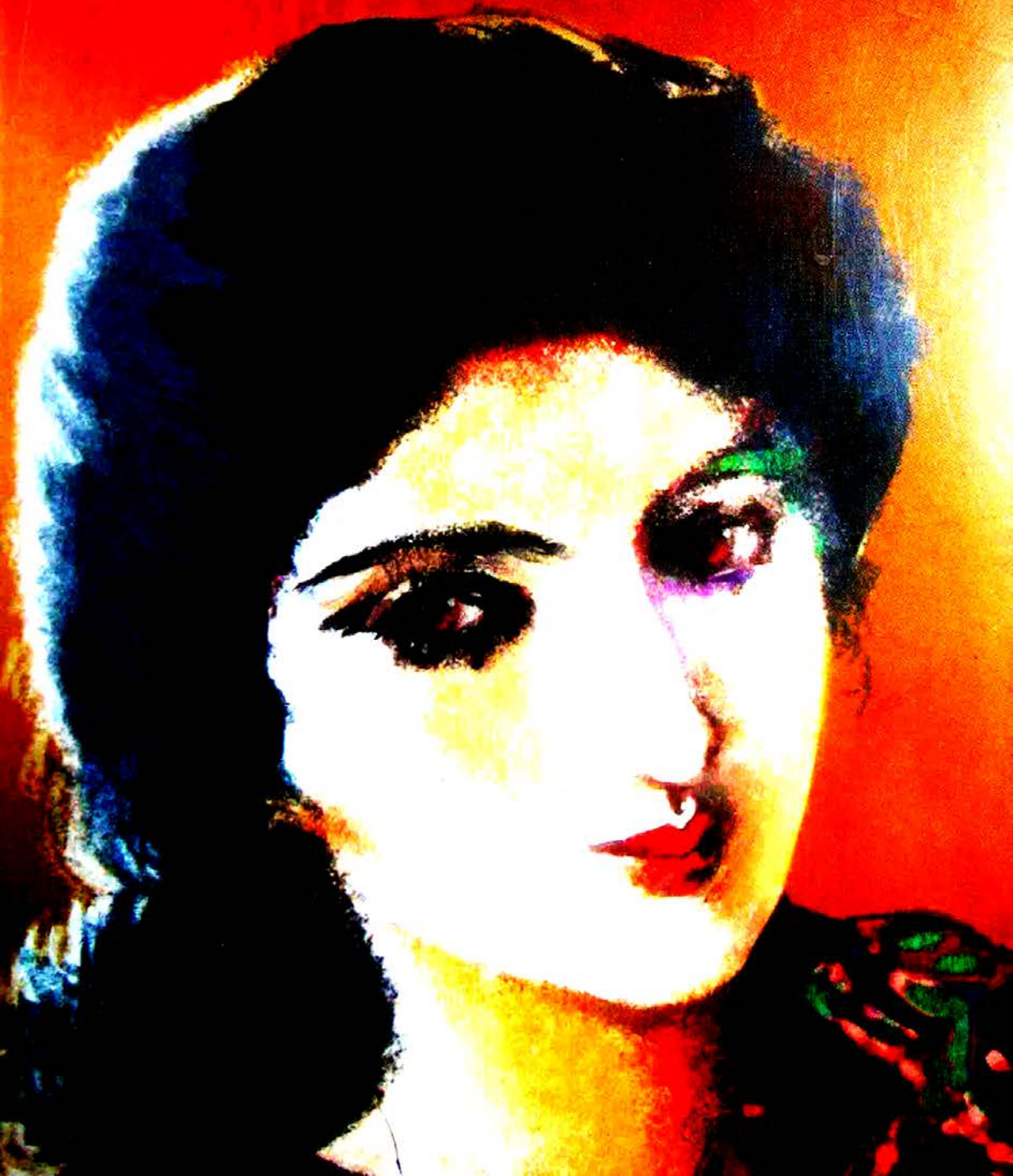

আমার উর্মি

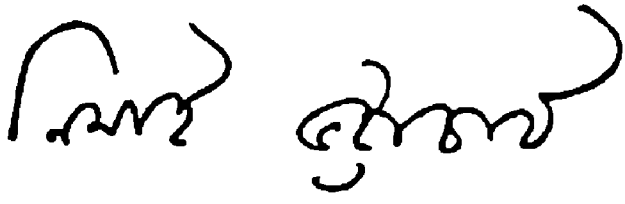

নিমাই ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AAMAR URMI
A Bengali Novel by Nimai Bhattacharyya
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 60.00

ISBN-81-295-0454-5

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫, অগ্রহায়ণ ১৪১২

দাম : ৬০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সহোদরাপ্রতিম
শ্রীমতী শান্তা ঘোষ-কে

এক

এমন অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। দিল্লি-বোম্বে-ব্যাঙ্গালোরে এই দৃশ্য দেখলে একটুও অবাক হতাম না কিন্তু কলকাতায়?

অভাবনীয়, অচিন্তনীয়!

ছুটি পেলেই দিল্লি থেকে কলকাতায় ছুটে আসি; না এসে পারি না। যে শহরে আমার জন্ম, যেখানে আমার শৈশব-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলির অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সেখানে কি না এসে পারা যায়?

এখানে এলেই পুরোনো বন্ধুদের কাছে যাই। আমরা হাসি-ঠাট্টা-গল্পগুজবে মেতে উঠি। সবাই মিলে সিনেমা-থিয়েটার দেখি। ভালো ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করি। সবাই না হলেও কয়েকজন মিলে কয়েক দিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে যাই।

আজ সকালেই দিল্লি থেকে কলকাতা এসেছি। রাজধানী এক্সপ্রেস হাওড়া পৌঁছল ঘণ্টাখানেক দেরিতে। তারপর ট্যাক্সিতে হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউস। চান-টান করে প্রায় লাঞ্চ খাবার সময় সামান্য একটু কিছু খেয়েই সন্দীপের অফিস। ওর ওখানে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়েই গেলাম জয়ন্তর কাছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে এত বেলা হয়ে গেছে, তা ভাবতেও পারিনি। ওর ওখান থেকে বেরিয়েই টের পেলাম খুব খিদে পেয়েছে।

পার্ক স্ট্রিটের ওই রেস্তোরাঁয় যখন ঢুকলাম, তখন সাড়ে চারটে বাজে। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বসে আছি খাবারের অপেক্ষায়। চারপাশে দৃষ্টি ঘুরাতে গিয়েই চমকে উঠি।

হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিন্দুর, মাথায় একটু ঘোমটা অথচ হাতে হুইস্কির গেলাস!

নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না। তবু আবার ওরই দিকে

BanglaBook.org

দৃষ্টি চলে যায়।

কী আশ্চর্য! ভদ্রমহিলা পার্ক স্ট্রিটের এই জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় বসে একা একা ড্রিঙ্ক করছেন!

সত্যি বিস্ময়কর।

আরও ভালো করে দেখি। ভদ্রমহিলার বয়স তো বেশি না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বা বড়জোর সাতাশ-আটাশ।

শুধু কি তাই?

ভদ্রমহিলার মুখখানা দেখেই বুঝতে পারছি, উনি পরমাসুন্দরী। তাছাড়া...

ঠিক সেই সময় ওয়েটার খাবার নিয়ে এল। ও খাবার-দাবার সার্ভ করার পরই আমি প্রশ্ন করি, ওই যে সামনের দিকের টেবিলে বসে ভদ্রমহিলা ড্রিঙ্ক করছেন, উনি কি আজই প্রথম এলেন?

না, না...

তাহলে কি উনি রোজই আসেন?

ওই মেমসাব যখন আসেন, তখন পর পর দশ-পনেরো দিন আসেন কিন্তু তারপর দু'এক মাস আর উনি আসেন না।

উনি কি সব সময় একাই আসেন?

হ্যাঁ, মেমসাব একাই আসেন।

ওয়েটার না থেমেই বলে যায়, মেমসাব চুপচাপ দু-তিন পেগ হুইস্কি খেয়েই চলে যান। যে ওয়েটার ওনাকে সার্ভ করে তাকে আর দারোয়ানকে একশো টাকা করে বকশিশ দেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, দু'জনকে দুশো টাকা দেন?

হ্যাঁ সাব, উনি দু'জনকে দুশো টাকা দেন। উনি খুব বড় একটা মোটর গাড়িতে আসেন।

ও একটু হেসে বলে, মেমসাব-এর গাড়ির ড্রাইভার দারুণ পোশাক আর মাথায় টোপি পরে।

তার মানে ভদ্রমহিলা খুব বড়লোক।

জরুর।

ওয়েটার না থেমেই বলে, তবে মেমসাব-এর দিল আছে। তা না হলে আমাদের মতো সাধারণ ওয়েটারদের মেয়ের সাদিতে কেউ পাঁচ হাজার টাকা করে দেয়?

BanglaBook.org

সত্যি?

হ্যাঁ সাব, আমি ঠিকই বলছি। আপনি ইচ্ছা করলে আকবর আর সিকান্দারকে ডেকে জেনে নিন...

না, না, তার দরকার নেই।

আমি খেতে খেতেই ভদ্রমহিলাকে দেখি। না দেখে পারি না। অমন সুন্দরীর দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক যুবতীর হুইস্কি খাওয়া সত্যি সাহসী কাজ। বিস্ময়কর। কৌতূহল বোধ করি মেয়েটি সম্পর্কে। তাছাড়া মনের মধ্যে কত প্রশ্ন উঁকি দেয়।

ওয়েটারের কাছে যেটুকু জেনেছি, তাতেই বুঝতে পারি উনি যথেষ্ট বিত্তশালী পরিবারের বউ। তাছাড়া যে বিবাহিতা যুবতী পার্ক স্ট্রিটের জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় বসে মদ্যপান করতে পারেন, তিনি বাড়িতে কেন মদ্যপান করেন না?

একটু আনমনা হয়েই এইসব চিন্তা করছিলাম। তারপর দৃষ্টি ঘুরাতেই দেখি, উনি বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন; সব ওয়েটাররাই সসম্ভ্রমে ওনাকে নমস্কার করছে। উনিও হাত তুলে হাসিমুখে ওদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

উনি বিদায় নিলেও ওনার সম্পর্কে আরও কত কী ভাবি। মেয়েটির নাম কী? ওনার স্বামী কি করেন? মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিগ বস্? নাকি বিজনেসম্যান? উনি নিজেও কী কোনও চাকরি বা ব্যবসা করেন?

যাইহোক ঠিক করি, ওনার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।

*　　*　　*　　*

কলকাতায় এলেই প্রত্যেক দিন ডিনারের নেমন্তন্ন খাই পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। আজ রাত্রে পূরবীর ওখানে খাব।

আমি সন্দীপের অফিসে যাবার পরই ও-ই পূরবীকে ফোন করে, তুই কি খুব ব্যস্ত?

একটু আগে পর্যন্ত খুবই ব্যস্ত ছিলাম; এখন কফি খাচ্ছি।

ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, তোর কী কোনও কাজকর্ম নেই যে আমাকে ফোন করছিস?

দ্যাখ পূরবী, কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব, হাজার দুশ্চিন্তার মধ্যেও যে তোকে এত কাছে পেতে ইচ্ছে করে যে...

পূরবী হাসতে হাসতে বলে, আর কত কাল ধরে এই এক কথা বলবি?

BanglaBook.org

আমৃত্যু।

হঠাৎ এতদিন পর ফোন করছিস কী মতলবে?

তুই যে প্রেমিককে প্রথম নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলি, সেই ভাগ্যবান আজ এই শহরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সে হতভাগা কোথায়?

সন্দীপের চেম্বারে হ্যান্ড-ফ্রি স্পিকার ফোন; তাই আমি পূরবীর সব কথাই শুনেছি। তাই তো সন্দীপ থামতেই আমি বলি, ডার্লিং, হতভাগা বলছি।

সন্ধের পর কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

না।

তুই কোথায় উঠেছিস?

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে কোল ইন্ডিয়ার...

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, তুই তো আগেও ওই গেস্ট হাউসে উঠেছিস।

হ্যাঁ।

তোকে পিক আপ করতে তো আমি ওই গেস্ট হাউসে দু'তিনবার গিয়েছি।

হ্যাঁ, এসেছিস তো।

আমি ছ'টার পর তোকে তুলে নেব। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি বা দীপু তোকে আবার পৌঁছে দেব।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই সন্দীপ বলে, চমৎকার! তোরা রাধা-কেষ্টর লীলা করবি আর আমি কি...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পূরবী হাসতে হাসতে বলে, ওরে হ্যাংলা, তুই বাড়িতে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আমার ওখানে আসার সময় চৈতালীকে বলবি, তুই রাধা-কেষ্টর লীলা দেখতে যাচ্ছিস।

* * * *

BanglaBook.org

অনেক ছেলেমেয়েই আমার ভালো বন্ধু। কো-এড স্কুলে পড়েছি বলে বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ও অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়। তাদের অনেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে নানা জায়গায়। প্রায় সবারই বিয়ে হয়েছে। দু'চারজন ছাড়া ওদের দু'একটা ছেলেমেয়ে আছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে সব ছেলেরাই

নানা পেশায় ভালো ভালো চাকরি করছে কিন্তু সব মেয়েরাই চাকরি করছে না।

ঊর্মি ব্যানার্জি আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। অন্য মেয়েদের চাইতে ওর সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। রূপে-গুণে ওর সঙ্গে অন্য মেয়েদের তুলনাই হয় না।

আমরা দু'জনেই ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই। বেশ মনে আছে প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। টিফিনের সময় ওকে পাশে বসে টিফিন খেতে দেখেই আমি প্রশ্ন করি, তোমার নাম কী?

ঊর্মি ব্যানার্জি।

আমি একটু হেসে বলি, বেশ আন-কমন নাম।

এবার ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি তো তোমার নাম বললে না!

উৎসব।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, উৎসব চট্টোপাধ্যায়।

এবার ঊর্মি এক গাল হেসে বলে, রিয়েলি খুব সুন্দর নাম।

ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, কে তোমার নাম রেখেছেন?

আমার মা।

ও হাসতে হাসতেই আবার বলে, তোমার মা কি পোয়েট?

না, আমার মা কবি না কিন্তু আমার মা শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছেন, গান শিখেছেন।

এইভাবেই শুরু হল আমাদের পরিচয়। দু'একদিন যেতে না যেতেই আমরা 'তুমি' বিসর্জন দিয়ে তুই বলতে শুরু করি; শুরু হয় টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া। বাড়ি ফিরে রোজই মাকে ঊর্মির কথা বলি।

জানো মা, আমাদের ক্লাসে ঊর্মির মতো সুন্দরী মেয়ে আর কেউ নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মা; ওকে দেখলেই তোমার ভালো লাগবে।

মা একটু হেসে বলেন, ঠিক আছে, তোর জন্মদিনে ওকে আসতে বলব।

পরের দিন স্কুলে গিয়েই ঊর্মিকে সেকথা বলি। ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমিও মাকে বলব, আমার জন্মদিনে তোকে নেমন্তন্ন করতে।

ওই বয়সে দিনগুলো বড় তাড়াতাড়ি চলে যায়। হঠাৎ একদিন আমরা

BanglaBook.org

দু'জনেই আবিষ্কার করি, আমরা দু'জনেই বেশ বড় হয়েছি। আমার চোখে-মুখে শরীরের আনাচে-কানাচে অনাগত যৌবনের ইঙ্গিত। আর ঊর্মি?

সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে ডোরবেল বাজাবার পর ঊর্মিই দরজা খুলে দেয়; বলে, আয়।

আসব কী? আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি; চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ে না।

হাঁ করে কী দেখছিস? ভিতরে আয়।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ওকে দেখতে দেখতেই একটু হেসে বলি, সত্যি, সার্থক তোর নাম।

ও কৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তার মানে?

আমি কোনওমতে হাসি চেপে বলি, ঊর্মি মানে কী?

কী আবার? ঢেউ।

গুড!

এবার ওর চোখের পর চোখ রেখে বলি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখেছিস, তোর শরীরে কীভাবে ঢেউ উঠতে শুরু করেছে?

ঊর্মি হাসতে হাসতে বলে, এক থাপ্পড় খাবি।

তা তুই মারতে পারিস কিন্তু এর পর তো তোর শরীরে উত্তাল তরঙ্গ উঠবে।

ও আমার একটা হাত ধরে ভিতরের দিকে টান দিয়ে দরজা বন্ধ করেই বলে, উঠবে উঠুক; তাতে তোর কী?

ঠিক সেই সময় ভিতরের ঘর থেকে ভালো মাসিমা একটু গলা চড়িয়ে বলেন, মুন্নী, কে এসেছে?

ঊর্মি বলে, মা, উৎসব এসেছে।

তোরা কথা বল; আমি হাতের কাজ সেরে আসছি।

ঊর্মির ঘরে পা দিয়েই বলি, স্কুল ড্রেসে বোঝা যায় না, তুই এত বড় হয়েছিস।

তুইও তো কত বড় হয়েছিস।

ও আমার গালে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, একটু একটু দাড়ি-গোঁফ বেরুচ্ছে বলে তোকে খুব সুন্দর লাগছে।

কেন ন্যাকামি করছিস?

আমি না থেমেই বলি, তুই যে খুবই সুন্দরী, তা তুই খুব ভালো করেই জানিস।

ও একটু হেসে বলে, তুই ছাড়া আর কেউ তো আমাকে সুন্দরী বলে না।

BanglaBook.org

আমরা যে কথা খোলাখুলি বলতে পারি, তা কি অন্যদের পক্ষে সম্ভব?

তা ঠিক।

ঊর্মি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, কত বছর ধরেই তো আমি আর তুই এক ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই কিন্তু আমাদের কারুর মা কোনওদিন বারণ করেননি।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, স্কুলে আর আমরা কতটুকু মিশতে পারি? আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করি তো নিজেদের বাড়িতেই।

ভালো মাসিমা মেয়ের ঘরে পা দিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, দিদি কেমন আছেন?

মা এমনি ভালোই আছেন; তবে সবসময়ই মনে হয়, বড় ক্লান্ত।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর থেকেই তো দিদি যুদ্ধ করে চলেছেন; ক্লান্ত বোধ করা তো খুবই স্বাভাবিক।

ঊর্মি বলে, জানো মা, বড়মাসির মুখের হাসি আর গান শুনে কখনওই মনে হয় না, উনি ক্লান্ত।

দিদি ওই দুটোর জন্যই এখনও একইভাবে লড়াই করে উৎসবকে মানুষ করছেন।

আমি বলি, হ্যাঁ, ভালো মাসিমা, আপনি ঠিকই বলেছেন।

ভালো মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁরে, খেয়েদেয়ে যাবি; পালাবি না।

কিন্তু মা যে রান্না করেছেন।

আমি ফোন করে দিদিকে বলে দিচ্ছি।

* * * *

ঊর্মির মা-বাবা যেমন আমাকে স্নেহ করেন, সেইরকমই মাকেও খুবই শ্রদ্ধা করেন। ঊর্মির বাবা—আমার ভালো কাকুর কোনও বোন নেই বলে মা-র কাছে ভাইফোঁটা নেন। নববর্ষ-বিজয়ার পর ওরা স্বামী-স্ত্রী মাকে প্রণাম করতেও যান।

শুধু তাই না।

ভালো কাকুর জন্যই মা অনেক বড় বড় কোম্পানির নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বেশ ভালো টাকাও পান। এই ব্যাপারে মা একবার ভালো কাকুকে বলেছিলেন, ভাই, দিদির জন্য আপনি কোনও অবলিগেশনে পড়ছেন না তো?

ভালো কাকু হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার দিদির মতো বিশুদ্ধ

BanglaBook.org

রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে তো এক আঙুলে গোনা যায়।

ভাই, কী যে বলেন! অনেকেই এখন গুরুদেবের গান ভালো গাইছে।

হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু আপনাদের মতো কয়েকজনের গানে যেভাবে মনে দোলা দেয়, তা ওরা পারে না।

ওনাদের স্নেহের প্রশ্রয়েই আমার আর ঊর্মির বন্ধুত্ব হৃদ্যতা আরও নিবিড়, আরও গভীর হয় কিন্তু তবু যা ভাবিনি, তাই ঘটে গেল হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরুবার পর। আমি জানতাম, আমাদের দু'জনেরই রেজাল্ট ভালো হবে; তবে স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি সেভেনথ্ হব। ঊর্মিও ভাবতে পারেনি, সে স্ট্যান্ড করবে বা নাইনথ্ হবে।

স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই ভোরবেলাতেই ফোন করে আমাকে খবরটা জানান। বাবার ছবিতে প্রণাম করার পর মাকে প্রণাম করতেই মা আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে আনন্দে খুশিতে কেঁদেই ফেললেন।

তারপরই ছুটলাম ঊর্মিদের বাড়ি।

ঊর্মি দরজা খুলতেই বলি, ভালো কাকু, ভালো মাসিমা কোথায়?

ও এক গাল হেসে বলে, ওরা দু'জনে সব ফ্ল্যাটে মিষ্টি দিতে গিয়েছে।

তারপর দরজা বন্ধ করেই ঊর্মি আনন্দে আর উত্তেজনায় দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ চুম্বন দেয়। আমি যেমন বিস্মিত, তেমনি খুশি হলেও নিজেকে সংযত করতে পারি না। আমিও দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করি।

তারপর দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসি; কোনও কথা বলি না, বলতে পারি না। এত আনন্দ খুশির মুহূর্তে কি কোনও কথা বলা যায়?

ঠিক জানি না, আমরা কতক্ষণ ওইভাবে দু'জনে দু'জনের দিকে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। ডোরবেল বাজতেই আমাদের সম্বিৎ ফিরে এল।

ঊর্মি দরজা খুলতেই ভালো কাকু এক গাল হেসে দু'হাত দিয়ে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমরা যে কী খুশি হয়েছি তা বলতে পারব না। তোর জন্য আমাদের সত্যি গর্ব হয়।

আমি হাসতে হাসতে বলি, ভালো কাকু, আমাকে একটু ছেড়ে দিন। আগে আপনাকে প্রণাম করি; তারপর...

ভালো কাকু আমাকে ছেড়ে দেবার পর আমি ওনাদের দু'জনকে প্রণাম করি। ভালো মাসিমা দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানি ধরে কপালে চুমু খেয়ে বলেন, তোরা

BanglaBook.org

দু'জনে সত্যি আমাদের চমকে দিয়েছিস। তোদের জন্য যে আমাদের কী আনন্দ হচ্ছে, তা মুখে বলতে পারব না।

ভালো কাকু আমার হাত ধরে সোফায় পাশে বসিয়ে বলেন, দেখ উৎসব, তুই এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেই দিদির দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। তুই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেই দিদির দীর্ঘ লড়াই সার্থক হবে।

হ্যাঁ, ভালো কাকু, তা আমি জানি। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মাকে সুখে-শান্তিতে রাখার জন্য আমি মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব।

তা আমি জানি।

ঊর্মি পাশের সোফায় বসে থাকলেও ভালো মাসিমা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। উনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুই উৎসবকে নিয়ে তোর ঘরে গিয়ে গল্পগুজব কর। একটু পরেই আমি তোদের খেতে দিচ্ছি।

ভালো কাকুও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন, যাও, তোমরা গল্পগুজব কর।

আমি ঊর্মির ঘরে গিয়েই ওর দুটো হাত ধরে একটু হেসে বলি, আজ তুই কী করলি বল তো?

কী আবার করলাম? আনন্দে-খুশিতে তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছি কিন্তু তাতে অবাক হবার কী আছে?

তোর মতো সুন্দরী যুবতী আমার মতো একটা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে যে কী হতে পারে, তা জানিস না?

কী আবার হবে!

দ্যাখ ন্যাকামি করিস না। তোর মতো একটা মেয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে যে আমি উত্তেজিত হতে পারি, তা তো বুঝতে পারিস।

তুই তো যে কোনও ছেলে না; তুই উৎসব।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, আমি সারারাত তোর পাশে শুয়ে থাকলেও তুই আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবি না।

আমি একটু হেসে বলি, তুই আমাকে এতই বিশ্বাস করিস?

নিশ্চয়ই করি।

ঊর্মি না থেমেই বলে, ছুটির দিনে আমরা সারা দুপুর পাশাপাশি শুয়ে গল্প করি না?

আমি কোনও উত্তর দিই না; শুধু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যদি কিছু ঘটার হত, তাহলে অনেকদিনই

BanglaBook.org

তা ঘটতে পারত।

* * * *

আমরা দু'জনেই ভর্তি হলাম প্রেসিডেন্সিতে; ও নিল পলিটিক্যাল সায়েন্স আর আমি ইকনমিক্স। আগের মতো ও আমাকে সারাদিন দেখতে পায় না, আমিও ওকে সবসময় কাছে পাই না। তবু রোজই আমাদের দেখা হয়। আড্ডা দিই কখনও ক্যান্টিনে, কখনও মাঠে বসে। তাছাড়া দু'একদিন পরপরই গল্প করি কফিহাউসে বসে। মাসে অন্তত একটা রবিবার আমি ওদের বাড়ি যাই। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করি। তারপর আমরা দু'জনে কত কথা বলি। কোনও কোনও রবিবার ঊর্মিও আমাদের বাড়ি আসে ও আমরা দু'জনে একসঙ্গে সারাদিন কাটাই।

এইভাবেই কেটে গেল কলেজের প্রথম বছর।

ইতিমধ্যে আমাদের ক্লাসের কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গেও বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে সন্দীপ, জয়ন্ত, সৌম্য, প্রদীপ্ত, পূরবী, বৈশাখী, অজন্তা আর আমি সবসময় একসঙ্গে ক্যান্টিনে-কফিহাউসে-মাঠে বসে আড্ডা দিই। সিনেমা দেখতেও আমরা একসঙ্গে যাই। একলা সিনেমা দেখার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না।

তিন বছর কলেজে একসঙ্গে কাটিয়ে আমরা যে কত ঘনিষ্ঠ হলাম, তা ভাবা যায় না। এরই মধ্যে মন দেয়া-নেয়ার পর্বও ঘটে গেছে কয়েকজনের মধ্যে। বৈশাখী আর প্রদীপ্ত তো খুবই মাতামাতি শুরু করল।

থার্ড ইয়ারের শেষের দিকে তো আমাদের আড্ডার আসরে সন্দীপ ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলত, হ্যাঁরে, আমরা কোন নার্সিংহোমে যাব?

জয়ন্ত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, বৈশাখী, তোর ছেলের নাম কি জানুয়ারি রাখবি?

বৈশাখী বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, নারে, মেয়ের নাম রাখব ক্ষ্যান্তমণি।

আমরা না হেসে পারি না।

পূরবী অজন্তাকে বলে, তুই সন্দীপের ব্যাপারে সিরিয়াস তো?

ও চাপা হাসি হেসে বলে, সিরিয়াস না হলে কি ওকে এতটা এগুতে দিই?

আমরা তিন-চারজন একসঙ্গে বলি, শিগগির বল, কতটা এগুতে দিয়েছিস।

সন্দীপ সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমরা কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলছি।

BanglaBook.org

সৌম্য বলে, ওরে হতভাগা, তোরা ফাইন্যাল কবে খেলবি?

নো তাড়াহুড়ো। আগে আমরা একটু দাঁড়াই; তারপর সব হবে।

কলেজের তিনটে বছর যেন ঝড়ের বেগে উড়ে গেল। তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেল। আমরা সবাই ছড়িয়ে পড়লাম নানা দিকে।

*　　*　　*　　*

পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় খেয়েদেয়ে আসার পর ওই মদ্যপায়ী মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতেই একটু ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভাঙতেই পুরোনো দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

সত্যি বিভোর হয়ে ভাবছিলাম সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলোর কথা। ঠিক সেই সময় পূরবী এসে হাজির।

আমাকে শুয়ে থাকতে দেখেই ও হাসতে হাসতে বলে, নিশ্চয়ই ঊর্মিকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিলি?

আমি শুয়ে শুয়েই ওর একটা হাত ধরে বলি, আমি শুধু তোর কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর কথা।

আমি না থেমেই বলি, তোর দুটো অপূর্ব চোখের চাহনি, সুন্দর মুখের হাসি আর তোর রূপ ও দেহলাবণ্যের জোয়ারে যে আমি ভেসে গেছি, তা কি তুই জানিস না?

পূরবী আমার পাশে বসে হাসতে হাসতে বলে, তুই তো সব মেয়েকেই এই একই কথা বলিস।

আমি তোর বুকে হাত দিয়ে বলব যে আমি শুধু তোকেই এই কথা বলি?

এক থাপ্পড় খাবি।

কেন?

আমি এখন আর তোর সহপাঠিনী না; আমি পরস্ত্রী।

তাতে কী হল? তোর দীপু তো তোকে খুশিও করতে পারেনি, সুখীও করতে পারেনি। তাই তো আমি তোকে...

ও আমার একটা হাত ধরে টান দিয়ে বলে, ফালতু বক বক না করে চটপট তৈরি হয়ে নে।

BanglaBook.org

পূরবীর জন্য চায়ের অর্ডার দিয়েই আমি বাথরুমে যাই, স্নান করি, জামা-প্যান্ট বদলে নিয়ে বেরুতেই ও একবার আমাকে ভালো করে দেখে একটু হাসে; বলে, সত্যি উৎসব, তুই এখনও দারুণ হ্যান্ডসাম। তোর কত ছাত্রী যে তোকে ভালোবাসে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

ভবিষ্যতে ছাত্রীরা ভালোবাসবে বলেই বোধ হয় তুই আমাকে বিয়ে করলি না?

যে ছেলে অন্য মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খায়, তাকে বিয়ে করা যায় না।

ওর কথা শুনে আমি শুধু হাসি।

পূরবী একটু হেসে বলে, ওরে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। কাম অন, লেট আস মুভ।

পূরবী বিয়ে করেছে কলেজে আমাদের এক বছরের সিনিয়র দীপঙ্কর ব্যানার্জিকে অর্থাৎ আমাদের দীপুদাকে। দীপুদা কলেজ থেকে বেরিয়েই আই-আই-এম, আমেদাবাদে ভর্তি হয়; তারপর ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে পাঁচ বছর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের লন্ডন অফিসে। ও দেশে ফিরে আসার পর পরই অধ্যাপিকা পূরবী রায়কে বিয়ে। অধ্যাপিকার চাকরি ছেড়ে দীপুদার সঙ্গে কনসালটেন্সি ফার্ম শুরু।

এখন?

দীপুদাকে প্রত্যেক মাসে ছুটতে হয় দেশ-বিদেশে; দু'দিনের জন্য জাকার্তা, তিন দিনের জন্য সিঙ্গাপুর হয়ে কলকাতায় ফিরে এক সপ্তাহ পরই ও আর পূরবী হয় শারজা বা দুবাই আর ফেরার পথে পুরো এক সপ্তাহ কলম্বোয়। ওদের দু'জনের অভাবনীয় সাফল্য দেখে যেমন আনন্দ, তেমনি গর্ব হয়।

গাড়িতে যেতে যেতে পূরবীকে বলি, লাস্ট টাইম কলকাতায় শুনলাম, তুই সিঙ্গাপুরে কিন্তু দীপুদাকে পেয়েছিলাম। তার আগের বার সন্দীপের কাছে শুনলাম, তোরা দু'জনেই শারজা গিয়েছিস।

আমরা যে কে কখন কোথায় যাব, তার তো কোনও ঠিক নেই।

তুই বা দীপুদা তো অনেকদিন দিল্লিতে আসিস না।

পূরবী আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে বলে, তবে এবার বোধহয় আমাদের খুব ঘন ঘন দিল্লি আসতে হবে।

কেন?

BanglaBook.org

পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের অনুরোধে আমরা ওদের ইন্ডাস্ট্রি আর কয়েকটা এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্ট করার ব্যাপারে কনসালট্যান্ট হয়েছি।

ভেরি গুড।

আবার হিমাচল গভর্নমেন্ট চাইছে, ওদের আপেল এক্সপোর্ট করার ব্যাপারে দশ বছরের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান করে দিই।

এইসব কাজ শুরু করলে কি দিল্লিতে গিয়ে তোরা ফাইভ স্টার হোটেলে উঠবি?

ও হাসতে হাসতে বলে, তোর ধর্মশালা থাকতে কোন দুঃখে হোটেলে উঠব?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, একলা থাকতে থাকতে মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠি। তাই তো তুই বা দীপুদা এলে খুব ভালো লাগে।

আমার কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি; দীপুও তোর ওখানে থাকলে খুব এনজয় করে।

*　　*　　*　　*

যাইহোক সেদিন সন্ধে থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত কী আনন্দেই কাটল। দীপু জয়ন্তকে সল্টলেকে ছাড়তে গেল; দিলীপ গেল সন্দীপের সঙ্গে। পূরবী আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিল।

বিদায় নেবার আগে ও আমার দুটো হাত ধরে বলে, উৎসব, প্লিজ এবার বিয়ে কর। তোকে এভাবে একলা একলা জীবন কাটাতে দেখে সত্যি বড় কষ্ট হয়।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। সারাদিন তো এক মিনিটও বিশ্রাম করিসনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই

পরের দিন সওয়া চারটে নাগাদ হাজির হলাম পার্ক স্ট্রিটের ওই রেস্তোরাঁয়।

এইসব রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের পর্ব শেষ হয় তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যেই। আবার এদের পরিবেশ মদির হবার শুরু সন্ধের পর ও পান-ভোজনের আসর ভঙ্গ হয় মধ্যরাত্রে। চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তোরাঁতেই খদ্দেরের দর্শন পাওয়া সত্যি দুর্লভ।

তাই তো রেস্তোরাঁয় ঢুকেই চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখলাম, শুধুমাত্র ওই বিস্ময়কর যুবতী বধূই একটা টেবিলে এসে বসেছেন কিন্তু তখনও পানের পর্ব শুরু হয়নি।

এক্সকিউজ মি, আপনার সামনের চেয়ারে বসলে আপত্তি নেই তো?

উনি মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই শুধু একটু মাথা নেড়ে বসতে বললেন।

অশেষ ধন্যবাদ।

চেয়ার টেনে বসতেই ওয়েটার এসে হাজির। বললাম, দুটো হুইস্কি দাও।

স্যার, কোন হুইস্কি দেব?

ম্যাডাম যে হুইস্কি পছন্দ করেন, তাই দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে বলি, কাজু দিও।

* * * *

গতকালই আমি আমার পরিচয় দিয়ে এখানকার ম্যানেজারকে বলেছিলাম, আমি আগামীকাল ম্যাডামের টেবিলে বসব ও আলাপ করব।

উনি একটু হেসে বলেন, ম্যাডাম যদি আপত্তি না করেন, তাহলে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।

* * * *

BanglaBook.org

ওয়েটার দুটো গেলাসে হুইস্কি, দুটো সোডার বোতল, আইস বাকেট আর এক প্লেট কাজু এনে দেয়। আমি আইস বাকেট থেকে একটা আইস কিউব তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বলি, দিতে পারি?

মুখে না, শুধু ডান হাতের দুটো আঙুল তুলতেই আমি ওনার গেলাসে দুটো আইস কিউব দিই।

উনিও সঙ্গে সঙ্গে একটা সোডার বোতল থেকে আমার গেলাসে ঢেলে দেবার পর নিজের গেলাসও ভরে দেন। আমি আমার গেলাসে একটা আইস কিউব দিয়েই গেলাসটা তুলে ধরে চাপা হাসি হেসে বলি, চিয়ার্স!

উনি শুধু একটু হেসে গেলাস তুলে ধরেন কিন্তু মুখে কিছু বলেন না।

দু'জনেই দু'একটা কাজু মুখে দিই; হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিই। কারুর মুখেই কোনও কথা নেই কিন্তু দু'জনেই মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাতেই কখনও কখনও চোখে চোখ পড়ে।

এক পেগ শেষ হলে আবার হুইস্কি আসে। কেউ সোডা দেয়, কেউ আইস কিউব। দু'জনেই গেলাসে চুমুক দিই। দু'জনেই মুখে দিই একটুকরো ফিশ টিক্কা বা দু' একটা কাজু। হঠাৎ মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিবিনিময় কিন্তু কথা হয় না।

এইভাবেই কেটে গেল ঘণ্টা দেড়েক। উনি একবার নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতেই ওয়েটার বিল এনে সামনে রাখে। উনি ব্যাগে হাত দিতেই আমি পার্স থেকে টাকা বের করে বিলের উপর রেখেই সামনের দিকে তাকিয়ে বলি, এটা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ওয়েটার চলে যায়; দু'তিন মিনিট পর বিল আর বাকি টাকা ফেরত আনে। আমি ইঙ্গিতে ওকে টাকাগুলো নিতে বলি। উনিও ওয়েটারকে একশো টাকা টিপস্ দেন। তারপর দু'জনেই বিদায় নেবার জন্য পা বাড়াই।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময় গেটম্যান দরজা খুলেই ভদ্রমহিলাকে সেলাম করে ও যথারীতি একশো টাকা টিপস্ পায়।

সামনের বিরাট ফোর্ড গাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা খুলে ধরতেই ভদ্রমহিলা আমাকে বলেন, চলুন, আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিই।

আপনাকে কষ্ট করতে হবে না; আমি ঠিকই গেস্ট হাউসে পৌঁছে যাব।

ওখানে কি কোনও কাজ আছে?

BanglaBook.org

আমি একটু হেসে বলি, আমি গেস্ট হাউসেই উঠেছি।

আপনি কলকাতায় থাকেন না?

না।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, আপনার গেস্ট হাউস হয়েই আমি বাড়ি যাব।

অশেষ ধন্যবাদ।

গাড়িতে উঠে বসতে না বসতেই উনি আমাকে বলেন, প্লিজ, ড্রাইভারকে বলে দিন কোথায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, আমি ড্রাইভারকে বলি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।

গাড়ি বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলে কিন্তু আমাদের কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। গাড়ি গেস্ট হাউসের কাছে আসতেই আমি ড্রাইভারকে বলি, সামনের গেটে থামতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমেই উনি আমাকে বলেন, চলুন, দেখে আসি আপনি কোথায় থাকেন।

আমি একটু হেসে বলি, চলুন।

আমার ঘরে পা দিয়েই উনি একবার চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে একটু হেসে বলেন, আপনার ঘর গুছিয়ে রাখতেই বোধহয় আপনার স্ত্রীর সারাদিন কেটে যায়?

আমি বিয়ে করিনি।

উনি অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, তবে কি আপনার মা বা বোন...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলি, বেশ কয়েক বছর আগে মা মারা গিয়েছেন; তাছাড়া আমার কোনও ভাইবোনও নেই।

বাবা আছেন?

আমার পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যান।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার মা-বাবা-ভাইবোন কেউ নেই!

আমি মাথা নেড়ে বলি, না নেই।

উনি সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারেন না। মুখ নিচু করে কী যেন ভাবেন। আমিও কোনও কথা বলি না। দু'তিন মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পর আমি একটা চেয়ার টেনে এনে বলি, প্লিজ বসুন।

BanglaBook.org

উনি চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকাতেই আমি বলি, আমার নাম উৎসব চট্টোপাধ্যায়।

কে আপনার নাম রেখেছিলেন?

মা।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, সত্যি খুব সুন্দর নাম।

মা-র সবকিছুই সুন্দর ছিল।

সবকিছু মানে?

রূপে, গুণে, রুচিতে মা সত্যি অতুলনীয়া ছিলেন।

আমি না থেমেই বলি, আমার মা-ই আমার জীবনদেবতা।

বাঃ! খুব সুন্দর বললেন।

একটু চুপ করে থাকার পর উনি প্রশ্ন করেন, আপনি নিশ্চয়ই কোল ইন্ডিয়ার অফিসার?

না।

তাহলে এই গেস্ট হাউসে...

আমি একটু হেসে বলি, আমার অনেক ছাত্রছাত্রীর মা-বাবা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি-জয়েন্ট সেক্রেটারি। তাই...

তার মানে আপনি অধ্যাপক?

আমি সামান্য মাস্টারমশাই।

আমার কথা শুনে উনি না হেসে পারেন না। তারপর হাসি থামলে বলেন, কলকাতায় কি কোনও কাজে এসেছেন?

কলেজে ছুটি। প্রেসিডেন্সিতে যেসব ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে পড়ত, তাদের কয়েকজন এখানে আছে। ওদের সঙ্গে একটু আড্ডা গল্পগুজব করার জন্যই এসেছি।

পুরো ছুটিটাই এখানে কাটাবেন?

না, না; কয়েকদিন পরই চলে যাব।

চলে যাবেন কেন?

ওরা সবাই ব্যস্ত; ওদের আর কত বিরক্ত করব।

এখান থেকে কোথায় যাবেন?

নিতান্ত চাকরির জন্য দিল্লিতে থাকতেই হয় কিন্তু ছুটিতে ওখানে একলা একলা থাকতে একদম ভালো লাগে না।

BanglaBook.org

ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যান না কেন?

একলা একলা কি কোনও আনন্দ করা যায়?

আমার কথা শুনে উনি চুপ করে থাকেন বেশ কয়েক মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কাল কি আপনার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

না।

আমি যদি সকালের দিকে আসি, তাহলে...

আমি হাসতে হাসতে বলি, সত্যি আসবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

লুকিয়ে-চুরিয়ে যে আমার নিন্দা না করে আমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের বার-এ ড্রিঙ্ক করতে পারে, তার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে, বন্ধুত্ব করতে আসব।

আমি অবাক হয়ে ওনার দিকে তাকাই।

উনি দু'হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করে বলেন, কাল সাড়ে দশটায় আসব। আর হ্যাঁ, আমার নাম প্রার্থনা।

* * * *

উনি বিদায় নেবার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই বিস্ময়কর রহস্যময়ী প্রার্থনার কথাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। অজস্র প্রশ্ন এল মনে।

ইনি কোন পরিবারে জন্মেছেন? সে পরিবার কি উচ্চশিক্ষিত ও খুবই আধুনিক? নাকি ওনার শ্বশুরবাড়ি খুবই উদার?

কার শিক্ষায়-দীক্ষায় বা বিশেষ কী কারণে উনি পরনিন্দা-পরচর্চায় পরোয়া না করে দিনের আলোয় পার্ক স্ট্রিটের বার-এ মদ্যপান করতে আসেন?

না, কোনও প্রশ্নেরই উত্তর অনুমান করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, বুঝেছি, উনি যথেষ্ট শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্ন, সংযত ও সর্বোপরি ধনী।

সে যাই হোক প্রার্থনা সম্পর্কে অভাবনীয় কৌতূহল বোধ করি মনে মনে।

BanglaBook.org

* * *

ঠিক সাড়ে দশটায় প্রার্থনা হাজির। হাতে এক গুচ্ছ লাল গোলাপ আর একটা বেশ বড় প্যাকেট।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বলেন, আমাদের মুনি-ঋষিরা

বলেছেন, গুরু, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি আর গুণী-জ্ঞানীদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো অপলক নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

দেখছেন কী? আগে ধরুন।

গুরু বা রাজা তো দূরের কথা, আমি তো গুণী-জ্ঞানীও না; তাহলে...

হঠাৎ দাবি জানাবার সুরে প্রার্থনা বলে, আঃ! তর্ক না করে আগে ধরুন।

হ্যাঁ, আমি ওর উপহার দু'হাত পেতে গ্রহণ করি।

একটু বসতে পারি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন।

দু'জনে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসেছি। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি কিন্তু কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। তবে দু'জনের মুখেই চাপা হাসি।

দু'চার মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পর প্রার্থনা বলে, নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বলি, না।

তবে কি খুব ভালো মনে হচ্ছে?

আবার মাথা নেড়ে বলি, না।

ও একটু জোরেই হেসে উঠে বলে, আপনি তো শ্রীকান্তর মতো কথা বলছেন।

তার মানে?

রাজলক্ষ্মীর পাটনার বাড়ি থেকে বিদায় নেবার পর শ্রীকান্ত বলেছিল, সে ভালো, তা বলতে পারি না; আবার সে খারাপ, তাও ভাবতে পারি না।

এবার আমি হাসতে হাসতে বলি, আমিও শ্রীকান্ত না, আপনিও রাজলক্ষ্মী না।

তা না হয় হল কিন্তু আমাকে দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে?

সত্যি শুনতে চান?

হ্যাঁ, সত্যি শুনতে চাই।

আমি একবার নিশ্বাস ফেলে বলি, আপনি সুশিক্ষিতা, যথেষ্ট রুচিশীলা আর বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে।

আর কিছু না?

আরও শুনতে চান?

হ্যাঁ, শুনতে চাই।

হয় আপনি অত্যন্ত ধনী ও উদার পরিবারের সৌভাগ্যবতী বউ অথবা বিশেষ

BanglaBook.org

কোনও রাগে, দুঃখে বা অভিমানে আপনি দিনের বেলায় পার্ক স্ট্রিটের বার-এ গিয়ে ড্রিঙ্ক করেন।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত এগিয়ে দেন আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য; আমিও ডান হাত বাড়িয়ে দিই।

করমর্দন করেই উনি বলে, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

দু'টি ভিন্ন মতের কোনটি ঠিক?

মুহূর্তের মধ্যেই ওর হাসিখুশি মুখের চেহারা বদলে যায়। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমি রাগে, দুঃখে, অপমানে জর্জরিত হয়েই বোধহয় প্রতিহিংসায় ওইভাবে বার-এ গিয়ে ড্রিঙ্ক করি।

ওর কথা শুনে আমিও মুখ নিচু করে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, কী দরকার ছিল আমাকে প্রশ্ন করে বা আমাকে এইসব কথা বলার?

আমি কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝেই ওই বার-এ যাই। আমাকে ড্রিঙ্ক করতে দেখে অনেক সময় কেউ কেউ আমার ঠিক সামনের টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে নানা রকম ইঙ্গিত দিয়েছেন বা নিতান্ত কৌতুকের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কী আশ্চর্য! আপনি ওদের কিছু বলেননি?

না।

কেন?

এইসব কীট-পতঙ্গগুলোকে উপেক্ষা করাই উচিত মনে হয়েছে।

মুহূর্তের জন্য থেমে প্রার্থনা বলেন, আপনিই প্রথম পুরুষ যিনি সৎ সাহস দেখিয়ে আমার টেবিলে বসেছেন।

শুনে আমি একটু হাসি।

ও বলে যায়, তাছাড়া আপনার ভদ্রতা সৌজন্য জ্ঞান দেখে ভালো লাগে বলেই আপনাকে এখানে পৌঁছে দিই ও আজ এসেছি।

কিন্তু আপনি তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

দিচ্ছি।

প্রার্থনা একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েই বলে, উৎসব, আমার মনের মধ্যে অনেক ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, অভিমান আর অপমান জমে আছে কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলতে পারিনি।

ও না থেমেই আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, আমার মনে হয়েছে,

BanglaBook.org

আপনাকে বিশ্বাস করা যায়, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়।

ওর কথা শুনে ভালো লাগে, একটু হাসি কিন্তু তবু বলি, আমাকে বিশ্বাস করা বা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি ঠিক হবে?

ও চাপা হাসি হেসে বলে, আমার মনে হয়, আমার ধারণা ঠিকই প্রমাণিত হবে।

আমি কিছু বলার আগেই প্রার্থনা একটু গলা চড়িয়ে বলে, আপনি তো আচ্ছা লোক! এতক্ষণ ধরে বক বক করছি অথচ এক কাপ কফিও খাওয়ালেন না?

সরি! সরি!

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেল বাজাই। বেয়ারা আসে।

স্যার, বলুন।

আমাদের দুটো কফি দাও।

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, স্যার, লাঞ্চে কী খাবেন?

আমি প্রার্থনার দিকে তাকিয়ে বলি, এখানে লাঞ্চ করতে আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?

না, না, আপত্তি নেই।

লাঞ্চে কী খেতে চান?

যা খেতে দেবেন, তাই খাব।

আমি বেয়ারাকে বলি, বলরাম, আমাদের জন্য চাইনিজ...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে। স্যার, লাঞ্চের আগে বিয়ার খাবেন কি?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রার্থনার দিকে তাকাতেই ও বলে, না, না, আমি ওসব কিছু খাব না; তবে আপনি নিন।

বলরাম, তুমি আমার জন্য একটা বিয়ার এনো।

হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে।

একটু পরেই বলরাম আমাদের দু'জনকে কফি দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা ওকে বলে, আমার গাড়ির নম্বর ডবল ওয়ান ডবল ফোর; ড্রাইভারকে বলে দাও, এখন চলে যেতে। আবার ও যেন পাঁচটায় এখানে আসে।

হ্যাঁ, মেমসাহেব। আমি এখনই ওকে বলে দিচ্ছি।

কফির কাপে দু'এক চুমুক দিয়েই প্রার্থনা বলে, ঘোমটা খুলে বসলে কিছু মনে করবেন না তো?

BanglaBook.org

আমি একটু হেসে বলি, আমি আপনার শ্বশুরও না, ভাসুরও না; সুতরাং ঘোমটা দেবেন কি দেবেন না, তা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা খুলেই আপন মনে বলে, আঃ! বাঁচলাম!

ঘোমটার আবরণ সরে যেতেই আমি ওর মুখখানা ভালোভাবে দেখি। না দেখে পারি না।

এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?

আপনাকে দেখছি।

কী দেখছেন?

দেখছি, আপনি শুধু সুন্দরী না, রীতিমতো রূপসী।

ও একটু হেসে বলে, আর কিছু না?

আপনার স্বামীর সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে সত্যি হিংসা হচ্ছে।

তার কোনও প্রয়োজন নেই।

তার মানে?

আজ না, ভবিষ্যতে সবই জানতে পারবেন।

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়েই প্রার্থনা উঠে দাঁড়ায়। চারদিক তাকিয়ে দেখে বলে, আমি আসব বলে ঘর গুছিয়েছেন?

ওসব আমার দ্বারা হয় না; বলরামই ঘর গুছিয়েছে।

দিল্লিতে কে ঘরদোর গুছিয়ে দেয়?

ওখানে গঙ্গাপ্রসাদ আমার কুক কাম বাটলার কাম সার্ভেন্ট কাম মার্কেটিং ম্যানেজার কাম প্রাইভেট সেক্রেটারি কাম...

ও এইটুকু শুনেই হাসতে হাসতে বলে, থাক, থাক, আর গঙ্গা স্তোত্র পাঠ করতে হবে না। তবে আমি দিল্লি গেলেই আপনার বাড়ি থেকে ঠিক ওকে তাড়িয়ে দেব।

আমি বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই বলি, কেন? কেন?

ওকে না তাড়ালে আপনি বিয়ে করবেন না।

আমি হো হো করে হেসে উঠি।

প্রার্থনা আমার ঘরের এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে টেবিলের সামনে গিয়েই বইগুলো দেখে বলে, আপনি ইকনমিক্সের প্রফেসর?

আমি ইকনমিক্সের মাস্টারমশাই।

ও বইপত্র দেখতে দেখতেই হঠাৎ আমার সামনে এসেই বেশ উত্তেজিত হয়ে

BanglaBook.org

বলে, আপনি কেন বলেননি, আপনি ডক্টরেট?

কে বলল আমি ডক্টরেট?

প্রফেসর গ্যাডগিল বুঝি নিজের বই আপনাকে উপহার দিয়ে শুধু শুধু লিখেছেন—টু মাই বিলাভেড স্টুডেন্ট ডক্টর উৎসব চট্টোপাধ্যায়?

স্যার ভুল করে লিখেছেন।

ও জোর করে হাসতে হাসতে বলে, উৎসব, ইউ আর রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং!

সো ইউ আর!

ইউ থিংক সো?

ইয়েস আই থিংক সো।

দু'এক মিনিট দু'জনেই হাসি। তারপর ও টেবিলের উপর বইপত্র ঠিকঠাক করে রাখতে না রাখতেই ঘরে বাজার বাজে।

কাম ইন।

বলরাম ঘরে ঢুকেই বলে, স্যার, বিয়ার দেব?

হ্যাঁ, দাও।

একটু পরেই ও এক বোতল বিয়ার, জাগ, এক প্লেট কাজু আর দুটো প্লেটে চিকেন টিক্কা ছাড়াও এক গেলাস কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে ট্রলি-ট্রে আমাদের পাশে রাখে। প্রার্থনাকে কোল্ড ড্রিঙ্ক আর আমাকে এক জাগ বিয়ার দিয়ে বলরাম বিদায় নেয়।

প্রার্থনা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, দেখছি, বেশ রাজার হালেই এখানে থাকেন।

সারা দেশে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার যত গেস্টহাউস আছে, সর্বত্রই বেশ ভালোভাবে থাকা যায়।

আমি বিয়ারের জাগ তুলে ধরে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, ফর আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ!

ও কোল্ড ড্রিঙ্কের গেলাস তুলে ধরে বলে, ইয়েস ফর আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ!

আমরা দু'জনে গেলাসে চুমক দিই। টুকটাক কথা হয়। তারপর আমি বলি, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছা করছে কিন্তু উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

আমার সম্পর্কে আপনার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক, তা আমি জানি। কিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলুন, কী জানতে চাইছেন।

BanglaBook.org

আপনি আজ সারাদিন আমার এখানে কাটাবেন কিন্তু এই ধরনের স্বাধীনতা তো বাঙালি পরিবারের মেয়ে-বউরা পায় না।

আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্রার্থনা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, উগ্র আধুনিক পরিবারের মেয়ে-বউরা অফুরন্ত স্বাধীনতা উপভোগ করলেও অন্য বাঙালি পরিবারে তা সম্ভব নয়।

তাহলে?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে দীর্ঘ কাহিনী। যদি কোনওদিন দু'চারদিনের জন্য আপনাকে কাছে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে সব বলব।

আমি এক গাল হেসে বলি, কিন্তু তা তো কখনওই সম্ভব হতে পারে না।

প্রার্থনা বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, একশোবার সম্ভব।

ওর কথা শুনে সত্যি অবাক হই কিন্তু আমি আর এই বিষয়ে কোনও কথা বলি না। বিয়ারের জাগে এক চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি, আপনি কোন স্কুল-কলেজে পড়েছেন?

গোখেল আর লেডি ব্রেবোর্ন।

অনার্সে কোন সাবজেক্ট ছিল?

পলিটিক্যাল সায়েন্স।

এম. এ. পড়লেন?

না।

কেন?

আমার পোড়া কপাল! তাই তো বি. এ. পরীক্ষা দেবার পর পরই হঠাৎ আমার বিয়ে হল বলে আর পড়া হল না।

বিয়ের পরও তো বহু মেয়ে পড়াশুনা করে।

হ্যাঁ, করে কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কেন?

প্রার্থনা একটু ম্লান হেসে বলে, আমার শ্বশুরবাড়িতে সরস্বতীর অবস্থা ঠিক কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার মতো; আমার শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র আরাধ্যা দেবতা লক্ষ্মী।

বিয়ারের জাগে শেষ চুমুক দিয়েই বলি, তা হতে পারে কিন্তু আপনি যে স্বাধীনতা উপভোগ করছেন, তাই মনে হয়, ইচ্ছা করলেই আপনি এম. এ. পড়তে পারতেন।

BanglaBook.org

দ্যাটস্ রাইট কিন্তু আমার যে অনেক ইচ্ছাই মরে গেছে।

না, আমি আর প্রশ্ন করি না।

ঠিক সেই সময় বলরাম আসে।

স্যার, আর একটা বিয়ার দেব?

না, না, আর চাই না।

তবে কি লাঞ্চ সার্ভ করব?

প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঘড়ি দেখেই বলে, মোটে সাড়ে বারোটা বাজে। দু'টোর আগে খাব না।

বলরাম আমার দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, খাবার তো অনেক দেরি আছে। তাহলে কি আর একটা বিয়ার দেব?

আমি কিছু বলার আগেই প্রার্থনা বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও; আমাকেও আরেকটা কোল্ড ড্রিঙ্ক দিও।

হ্যাঁ, মেমসাহেব, নিশ্চয়ই দেব।

বলরাম ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি ওকে বলি, আমি নিছক বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়েই ড্রিঙ্ক করি কিন্তু বিয়ার বা হুইস্কি কোনও কিছুই বেশি খেতে পারি না।

একে প্রচণ্ড গরম পড়েছে; তাছাড়া এখন তো আর কোথাও বেরুতে হবে না। সুতরাং দু-বোতল বিয়ার খেয়ে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না।

বলরাম আবার বিয়ার আর কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়ে যায়। আমরা মাঝে মাঝে চুমুক দিই আর কথা বলি।

হঠাৎ প্রার্থনা বলে, আপনি বোধহয় সামার ভ্যাকেশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় এসেছেন, তাই না?

ছুটি শুরু হবার সেকেন্ড দিনই রওনা হয়েছি।

এখনও তো মাসখানেক ছুটি?

হ্যাঁ।

পুরো ছুটি কীভাবে কাটাবেন?

জানি না।

তার মানে?

সত্যি জানি না কীভাবে ছুটি কাটাব। আপনি বিশ্বাস করুন, বেশিদিনের জন্য কলেজ বন্ধ থাকলেই আমার মাথা ঘুরে যায়।

BanglaBook.org

সেকি?

আমি একটু ম্লান হেসে বলি, সাংসারিক মানুষের কাছে এইরকম ছুটি যত আনন্দের, যত উপভোগের, নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে ঠিক তত দুঃখের, বেদনার।

প্রার্থনা এক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকার পর বলে, বিয়ে করছেন না কেন?

আমার হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, বিয়ে করলেই যদি মনের মানুষ পাওয়া সম্ভব হত, তাহলে আপনি বার-এ গিয়ে একলা একলা ড্রিঙ্কও করতেন না বা সারাদিন আমার মতো অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও কাটাতেন না।

ঠিক বলেছেন।

ও ঠিক বললেও আমি বুঝতে পারি, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। তাই তো বলি, কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি কিন্তু হঠাৎ বলে ফেলেছি। সত্যি আমি দুঃখিত।

আপনার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই। আপনি যা বললেন, তা অন্যরাও বুঝতে পারে কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, বলতে পারে না।

ও এক নিশ্বাসেই বলে, আপনি অনেস্ট। আপনি অন্যকে খুশি করার জন্যও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না বলেই...

ওকে আর বলতে না দিয়েই বলি, প্লিজ, এই প্রসঙ্গ থাক।

প্রার্থনা আমার চোখের পর চোখ রেখে হাসতে হাসতে বলে, আমি ঠিক মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এসেছি।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে আপনার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

আপনি কোনওদিনই আমাকে দুঃখ দিতে পারবেন না।

অত আশাবাদী হবেন না; পরে আমার কাছ থেকে কোনও আঘাত পেলে সহ্য করতে পারবেন না।

* * * *

আমার ঘরখানা বেশ বড়। দু'টো বেড ছাড়াও দুটো সোফা-সেন্টার টেবিল, রাইটিং ডেস্ক ও চারজনের খাবার জন্য ডাইনিং টেবিল আছে। এই ঘর আর বাথরুমের মাঝে আছে ড্রেসিংরুম।

বলরাম খাবারের ট্রলি-ট্রে নিয়ে ঢুকতেই আমি প্রার্থনাকে বাথরুমে পাঠিয়ে দিই হাত ধুয়ে আসতে; ও ফিরে এলে আমিও বাথরুম ঘুরে আসি।

BanglaBook.org

বলরাম ডাইনিং টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতেই প্রার্থনা হাসতে হাসতে বলে, বলরাম, কী এলাহি ব্যবস্থা করেছ।

বলরাম সবিনয়ে নিবেদন করে, মেমসাহেব, চায়না টাউনের খুব ভালো দোকান থেকে খাবার আনিয়েছি। গল্প করতে করতে ঠিকই খেতে পারবেন।

ও আমাদের দু'জনের প্লেটে একটু খাবার-দাবার সার্ভ করে বিদায় নেয়।

প্রার্থনা একটু মিক্সড্ ফ্রায়েড রাইস আর এক টুকরো চিকেন মুখে দিয়েই বলে, রিয়েলি ভেরি গুড ফুড।

এখানকার কুকও খুব ভালো। কত রকমের যে খাবার তৈরি করতে পারে, তা দেখে অবাক হয়ে যাই।

তাই নাকি?

আপনি কালকে আসুন। এখানকার কুক-এর রান্না খাওয়াব।

আজকে আপনাকে এত বিরক্ত করছি; তবুও কালকে আসতে বলছেন?

আমি হাসতে হাসতে বলি, প্লিজ, কালকে আসুন; আমি হয়তো পরশু দিনই চলে যাব।

প্রার্থনা খাওয়া বন্ধ করে বেশ অভিমান করে বলে, আপনি পরশু গেলে আমি কখনওই কাল আসব না।

কিন্তু...

নো কিন্তু; আপনি আরও সপ্তাহ খানেক এখানে থাকবেন।

কোনও গেস্ট হাউসে কি বেশিদিন থাকা উচিত?

ওসব আমি জানি না; মোট কথা আপনি দু'চারদিনের মধ্যে পালাতে পারবেন না।

আবার আমরা মন দিয়ে খাওয়া শুরু করি। একটু পরেই বলরাম এসে বলে, স্যার, আপনারা শুধু চিকেন দিয়ে কেন খাচ্ছেন? 'ডাক'-এর মাংস খেয়ে দেখুন; এটাই ওদের স্পেশ্যাল।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জনের প্লেটে 'ডাক' সার্ভ করে।

প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো 'ডাক'-এর মাংস মুখে দিয়েই বলে, রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল!

বলরাম এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, মেমসাহেব, এদের 'ডাক'-এর মাংস সত্যি খুব ভালো হয়।

আমরা খেয়েদেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসতে না বসতেই বলরাম আমাদের জন্য

BanglaBook.org

কুলফি নিয়ে হাজির হয়।

প্রার্থনা হাসতে হাসতে বলে, বলরাম, আর কী খেতে হবে বলো তো!

না, মেমসাহেব, আর কিছু দেব না।

কুলফি খাবার পর আমি প্রার্থনাকে বলি, আপনি ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিন।

আর আপনি?

দুপুরে আমি শুতেও পারি না, ঘুমুতেও পারি না।

ছুটির দিনে সারা দুপুর কী করেন?

বই পড়ি বা গান শুনি।

আপনি বিশ্রাম না করলে আমি কী করে শুতে পারি?

তাতে কিছু হবে না। প্লিজ আপনি বিশ্রাম করুন।

দু'এক মিনিট মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করে প্রার্থনা বলে, আপনি সোফাটা টেনে এনে বসুন; আমি পিঠে বালিশ দিয়ে বসছি। তারপর গল্প করব।

হ্যাঁ, গল্প করতে করতে বেশ সময় কেটে যায়।

আমি অবাক হয়ে বলি, আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন?

পুরুষমানুষ সম্পর্কে আপনি আমার সব ধারণাই উলটো দিলেন।

তার মানে?

হাতের ঘড়ি দেখে ও বলে, ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আমি এই ঘরে আছি। এর মধ্যে আপনি এক মুহূর্তের জন্যও আমার একটা হাত ধরলেন না। অন্য কোনও পুরুষ হলে তো এতবেলা আমাকে ছিঁড়ে খেত।

আমি হাসতে হাসতে বলি, সবাই যেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারে না, সেইরকম সব পুরুষই চরিত্রহীন হয় না, হতে পারে না।

BanglaBook.org

তিন

প্রার্থনা বিদায় নেবার দশ মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন।

প্রফেসর চ্যাটার্জি?

ইয়েস।

আমি চাওলা বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

হঠাৎ আপনার গঙ্গাপ্রসাদ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে; তাই আমরা ওকে মূলচাঁদ হাসপাতালে ভর্তি করেছি।

গঙ্গাপ্রসাদ অসুস্থ শুনেই আমার মাথা ঘুরে যায়। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলি, ওর কী হয়েছে?

ওর পেটে অসম্ভব ব্যথা। পেনকিলার ইনজেকশন দিয়েও বিশেষ কাজ হল না বলে...

মিঃ চাওলা, আমি এখনই এয়ারপোর্টে যাচ্ছি; দেখি, কোন ফ্লাইটে টিকিট পাই।

দ্যাটস ফাইন।

আমি না পৌঁছনো পর্যন্ত আপনারা প্লিজ ওকে একটু দেখবেন।

আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ভাবীজি আর আমার ছেলে হাসপাতালেই আছে। আমি গঙ্গাপ্রসাদকে ওখানে ভর্তি করেই বাড়ি ফিরে আপনাকে ফোন করছি।

আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেব, কোন ফ্লাইটে আসছি।

তাহলে খুবই ভালো হয়।

* * * *

রিসিভার নামিয়ে রেখেই দেখি, বলরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে বলি, আমার ছাত্রজীবন থেকে গঙ্গাপ্রসাদ আমার কাছে আছে। ও সবকিছু সামলায় বলে আমি নিশ্চিন্তে লেখাপড়া-কাজকর্ম নিয়ে থাকি।

হ্যাঁ, স্যার, আপনি ওর কথা আমাকে অনেকবার বলেছেন।

দেখো বলরাম, ম্যাডাম আমাকে ওর টেলিফোন নম্বর দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি নিইনি।...

কেন স্যার?

আমি ওনাকে বললাম, কাল ডায়েরিতে লিখে নেব; তাই...

ও!

যাই হোক উনি কাল এলে এই ঘর থেকেই যেন আমাকে টেলিফোন করেন। যদি নো রিপ্লাই হয়, তাহলে বুঝবে, আমি হাসপাতাল থেকে তখনও বাড়ি আসিনি।

স্যার, ম্যাডামকে বলব, একটু পরে আবার চেষ্টা করতে।

হ্যাঁ।

আমি না থেমেই বলি, উনি যেন অতি অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলেন।

হ্যাঁ, স্যার, আমিই আপনার নম্বর মিলিয়ে দেব।

তাছাড়া ম্যাডামকে খুব যত্ন করে খাওয়াবে; কিছুতেই না খেয়ে যেতে দেবে না।

বলরাম একটু হেসে বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডামকে আমি ঠিকই খাইয়ে দেব।

* * * *

সাড়ে সাতটার সাহারা ফ্লাইট ধরে দিল্লি পৌঁছে দেখি, চাওলা সাহেবের ছেলে অশোক এসেছে। ওর গাড়িতে উঠেই প্রশ্ন করি, তুমি জানো, গঙ্গাপ্রসাদের কী হয়েছে?

আঙ্কল, ওর গলব্লাডারে স্টোন আছে; কাল সকাল ন'টায় ডাঃ পটনায়ক ওর অপারেশন করবেন।

ও ব্যথায় এখনও কষ্ট পাচ্ছে?

ও একটু হেসে বলে, না, না, আঙ্কল, এখন ও ঘুমুচ্ছে।

তুমি কতক্ষণ আগে ওকে দেখেছ?

ওকে দেখেই তো এয়ারপোর্টে এলাম।

BanglaBook.org

অশোক, আমিও ওকে একবার দেখে বাড়ি যাব।

আঙ্কল, এখন আর ওকে দেখতে দেবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আঙ্কল।

*　　*　　*　　*

আমি আর ভাবীজি হাসপাতালে পৌঁছবার একটু পরেই গঙ্গাপ্রসাদকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। আমাদের দেখেই ও দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে। তারপর একটু হেসে বলে, আমি জানতাম, প্রফেসার আসবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে লাল আলো জ্বলে ওঠে। ঘণ্টাখানেক পর লাল আলো অফ হয়। ডাঃ পটনায়ক আরো আধ ঘণ্টা পরে বাইরে এলেন।

আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করি, হাই ইজ ইওর পেসান্ট?

উনি একটু হেসে বলেন, হি ইজ পারফেক্টলি অল রাইট। ওনার গল ব্লাডারে সাতটা স্টোন ছিল।

ডাঃ পটনায়ক চেম্বারের দিকে পা বাড়িয়ে বলেন, পেসান্টের জ্ঞান ফিরতে একটু সময় লাগবে; বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে আপনারা ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

ভাবীজি বলেন, ডাক্তারসাহেব, আমরা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পারি তো?

ডাক্তার এক গাল হেসে বলেন, বলেছি তো কোনও চিন্তা নেই।

হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ি ফিরি।

বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় বদলে বাথরুম থেকে বেরুবার পর পরই ভাবীজিদের কাজের ছেলেটি বড় এক গেলাস লস্‌সি আর এক প্লেট আম পাঠিয়ে দেন। ওইসব খেয়েদেয়ে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি, তা টের পাইনি।

BanglaBook.org

টেলিফোনের রিং শুনেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব চলে যায়। রিসিভার তুলে বলি, হ্যালো!

স্যার, আমি বলরাম বলছি।

হ্যাঁ, বলো, কী ব্যাপার?

স্যার, গঙ্গাপ্রসাদ কেমন আছে?

আজ সকালে ওর গলব্লাডার অপারেশন করে স্টোনগুলো বের করা হয়েছে। ও এখন ভালোই আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, ম্যাডাম কি এসেছেন?

হ্যাঁ, স্যার, ম্যাডাম এসেছেন। আপনি কথা বলুন।...

প্রফেসর, আমি প্রার্থনা।

ম্যাডাম, আমি খুবই দুঃখিত হঠাৎ চলে আসার জন্য।...

না, না, দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই। গঙ্গাপ্রসাদের অসুস্থতার খবর পেয়েই আপনি চলে গিয়েছেন বলে আমি বরং খুশিই হয়েছি।

আমি অবাক হয়ে বলি, খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ, সত্যি খুশি হয়েছি।

প্রার্থনা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে আমাদের সুখে রাখে, তাদের বিপদের দিনে আপনার মতো ক'জন এভাবে ছুটে যায়?

না, না, তা বলবেন না। আমার ছাত্রজীবন থেকে ও আমার দেখাশুনা করছে। গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে ঠিক ছোটভাইয়ের মতোই ভালোবাসে; আমিও ওকে বড়ভাই মনে করি।

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, আপনার জন্য না হোক, গঙ্গাপ্রসাদকে দেখার জন্য, ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমাকে একবার দিল্লি যেতেই হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন।

আমি না থেমেই বলি, আপনি এলে গঙ্গাপ্রসাদও খুশি হবে, আমিও খুশি হব।

জানা থাকল।

এবার আমি বলি, প্রার্থনা, আজকে আপনাকে খেতে বলেও আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। প্লিজ আপনি খেয়েদেয়ে যাবেন; আপনি না খেয়ে গেলে আমি সত্যি দুঃখ পাব।

ও একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খেয়েই যাব। না খেয়ে গেলে তো বলরাম ভবিষ্যতে আমাকে এই গেস্ট হাউসে বোধহয় ঢুকতেই দেবে না।

আমি একটু হেসে বলি, বলরাম যে আপনাকে না খেয়ে যেতে দেবে না, তা আমি জানি।

আমি না থেমেই বলি, বলরামের কাছ থেকে আমার টেলিফোন নম্বর জেনে

BanglaBook.org

নেবেন আর আপত্তি না থাকলে আপনার টেলিফোন নম্বরটা লিখে নিতাম।

টেলিফোন নম্বর দিতে কোনও আপত্তি নেই; তবে রাত দশটার পর টেলিফোন করলে নিশ্চয়ই আমাকে পাবেন।

ওই সময় টেলিফোন করলে আপনার স্বামীর তো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে?

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, সে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

কেন?

সে মহাপুরুষ কোনওদিনই আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করেন না।

ও মাই গড!

ও নির্বিকারভাবে ওর টেলিফোন নম্বর জানায় ও আমি আমার ডায়েরিতে লিখে নিই।

* * * *

বিকেলে আমি আর অশোক হাসপাতালে গেলাম। গঙ্গাপ্রসাদকে দেখে ভালোই লাগল। ও নিজেই বলল, অপারেশনের জায়গায় একটু ব্যথা করছে; তবে ডাক্তারবাবু বলেছেন, কাল সকালের মধ্যেই ব্যথা চলে যাবে।

আমি ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতেই গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে বলে, তুমি ছুটিতে কলকাতা যাও বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাবার জন্য কিন্তু এবার আমার জন্য তোমাকে ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে হল।

আমি একটু হেসে বলি, বন্ধুরা তো পালিয়ে যাচ্ছে না; যখনই ইচ্ছা করবে, তখনই আবার কয়েকদিনের জন্য কলকাতা ঘুরে আসব।

আমি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি যাবার পর তুমি কলকাতা যেও।

আগে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই; তারপর কলকাতা যাবার কথা ভাবা যাবে।

* * *

হাসপাতালে ঘণ্টাখানেক থাকার সময়টুকু ছাড়া দুপুরে আর এই রাতের শুতে যাবার সময় পর্যন্ত শুধু প্রার্থনার কথাই ভাবছি।

পুরো ছবিটা এখনও স্পষ্ট হয়নি কিন্তু তবুও বুঝতে পারছি, ও কেন একলা একলা পার্ক স্ট্রিটের বার-এ যায় মদ্যপান করতে বা কেন সারাদিন আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। যে অভাগিনী যুবতী বিয়ের পর রাত্রিতে স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্য থেকে

BanglaBook.org

বঞ্চিতা থাকে, তার দুঃখ-বেদনা-হতাশা আমি অনুমান করতে পারি কিন্তু অনুভব করা কখনওই সম্ভব নয়। বার-এর কথা বাদই দিচ্ছি; গেস্ট হাউসে প্রার্থনার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েও আমি বুঝতে পারিনি, ওর বুকের মধ্যে ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পুরুষ সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা সাফল্য ব্যর্থতার কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারে না; পুরুষের সে সংযম নেই। আর মেয়েরা? স্বামীর অত্যাচার, শ্বশুরবাড়ির উপেক্ষা ও অপমানে জর্জরিত হলেও মেয়েরা তা নিজের মা-বাবাকে পর্যন্ত জানাতে চায় না বা পারে না। এই সংযম, দুঃখের জ্বালা সহ্য করার অবিশ্বাস্য শক্তি ওরা কী করে পায়? ঈশ্বর যে কী উপাদান দিয়ে এক একটি নারী সৃষ্টি করেন, তা শুধু তিনিই জানেন।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার তুলতেই শুনতে পাই—আমি প্রার্থনা; কী করছেন?

হঠাৎ সত্যি কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা ভাবছিলেন?

হ্যাঁ।

আমি সত্যি ভাগ্যবতী।

ও না থেমেই বলে, আগে বলুন গঙ্গাপ্রসাদ কেমন আছে? এখন আর কোনও বিপদ নেই তো?

একেবারেই না।

ওকে কবে বাড়ি আনবেন?

স্টিচ্ কাটার পরই ওকে বাড়ি আনব।

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, অন্তত গঙ্গাপ্রসাদকে দেখার জন্য আমাকে দিল্লি যেতেই হবে।

আমিও একটু হেসে বলি, শুধু গঙ্গাপ্রসাদকেই দেখতে আসবেন?

শুধু দেখতে না, আপনাকে অনেক কথা বলতে আসব।

আমাকে?

হ্যাঁ, আপনাকে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, কোনও মানুষই তার সুখ-দুঃখের কথা নিজের মনের মধ্যে চিরকাল চেপে রাখতে পারে না; কোনও না কোনও প্রিয়জন বা

BanglaBook.org

বিশ্বাসযোগ্য মানুষের কাছে সে সেইসব কথা বলতে চায়।

আপনি যদি আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তাহলে বলবেন; আর যাই হোক আপনার আস্থার অমর্যাদা করব না।

সে বিশ্বাস আমার আছে।

এবার প্রসঙ্গ বদলে আমি বলি, আমার অনুপস্থিতিতে গেস্টহাউসে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

ও হাসতে হাসতেই বলে, বলরাম আর ওখানকার কুক আশরাফ আমাকে যে কী যত্ন করে খাইয়েছে, তা বলতে পারব না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, আপনি ওদের দু'জনকে যেভাবে পুরস্কৃত করেছেন, তাও ভাবা যায় না।

বলরাম এইসব আজেবাজে কথাও আপনাকে বলেছে?

আজেবাজে কেন হবে? ও তো সত্যি কথাই বলেছে।

কিন্তু এই সামান্য খবরটা কি আপনাকে জানানো খুবই দরকার ছিল?

আপনার ব্যবহারে ওরা খুবই মুগ্ধ হয়েছে।

আচ্ছা ওসব কথা থাক। এবার বলুন, আপনি কেমন আছেন?

নিঃসঙ্গ মানুষ যেমন থাকে, সেইরকমই আছি।

আপনি ইচ্ছা করলেই নিঃসঙ্গতা ঘুচাতে পারেন।

ইচ্ছা করলেই কি সবকিছু সম্ভব?

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, যখন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

আপনি দিল্লি আসছেন কবে?

আমি কি আপনার মতো স্বাধীন যে নিজের খুশিমতো যেখানে-সেখানে যখন-তখন যেতে পারি?

ঠিক জানি না।

আমি দিল্লি যেতে না পারলে আপনি কলকাতায় আসবেন।

এই তো কলকাতা ঘুরে এলাম; দু'চার মাসের মধ্যে বোধহয় কলকাতা যেতে পারব না।

আপনি নিশ্চয়ই টায়ার্ড; এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। পরে আবার কথা হবে।

ঠিক আছে; গুড নাইট!

গুড নাইট!

BanglaBook.org

*　　*　　*　　*

গঙ্গাপ্রসাদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই বাড়ি এল। পরের দিন থেকেই ও যথারীতি সব কাজকর্ম শুরু করল। দু'একদিন পরই ও আমাকে বলল, প্রফেসর, আমার জন্যই তোমাকে কলকাতা থেকে ছুটে আসতে হল। এখানে তো তোমার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই; তাই বলছি, তুমি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য কলকাতা ঘুরে এসো।

না, না, এখন আর কলকাতা যাব না।

তাহলে অন্য কোথাও ঘুরে এসো।

এই গরমে কোথায় যাব?

পাহাড়ে যাও।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বলি, গঙ্গাপ্রসাদ, একলা একলা বেড়াতে গিয়ে কি ভালো লাগে?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা ঠিক কিন্তু পুরো ছুটিটা দিল্লিতে কাটানোরও কোনও মানে হয় না।

আমি আর কোনও মন্তব্য করি না।

*　　*　　*

খুবই গতানুগতিকভাবে দিন কাটছে। রিটায়ার্ড লোকের মতো সারা সকাল শুধু খবরের কাগজ পড়ি। কোনও কোনওদিন অর্থনীতির কোনও একটা বই-এর দু'একটা চ্যাপ্টার পড়ি। দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস নেই। এক একদিন মনে হয়, কোনও লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন বইপত্তরের খবর নিই বা পড়ি কিন্তু এত গরম যে বেরুতেও ভয় করে।

দিল্লির শীত-গ্রীষ্মের বিচিত্র ভয়াবহতা আছে। মানুষ তো দূরের কথা, বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ-হাতিরাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকৃতির কাছে তারা কত অসহায়, কত তুচ্ছ নগণ্য। শুধু তাই না, জীবজগতের সব দর্প অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আনন্দে খুশিতে প্রকৃতি যেন প্রলয় নৃত্য করেন এই দুটি মরশুমে।

কোনও কোনওদিন সন্ধের পর চাওলা সাহেবের সঙ্গে একটু-আধটু গল্পগুজব করি। তা না হলে গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে সময় কাটাই।

BanglaBook.org

সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসেই দেখি, আমার ছাত্রী মাধুরী শ্রীবাস্তব কফি খেতে খেতে গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ও উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে।

আমি একটু হেসে বলি, মাধুরী, হঠাৎ কী মনে করে?

স্যার, কাল মাসির বাড়ি ছিলাম। আজ বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে যাব। তাই দেখতে এলাম, আপনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন কিনা কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ চাচার অসুস্থতার খবর পেয়েই আপনি ফিরে এসেছেন।

আমি একটু হেসে বলি, আমি ছাড়া গঙ্গাপ্রসাদকে কে দেখবে; আবার ও ছাড়া আমাকে দেখার তো কেউ নেই।

শুধু আপনি কেন, আমরা যারা আপনার কাছে পড়তে আসি, তাদেরও ও খুব দেখাশুনা করে।

গঙ্গাপ্রসাদ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও মাধুরীকে বলে, আমি ন'বছর বয়সে এক চাচার সঙ্গে দিল্লি এসে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাছে চায়ের দোকানে কাজ শুরু করি।

ও না থেমেই বলে, সেই বয়স থেকে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তো ছাত্রছাত্রী আর প্রফেসরদের দেখতে দেখতে এতগুলো বছর কেটে গেল। তাই তো বলছি, তোমার মতো ভালো মেয়ে খুবই কম দেখা যায়।

মাধুরী একটু হেসে বলে, গঙ্গাপ্রসাদ চাচা, আমার চাইতে অনেক ভালো মেয়ে স্যারের ছাত্রী।

আমি হাসতে হাসতে বলি, এই আলোচনা এখন থাক।

এবার গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলি, দই আছে? লস্যি খাওয়াতে পারো?

গঙ্গাপ্রসাদ এক গাল হেসে বলে, প্রফেসর, আমি তোমার এখানেও একটা কলেজ ক্যান্টিন খুলেছি। লস্যি পাবে না মানে?

ও সঙ্গে সঙ্গে কিচেনের দিকে যেতেই মাধুরী বলে, গঙ্গাপ্রসাদ চাচা কলেজ-ইউনিভার্সিটি-ছাত্রছাত্রী-প্রফেসর আর ক্যান্টিনের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না।

শুধু তাই না। যারা লেখাপড়া করে বা শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত, তাদের ও সত্যিই ভালোবাসে। সমাজের অন্য মানুষদের বিশেষ পছন্দই করে না।

গঙ্গাপ্রসাদ ছোট একটা ট্রে-র উপর দু'গেলাস লস্যি নিয়ে আসতেই মাধুরী বলে, চাচা, আমি তো একটু আগেই কফি খেলাম। আমার জন্য আবার লস্যি আনলে কেন?

BanglaBook.org

আরে বেটি, কফি তো বেশ কিছুক্ষণ আগে খেয়েছ। এখন লস্যি খেলে কোনও ক্ষতি হবে না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, মাধুরী, খেয়ে নাও। আসলে গঙ্গাপ্রসাদ তোমাকে একটু বেশি পছন্দ করে।

গঙ্গাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, প্রফেসর, আমি জরুর মাধুরীকে বেশি পছন্দ করি। রূপে-গুণে, স্বভাব-চরিত্রে বা পড়াশুনায় ওর মতো ক'জন মেয়েকে তুমি দেখেছ?

আমি ওকে বলি, সেই ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হবার সময় থেকে আমি মাধুরীকে দেখছি; আমি জানি ও খুব ভালো মেয়ে।

মাধুরী একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে বলে, স্যার, আপনি আর চাচাকে সার্পেট করবেন না।

লস্যি খেতে খেতেই মাধুরী আমাকে বলে, স্যার, আপনি এখন দিল্লিতেই থাকবেন তো?

মাসের লাস্ট উইক বেনারসে থাকব।

স্যার, বেড়াতে যাবেন?

না, না; বি-এইচ-ইউ-এর একটা সেমিনারে আমার একটা পেপার পড়তে হবে আর তার উপর পুণে ও ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির দু'জন আলোচনা করবেন।...

স্যার, তারপর আপনি আপনার উত্তর দেবেন?

হ্যাঁ।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, দু'দিন ধরে এইসব চলার পরে পুরো একদিন কোশ্চেন-আনসার সেশন।

স্যার, আমি এইসব সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে পারি না?

বি-এইচ-ইউ এবার দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ফাইন্যাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের ইনভাইট করেছে কিনা, তা তো আমি জানি না।

আমি না থেমেই বলি, কয়েকটা ইউনিভার্সিটি বা দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গবেষক বা সিনিয়র স্টুডেন্টদের এইসব সেমিনারে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবার কারা বি-এইচ-ইউ-এর সেমিনারে আসছে, তা আমি জানি না।

মাধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, আপনি তো জানেন, এইসব সেমিনারে গেলে আমাদের খুব উপকার হয়। তাই ভাবছিলাম, আমি আপনার

BanglaBook.org

সঙ্গে যেতে পারি না?

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, মাধুরী, তুমি নিশ্চয়ই যেতে পার কিন্তু আমার সঙ্গে কি তোমার যাওয়া উচিত?

স্যার, অনুচিত হবে কেন?

আমি এবার স্পষ্ট করেই বলি, তুমি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবতী। আর কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি ডি-এস-ই থেকে পাশ করে রিসার্চ করবে।...

ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তারপর হয়তো তুমি আমারই সহকর্মী হবে। তাই তো বলছি, বত্রিশ বছরের অবিবাহিত লেকচারের সঙ্গে কি তোমার কোথাও যাওয়া সবাই মেনে নেবে?

মাধুরী বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, স্যার, গত পাঁচ বছর ধরে আমি আপনার কাছে পড়ছি। এই দীর্ঘ দিনে আমি আপনাকে জেনেছি, চিনেছি; আপনিও জানেন আমি কী রকম মেয়ে।

ও একবার নিশ্বাস নিয়েই বলে, শুধু তাই না। আমার মা-বাবাও খুব ভালো করে আপনাকে জানেন। আমার বা আমার মা-বাবার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহলেও কি আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি না?

হ্যাঁ, যেতে পার কিন্তু যারা তোমাকে বা আমাকে খুব ভালো করে চেনেন না, জানেন না, তাদের মুখ আটকাবে কী করে?

আমার কাছে শুধু মা-বাবা আর আপনার মতামতের গুরুত্ব আছে; অন্যদের নিন্দা-প্রশংসাকে আমি পরোয়া করি না।

আমি অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

দু'এক মিনিট পর মাধুরী সলজ্জ হাসি হেসে বলে, স্যার, কী দেখছেন? আমাকে?

হ্যাঁ, তোমাকে।

কিন্তু কেন?

ভাবছি, আমার সঙ্গে সপ্তাহ খানেকের জন্য বেনারস যেতে তোমার কোনও দ্বিধা নেই কেন?

দ্বিধা থাকার তো কোনও কারণ নেই।

তোমার আমার বয়সের কথা চিন্তা করেও কোনও দ্বিধা নেই?

স্যার, দ্বিধা থাকত যদি এত বছরের মধ্যে আপনি কোনও অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করতেন।

BanglaBook.org

অতীতে অন্যায় সুযোগ নিইনি বলে যে আগামীকাল নেব না, তা কে বলতে পারে?

স্যার, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই জানে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলছি, এখন কোটি কোটি মেয়ে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে; কত মেয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, আই-এ-এস/আই-পি-এস/আই-এফ-এস হয়ে দেশ-বিদেশে চাকরি করছে, কত মেয়ে ফুটবল-হকি-ক্রিকেট-ব্যাডমিন্টন খেলছে, মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, পাহাড়ে উঠছে।...

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

স্যার, এদের সবাইকেই পুরুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা-মেলামেশা করতে হয়। কখনও কখনও যে কিছু অঘটন ঘটে না বা ঘটবে না, তা তো কেউ মনে করে না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, সবই বুঝলাম কিন্তু...

আমি কথাটা শেষ করি না, করতে পারি না।

স্যার, আমি আপনার সঙ্গে সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে যাব, দ্যাটস্ ফাইন্যাল।

* * *

দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে তখন আমি ছাত্র। রি-ইউনিয়নে যেসব কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ হল, তাদেরই অন্যতম মিঃ বি. কে. শ্রীবাস্তব। সে সময় উনি ও-এন-জি-সি'র ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসার। কয়েক মাস পরে একটা সেমিনারে ওনার সঙ্গে আবার দেখা হয় ও আমাদের সম্পর্ক একটু নিবিড় হয়। আমি যখন রিসার্চ করছি, তখনও প্রত্যেক রি-ইউনিয়নে ওনার সঙ্গে দেখা হয়। বছর পাঁচেকের দেখাশুনা মেলামেশার ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমি রিসার্চ শেষ করে কলেজে লেকচারারের চাকরি পাবার বছর খানেক পরই মিঃ শ্রীবাস্তব ডিফেন্স মিনিস্ট্রির ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার নিযুক্ত হন। আমি আনন্দে খুশিতে ওনাকে ফোন করি, দাদা, আমি চ্যাটার্জি।

হ্যাঁ, চ্যাটার্জি, বলো কী খবর।

দাদা, আপনি এই পোস্টে আসায় আমি যে কী গর্ব অনুভব করছি, তা বলতে পারব না।

উনি হাসতে হাসতে বলেন, আরে ভাই, এরজন্য গর্ববোধ করার কী আছে।

BanglaBook.org

আগেও হিসেব-নিকেশের ব্যাপার দেখতাম, এখনও তাই করব।

দাদা, প্লিজ ওকথা বলবেন না। প্রতি বছরই আর্মি-নেভি-এয়ার ফোর্সের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার কত কী কেনা হয়; তাছাড়া দশ-বিশ পঁচিশ-তিরিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়।...

হ্যাঁ, তা তো হয়ই।

এইসব কেনাকাটা বা চুক্তি তো আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

আমি না থেমেই বলি, যে মানুষকে কোনও বিদেশি রাষ্ট্র কোনও প্রলোভনেই কিনতে পারবে না, তাকেই তো এই পোস্টে আনা হয়।

মিঃ শ্রীবাস্তব বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, দেখো চ্যাটার্জি, এই পোস্টে যারাই কাজ করে, তারা জানে, সঠিক সময় সঠিক জিনিসপত্র কেনাকাটার সঙ্গে জড়িত যুদ্ধে হারজিতের প্রশ্ন ছাড়াও তিন সেনাবাহিনীর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

উনি না থেমেই বলেন, কোনও অফিসারই সামান্য লোভের জন্য দেশকে বিপন্ন বা লক্ষ লক্ষ সেনার মৃত্যুও চায় না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, আপনি যাই বলুন, আয়াম প্রাউড্ অব ইউ।

থ্যাঙ্ক ইউ।

কয়েক মাস পর একদিন রাত্রে মিঃ শ্রীবাস্তবের ফোন, চ্যাটার্জি, আমার মেয়ে তোমাদের কলেজে তোমার সাবজেক্টেই অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আপনার মেয়ের নাম কী?

মাধুরী।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ও খুবই ভালো স্টুডেন্ট; তবু ওকে একটু খেয়াল রেখো।

সে আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনি ওকে বলে দেবেন, যখনই দরকার হবে, ও যেন আমার বাড়িতে আসে।

আমি ওকে অলরেডি বলেছি, তোমার কাছে নিয়মিত যেতে।

* * * *

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস এলাকার কলেজে কাজ করলেও আমি ওই এলাকায়

BanglaBook.org

থাকি না; থাকি ডিফেন্স কলোনিতে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির বহু ছাত্রছাত্রীই দক্ষিণ দিল্লিতে থাকে। তাই তো আমার কোনও কোনও ছাত্রছাত্রী মাঝে মধ্যে আমার বাড়িতে আসে ভালোভাবে পড়াশুনার জন্য। ওরা সবাই অবাক হয় আমি টাকার জন্য ওদের সাহায্য করি না বলে। মাধুরীর মা-ও আমাকে টাকা দিতে এসেছিলেন।

আমি ওনাকে বলি, ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার জন্য আমি কলেজ থেকে মাইনে পাই; তাদেরই একটু অতিরিক্ত সাহায্য করার জন্য আমি টাকা নিতে পারি না।

অতিরিক্ত সাহায্য করার জন্য তো আপনারও অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্য।

আমি একটু হেসে বলি, আমি তা মনে করি না; তাছাড়া অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কী করব? আমি একা মানুষ; মাইনের অর্ধেক টাকাতেই আমার চলে যায়।

* * * *

মাধুরী যখন বি. এ. ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রী, তখনই আমি দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে পার্ট-টাইম লেকচারার হলাম। তাই তো পাঁচ বছর ধরে মাধুরী আমার ছাত্রী। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন আমার বাড়িতে পড়তে আসে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছুটির সময় তো সপ্তাহে তিন-চারদিন টেলিফোন করেই আমার বাড়িতে আসে আর বাড়িতে এলেই দু-আড়াই ঘণ্টা থাকে।

মাধুরী সত্যি ভালো ছাত্রী। তাছাড়া বেশ পরিশ্রমী। আমার পরামর্শমতো ওকে বহু রেফারেন্স বই বা জার্নাল পড়তে হয়, লিখতে হয়। ও কখনও ফাঁকি দেবার বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে না। তাই তো ও আমার প্রিয় ছাত্রী। খুব সহজ সরল সুন্দর আমাদের সম্পর্ক। মাসে এক-আধদিন আমরা গল্পগুজব করি। কত কথা, কত হাসিতে কেটে যায় সময়টা।

এই দীর্ঘদিন পড়াশুনা মেলামেশার ফলে আমরা পরস্পরের অনেক কাছাকাছিও এসেছি।

কিন্তু কী করে ভুলি, মাধুরী সুন্দরী, ওর দেহের সর্বাঙ্গে যৌবনের প্লাবন। ওকে নিয়ে কী করে বেনারস যাই? হাজার হোক, আমরা দু'জনেই তো রক্ত-মাংসের মানুষ! সব পরিবেশে, সব পরিস্থিতিতেই কি আমরা দু'জনে সংযত থাকতে পারব? কখনওই কি আমরা সংযম হারিয়ে ফেলতে পারি না?

মাধুরী চলে যাবার পর থেকেই সারাদিন ধরে এইসব কত কী ভাবছি।

রাত্রে হঠাৎ মিঃ শ্রীবাস্তবের ফোন।

BanglaBook.org

উনি হাসতে হাসতে বলেন, আজ আমার মেয়ে বুঝি তোমার সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক করেছে?

আমিও একটু হেসে বলি, মাধুরী সেকথা আপনাকে বলেছে?

বলেছে, ও তোমার সঙ্গে বি-এইচ-ইউ-এর সেমিনারে যেতে চায় আর তুমি বলেছ, ওর মতো ইয়াং ছাত্রীকে নিয়ে গেলে পাঁচজনে কী বলবে।

আপনি বলুন, আমি কি ভুল বলেছি?

সাধারণভাবে তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু আমাদের যা সম্পর্ক, তাতে মনে হয়, আমার মেয়ের অনুরোধ তোমার মেনে নেওয়া কখনওই অন্যায় বা ভুল হবে না।

আপনার মেয়ে বলেই তো আমার অনেক বেশি সাবধান থাকার দরকার।

তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তোমাদের মধ্যে যদি কোনও দুর্বলতা থাকত, তাহলে এই ক'বছরের মধ্যেই তোমাদের একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠত।

আমি চুপ করে থাকি।

এবার শোনো, আমি কী বলছি।

হ্যাঁ, বলুন।

তুমি তো জানো, আমি এখন রেলওয়ে বোর্ডের ফিনান্সিয়াল কমিশনার?

হ্যাঁ, জানি।

মিঃ শ্রীবাস্তব একটু হেসে বলেন, ভারতীয় রেলের টাকাকড়ির ব্যাপারটা যেহেতু দেখাশুনা করি...

ওনার কথার মাঝখানেই আমি হাসতে হাসতে বলি, শুধু দেখাশুনা করেন না, ইন্ডিয়ান রেলের টাকাকড়ির ব্যাপারে আপনি একচ্ছত্র অধিপতি।

যে যাই হোক, শোনো।

হ্যাঁ, বলুন।

বেনারসে ডিজেল লোকোমটিভের জেনারেল ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি, ওদের গেস্টহাউসে তোমাদের জন্য দুটো ঘর রাখতে আর ওদেরই গাড়িতে তোমরা যাতায়াত করবে। তাহলে আর কেউ কিছু বলারই সুযোগ পাবে না।

আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হোক।

তোমার ট্রাভেল প্ল্যান জানলে আমি মাধুরীর টিকিটের ব্যবস্থা করব আর ওখানকারর জি-এম'কে জানিয়ে দেব।

BanglaBook.org

চার

প্লেন পালাম থেকে টেক অফ্ করার পর একটু থিতু হতে মিনিট পনেরো কেটে গেল। সিট বেল্টের বন্ধন আর নেই; কোল্ড ড্রিঙ্কের গেলাসও শেষ।

মাধুরী আমার দিকে একটু চাপা হাসি হেসে বলে, স্যার, আমি তাহলে সত্যি সত্যিই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি?

একটা বদ্ধ উন্মাদ মেয়ের পাল্লায় পড়লে কী করব?

আপনি যা খুশি, তাই বলুন; আমি সেমিনারও অ্যাটেন্ড করব আবার ক'টা দিন প্রাণভরে আপনার সঙ্গে গল্পগুজব করেও কাটাব।

দিল্লিতেও তো তুমি মাঝে মাঝেই গল্পগুজব করো; তার জন্য বেনারস যাবার কোনও দরকার ছিল না।

বাইরে গেলে সব মানুষই কত মন খুলে মিশতে পারে, আনন্দ করতে পারে, তা আপনি জানেন না?

হ্যাঁ, জানি বৈকি।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য প্রশ্ন করি, তুমি আগে কি কখনও ডিজেল লোকোমটিভের গেস্টহাউসে থেকেছ?

হ্যাঁ।

ও না থেমেই বলে, গত বছর দেওয়ালির সময় মা-বাবা আর আমি দশ দিন ওদের গেস্টহাউসে ছিলাম।

গেস্টহাউসটা কীরকম?

ওয়ান্ডারফুল!

মাধুরী একটু হেসে বলে, স্যার, আপনি দেখবেন, ওই গেস্টহাউসে গেলেই কত ভালো লাগবে।

টুকটাক কথাবার্তা আর ব্রেকফাস্ট শেষ করতে করতেই প্লেন বেনারস পৌঁছায়।

এয়ারপোর্টে একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও জেনারেল ম্যানেজারের

BanglaBook.org

প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাদের অভ্যর্থনা করে গেস্টহাউসে নিয়ে গেলেন।

সুন্দর লনের সামনে বিরাট বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বলেন, প্রফেসর চ্যাটার্জি, আপনার সেমিনার ক'দিনের?

চারদিনের।

কাল থেকেই তো শুরু হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তারপর সপ্তাহখানেক থাকবেন তো?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলেন, আমরা কোনও গেস্টকেই চট করে ফিরে যেতে দিই না।

আমিও একটু হেসে বলি, সেমিনারের পর আর কেন থাকব?

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলে, এখন কলেজ-ইউনিভার্সিটি যখন বন্ধ, তখন দিন দশেকের আগে আমরা ফিরে যাচ্ছি না।

দিন দশেক কেন, পুরো ছুটিটাই এখানে কাটালে হয় না?

জেনারেল ম্যানেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারি বলেন, তাহলে তো আমরা খুবই খুশি হব।

যাই হোক গেস্টহাউসের স্টাফদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ওরা বিদায় নেন।

ঘরে ঢুকেই মনে হল, এই অসহ্য গ্রীষ্মের দিনে যেন কাশ্মীরে এসেছি। শুধু তাই না। ঘর, ড্রেসিংরুম আর বাথরুম দেখে মুগ্ধ হই। তাছাড়া ঘরে ও ড্রেসিংরুমের ফ্লাওয়ার ভাস্-এ প্রচুর গোলাপ থাকায় তার গন্ধে ঘর ভরপুর।

মাধুরী জিন্স আর শার্ট পরে দিল্লি থেকে রওনা হয়েছিল। ও এরই মধ্যে পোশাক বদলে লং স্কার্টস্ আর সুন্দর একটা স্লিভলেস টপ্ পরে আমার ঘরে এসে বলে, স্যার, ঘর পছন্দ হয়েছে তো?

আমি মুহূর্তের জন্যই ওর সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা হাসি হেসে বলি, রুম ইজ ভেরি গুড বাট ইউ আর সিম্পলি চার্মিং অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল।

স্যার, থ্যাঙ্কস ফর ইওর কমপ্লিমেন্ট।

তোমাকে তো কখনও এইরকম পোশাকে দেখিনি, তাই...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলে, আপনি তো আমাকে জিন্স-শার্ট বা জিন্স-কুর্তা পরাই দেখেছেন।...

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

আমি বাড়িতে একটু ঢিলেঢালা পোশাক পরেই থাকি।

ঠিক সেই সময় দরজায় 'নক' করার আওয়াজ শুনেই বলি, কাম ইন।

একজন বেয়ারা সেলাম করে সামনে এসে বলে, স্যার, বিয়ার দেব?

তার দরকার নেই।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলে। স্যার, আপনি কি একেবারেই ড্রিঙ্ক করেন না?

একটু হেসে বলি, কলকাতায় গেলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে হয়।

তবে বিয়ার খাবেন না কেন?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও বেয়ারাকে বলে, স্যারকে একটা বিয়ার দাও; তবে এই ক'দিনে ড্রিঙ্কস্-এর দাম আমি দেব।

বেয়ারা সবিনয়ে নিবেদন করে, আমি কি করে টাকা নেব? আপনি বরং জি-এম সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলুন।

ঘরের টেলিফোন দেখিয়ে ও বলে, তুমি টেলিফোন নম্বরটা মিলিয়ে দাও; আমি কথা বলছি।

মাধুরী ওই ভদ্রলোককে বলে, স্যারের ড্রিঙ্কস্-এর দাম আমি দেব; কারণ ভবিষ্যতে আমার নামে যে বদনাম রটবে না, তা তো বলা যায় না।

ও একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, মিঃ নায়ার, ক্লাব থেকে দিলেও আপনাদের কাউকে পেমেন্ট করতে হবে কিন্তু তা আমি চাই না। আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করছি, আমরা যাবার আগে সব ড্রিঙ্কস-এর দাম নিয়ে আমাকে একটা রসিদ দেবেন।

মাধুরী রিসিভার নামিয়ে রেখেই বেয়ারাকে বলে, যাও, বিয়ার নিয়ে এসো।

বেয়ারা বিদায় নিতেই আমি হাসতে হাসতে বলি, ওয়েল-ডান! তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী।

ও গম্ভীর হয়ে বলে, স্যার, বাবা এখন রেলওয়ে বোর্ডের বিগ বস্ বলে রেলের অফিসাররা তাঁকে খুশি করার জন্য সীমা ছাড়িয়েও অনেক কিছু করবে কিন্তু বাবা অন্য কোথাও বদলি হলেই এরা বাবার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা খুঁজতে প্রাণপাত করবে।

ঠিক বলেছ।

বেয়ারা বিয়ার আর এক প্লেট কাজু এনে একটা জাগে বিয়ার ঢেলে দিয়ে

BanglaBook.org

বলে, স্যার, পকৌড়া বা অন্য কিছু দেব?

না।

ও বিদায় নিতেই আমি বিয়ার জাগে চুমুক দিই। মাধুরী একটা কাজু মুখে দেয়, আমিও দিই।

স্যার, আজ বিকেলে কি কোথাও বেরুবেন?

কেন? তুমি কোথাও যেতে চাও?

না, আমার বিশেষ ইচ্ছা নেই।

মাধুরী একটু থেমে বলে, স্যার, সেমিনার তো রোজ দশটা থেকে একটা অবধি?

হ্যাঁ।

তাহলে কাল থেকে বিকেলের দিকে আমরা একটু বেরুব।

হ্যাঁ, সেই ভালো।

ও একটু হেসে বলে, স্যার, একদিন গঙ্গায় নৌকা চড়ে ঘুরবেন তো?

নিশ্চয়ই।

এইসব টুকটাক কথা বলতে বলতেই শেষ বিয়ারটুকু জাগে ঢেলে নিই।

স্যার, আরেকটা বিয়ার দিতে বলব?

আমি একটু হেসে বলি, তুমি শেয়ার করলে নিতে পারি।

ও মাথা নেড়ে বলে, না, স্যার, বিয়ার বড্ড তেতো লাগে।

তুমি বিয়ার খেয়েছ?

ছুটির দিনে লাঞ্চের আগে বাবা বিয়ার খান। বাবাকে সার্ভ করার সময়ই চুমুক দিয়ে দেখেছি...

তোমার বাবা কি ড্রিঙ্ক করেন?

হ্যাঁ; এভরি ডে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তোমার মা ড্রিঙ্ক করেন?

নো, নেভার।

তুমি?

বাবার এক বন্ধু হুইস্কি পছন্দ করেন না; উনি ভদকা খান।

মাধুরী একটু হেসে বলে, ওনাকে ভদকা দেবার সময় আমিও একটু খাই।

BanglaBook.org

ভদকা তোমার ভালো লাগে?

হ্যাঁ, স্যার, আই লাইক ভদকা।

আজ সন্ধের পর একটু ভদকা খাবে তো?

আপনার আপত্তি না থাকলে খেতে পারি।

এবার আমি গম্ভীর হয়ে বলি, মাধুরী, আমি এই যুগের মানুষ। আমি সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত না হলেও অনেক সংস্কারমুক্ত। আমি ছাত্রজীবন শেষ করেই আবার ছাত্রছাত্রী নিয়েই জীবন কাটাচ্ছি।

আমি একবার নিশ্বাস নিয়েই বলি, আমার কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই যদি তা তোমার লেখাপড়া ও জীবনে ব্যাঘাত বা অশান্তি সৃষ্টি না করে। যে সাময়িক আনন্দ ভবিষ্যৎ জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়, সে আনন্দ আমি চাই না।

মাধুরী একগাল হেসে বলে, স্যার, আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত।

গুড! সো উই উইল হ্যাভ এ নাইস ইভনিং।

ইয়েস স্যার, ইট উইল বি নাইস ইভনিং।

* * * *

লাঞ্চ খেয়েই মাধুরী ওর ঘরে যায়; আমিও একটু শুতে যাই।

বিকেলে বারান্দায় চা খাবার সময়ই জেনারেল ম্যানেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ নায়ার এসে হাজির। নমস্কার করেই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, স্যার, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না, না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

এবার উনি মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, জি-এম সাহেব এফ-সি সাহেবকে ফোন করে আপনাদের পৌঁছনো সংবাদ জানিয়েছেন।

মাধুরী একটু খুশির হাসি হেসে বলে, খুব ভালো করেছেন।

বাই দ্য ওয়ে, আমি কেয়ারটেকারকে বলেছি, আপনাদের ড্রিঙ্কের বিল আপনিই পেমেন্ট করবেন।

মাধুরী বলে, খুব ভালো করেছেন।

বেয়ারা মিঃ নায়ারকে চা দেয়। উনি চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়েই আমাদের বলেন, আপনাদের ঘরে যে পি অ্যান্ড টি টেলিফোন আছে, তাতে কি এস-টি-ডি ফেসিলিটি চাই?

BanglaBook.org

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, না, না, তার কোনও দরকার নেই। আমি এখানে পৌঁছবার পর বি-এইচ-ইউ'তে একবার ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি যে কাল দশটার আগেই আমি সেমিনার হলে পৌঁছে যাব।

এক নিশ্বাসেই বলি, তাছাড়া আর কোনও ফোন করার দরকারও হয়নি।

মিঃ নায়ার বলে, এফ-সি সাহেবকে আপনাদের দুটো ঘরের টেলিফোন নম্বরই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাধুরী একটু হেসে বলে, তাহলে বাবা নিশ্চয়ই রাত্রে ফোন করবেন।

একটু পরেই মিঃ নায়ার বিদায় নিলেন; তবে যাবার আগে বললেন, যে কোনও দরকারে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।

মাধুরী বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফোন করব।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেছে; তবে গোধূলির আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আমরা দু'জনেই লনে পায়চারি করতে কত বিষয়ে কত কথা বলি। এরই মধ্যে চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে; তবু আমরা লনে পায়চারি করতে করতে নানা বিষয়ে আলোচনা করি।

স্যার, এবার ঘরে যাবেন তো?

হ্যাঁ, একবার স্নান করব।

হ্যাঁ, স্যার, আমিও একটু শাওয়ারের নিচে দাঁড়াব।

* * * *

আমি স্নান করে 'মুণ্ডা' আর একটা কুর্তা পরে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে সেমিনারের কাগজপত্র দেখছি, সেই সময় টেলিফোন।

হ্যালো!

স্যার, রেডি?

ও মাই গড! তুমি!

আপনি কি কারুর ফোন আশা করছিলেন?

না, না; কে আর এখানে আমাকে ফোন করবে?

স্যার, আপনি স্নান করেছেন?

হ্যাঁ।

আমি আসব?

বাই অল মিনস্।

BanglaBook.org

মাধুরী চমৎকার একটা নাইটি পরে আমার ঘরে ঢুকতেই আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি কিন্তু কিছু বলার আগেই ও প্রশ্ন করে, স্যার, আপনি বাড়িতে কি সন্ধের পর লুঙ্গি আর কুর্তা পরেন?

এটা লুঙ্গি না, একে বলে মুণ্ডা।

আমি একটু থেমে বলি, কেরলের মানুষ যে ধুতিকে লুঙ্গির মতো পরে, তাকে মুণ্ডা বলে।

স্যার, আমি জানতাম না।

লুঙ্গি আমার একদম ভালো লাগে না কিন্তু মুণ্ডা আমার সত্যি ভালো লাগে। মুণ্ডা লুঙ্গির চাইতে অনেক সফট্; তাছাড়া অনেক ডিগনিফায়েড মনে হয়।

হ্যাঁ, স্যার, তা ঠিক।

এবার আমি প্রশ্ন করি, তুমি কি বাড়িতেও সন্ধের পর নাইটি পর?

হ্যাঁ, স্যার।

মাধুরী না থেমেই বলে, স্কুলের উঁচু ক্লাশে ওঠার পর থেকেই আমি সন্ধের পর নাইটি পরছি।

ও মুহূর্তের জন্য নিজের উপর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, কেন স্যার, খারাপ লাগছে?

আমি একটু হেসে বলি, একটু বেশি ভালো লাগছে।

ও শুধু একটু হাসে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই মাধুরী বলে, স্যার, আমার ঘরে বসবেন নাকি...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলি, আমার এখানেই বসা যাক।

স্যার, বেয়ারাকে ড্রিঙ্ক আনতে বলব?

হ্যাঁ, বলো।

ঘরে দু'জনে বসার মতো সুন্দর একটা সোফা ও তার সামনে লম্বা সেন্টার টেবিল; তাছাড়া ছ'জনে বসার মতো ডাইনিং টেবিল। বেয়ারা ট্রলি ট্রে-তে হুইস্কি আর ভদকার বোতল ছাড়াও প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই আমি বলি, মাধুরী, কোথায় বসবে?

স্যার, সোফায় বসব।

ডাইনিং টেবিলে বসবে না?

না, স্যার, ডাইনিং টেবিলে বসব না।

বেয়ারা সেন্টার টেবিলের সবকিছু সাজিয়ে দিয়ে বলে, একটু পরেই স্ন্যাক্স্

BanglaBook.org

আনছি।

মাধুরী একটু হেসে বলে, সবকিছু একসঙ্গে এনো না।

না, দিদি, একসঙ্গে আনব না।

বেয়ারা বিদায় নেয়।

মাধুরী দু'জনের ড্রিঙ্কস তৈরি করে হুইস্কির গেলাস আমার হাতে তুলে দেয়; ও নিজে তুলে নেয় ভদকার গেলাস। তারপর পাশ ফিরে বসে গেলাস তুলে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, স্যার, ফর এ প্লেজান্ট ইভনিং!

আমিও পাশ ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেই বলি, ইয়েস ফর এ প্লেজান্ট ইভনিং!

দু'জনেই গেলাসে চুমুক দিই। দু'জনেই দু'একটা কাজু মুখে দিই।

দু'জনেই দু'জনকে দেখি; দু'জনেরই মুখে হাসি। একটু নীরবতা। আবার গেলাসে চুমুক।

স্যার, আমাকে কি খুব খারাপ মনে হচ্ছে?

আমাকে তোমার যতটা খারাপ মনে হচ্ছে, তোমাকেও ঠিক ততটাই খারাপ মনে হচ্ছে।

আপনাকে আমার কখনওই খারাপ মনে হয়নি, হচ্ছেও না।

কেন?

হাজার হোক আপনি একজন নামকরা অধ্যাপক; যথেষ্ট আয় করেন। সুতরাং এই ধরনের আনন্দ করার ষোলো আনা অধিকার আপনার আছে।

আর তোমার?

হয়তো দু'চার মাস পরে আমিও আপনার সহকর্মী হতে পারি কিন্তু এখনও তো আপনার ছাত্রী।

সো?

আমাকে আপনার খারাপ মনে হতেই পারে।

কখনওই তোমাকে আমার খারাপ মনে হয় না।

আমি না থেমেই বলি, তুমি খারাপ হলে আমি অনেক আগেই তা জানতে পারতাম।

তবে স্যার, একটা কথা জেনে রাখুন। আমি বাড়িতে মাঝে মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে ড্রিঙ্ক করলেও বাইরে কোথাও কারুর সঙ্গে কোনওদিন ড্রিঙ্ক করিনি।

ড্রিঙ্কের গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতেই আমাদের কথা হয়।

BanglaBook.org

আচ্ছা মাধুরী, তোমার অন্য বন্ধুরা ড্রিঙ্ক করে কি?

ও একটু হেসে বলে, কলেজে পড়ার সময় দেখেছি, কয়েকটি ছেলে বেশ নিয়মিত ড্রিঙ্ক করে।

আর মেয়েরা?

আমি শুধু দু'জন মেয়েকে দেখেছি, ওইসব ছেলেদের সঙ্গে অন্তত ছুটির দিনে ড্রিঙ্ক করত।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, স্যার, আমার ধারণা কলেজ-ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু ছেলেমেয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমি অবাক হয়ে বলি, তাই নাকি?

স্যার, শুনলে আপনি অবাক হবেন যে আপনার দু'একজন সহকর্মীও সুযোগ পেলে ছাত্রীদের মধু খেতে দ্বিধা করেন না।

ও মাই গড!

এইসব কথা বলতে বলতেই আমার গেলাস খালি হয়; মাধুরী আবার আমার গেলাস ভরে দেয়। ওর গেলাসের দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনও অর্ধেক খালি হয়নি। তাই তো বললাম, তুমি শেষ না করলে আমি আবার শুরু করি কী করে?

স্যার, আমি নিছক শখে ড্রিঙ্ক করি। এই একটাই যথেষ্ট; আমি আর নেব না।

তুমি সত্যি আর নেবে না?

না, স্যার, আমি আর নেব না। আপনি শুরু করুন।

বেয়ারা এক প্লেট চিকেন পাকৌড়া এনে দিতেই মাধুরী ওকে বলে, ভদকার বোতলটা নিয়ে যাও।

সেকি? আর নেবেন না?

না, আমি আর নেব না।

বেয়ারা ভদকার বোতল নিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে একটা পাকৌড়া মাধুরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, হ্যাভ ইট।

ও একটু হেসে পাকৌড়াটা হাতে নেয়। আমিও একটা পাকৌড়া হাতে নিয়ে একটু মুখে দিই। মাধুরীও ওর গেলাসে একবার চুমুক দিয়ে পাকৌড়া খায়।

দু'জনেই পাশ ফিরে মুখোমুখি বসেছি। আমি ওর চোখের পর চোখ রেখে বলি, একটা কথা বলবে?

কেন বলব না?

সত্যি কথা বলবে তো?

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই বলব।

আমি ওর একটা হাত ধরে বলে, তুমি আমার সঙ্গে এখানে এলে কেন?

মাধুরী কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পরই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, বিলিভ মি, আই রিয়েলি লাভ ইউ।

ও না থেমেই বলে, বিশ্বাস করুন, আপনাকে খুব কাছে পেতে খুব ইচ্ছা করছিল।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি না। দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে এক দীর্ঘ চুম্বন দিই।

ও দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার উপর ওর শরীর এলিয়ে দেয়।

আনন্দে খুশিতে আমার মন ভরে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকার পর আবার মাধুরী সোজা হয়ে বসে; আমার দিকে তাকিয়ে চোখে-মুখে খুশি ফুটিয়ে বলে, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ!

ও দৃষ্টি গুটিয়ে আমার একটা হাত তুলে বার বার চুমু খেতে খেতে বলে, আমি জানতাম, আপনিও আমাকে খুব ভালোবাসেন।

আমি ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, হ্যাঁ, মাধুরী, আমিও সত্যি তোমাকে ভালোবাসি।

আস্তে আস্তে আমার ড্রিঙ্ক শেষ হতেই মাধুরী হুইস্কির বোতল তুলে নিতেই বলি, আর দিও না।

কেন স্যার? আপনি তো দেড় পেগও খাননি!

আমি একটু চাপা হাসি হেসে বলি, বেশি খেলে তো ঘুমিয়ে পড়ব, তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করতে পারব না।

ও ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে বলে, আমিও আপনাকে জাগিয়ে রাখতে পারব না?

আমি না হেসে পারি না।

আবার বেয়ারা এসে বলে, স্যার, আপনাদের কিছু লাগবে?

মাধুরী বলে, না, কিছু লাগবে না। স্যারের গেলাস ছাড়া সবকিছু নিয়ে যাও। দুটো ঘরের বেড ঠিক করে দাও। আমার ঘরের এ-সি চালিয়ে দাও কিন্তু দেখ, বেশি ঠান্ডা না হয়।

বেয়ারা সবকিছু নিয়ে চলে যাবার পর আবার আমার ঘরে এসে মাধুরীকে

BanglaBook.org

বলে, দিদি আপনার বেড ঠিক করে এ-সি চালিয়ে দিয়েছি।

তাহলে এবার স্যারের বিছানাটা ঠিক করে দাও।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন।

মাধুরী, বোধহয় তোমার বাবা ফোন করছেন।

ও রিসিভার তুলেই বলে, ও বাবা।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে।...না, স্যার, আজ কোথাও যাননি; কাল সেমিনারে যে পেপারটা পড়বেন, সেটাই আবার চেক আপ করে একটু-আধটু সংশোধন করলেন। ...হ্যাঁ, ডিনার এখনই খাব।...দরকার হলে নিশ্চয়ই তোমাকে ফোন করব; সে কথা আর বলতে হবে না।...হ্যাঁ, গুড নাইট!

আস্তে আস্তে আমার ড্রিঙ্ক শেষ হয়। ডিনারও শেষ হয়। ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে বেয়ারা বলে, স্যার, এখন এদিকে আর কেউ থাকবে না; তবে সামনের গেটে আর পিছনে সিকিউরিটি থাকবে। আপনারা বেল বাজালেই ওরা ছুটে আসবে।

মাধুরী একটু হেসে বলে, কেউ খুন করতে আসবে না তো?

বেয়ারাও একটু হেসে বলে, এই গেস্টহাউসে ঢোকার সাহস কারুর হবে না। আর হ্যাঁ, সকালে বেল বাজালেই আপনাদের ঘরে চা পৌঁছে যাবে।

বেয়ারা বিদায় নিতেই মাধুরী বলে, স্যার, গেস্টহাউসে শুধু আমরা দু'জন; আপনার ভয় করবে না তো?

আমি ওর দুটো হাত ধরে বলি, ভয় করবে কেন? তুমি তো আমাকে পাহারা দেবে।

সত্যি পাহারা দেব?

কেন? আপত্তি আছে?

ও হাসতে হাসতে বলে, আমি কি কোনওদিন আপনার অবাধ্য হয়েছি?

'ভেরি গুড!' বলেই আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে বিছানায় ফেলে দিই।

স্যার, প্লিজ ছেড়ে দিন। আমি আমার ঘরটা দেখে আসি।

যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

হ্যাঁ, স্যার, যাব আর আসব।

মাধুরী দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বলে, স্যার, ঘরে আলো জ্বলবে কি?

BanglaBook.org

সোফার পাশের লাইট স্ট্যান্ডের আলো জ্বালিয়ে টিউব লাইট অফ্ করে দাও।

তারপর?

মাধুরী কাছে আসতেই ওকে আমি বুকের উপর টেনে নিই।

কতক্ষণ যে দু'জনে আদর-ভালোবাসার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম, তা জানি না। তবে নীরবে দীর্ঘ সময় আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থাকার পর আমি ওর কানে কানে বলি, মাধুরী, খুশি হয়েছ তো?

ও আমার কানে কানে বলে, আপনি আমাকে আনন্দে খুশিতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি!

আবার একটু নীরবতা। তারপর মাধুরী ফিস ফিস করে বলে, আমি কি আপনাকে আনন্দ দিতে পেরেছি?

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তুমি আমাকে এত আনন্দ দেবে।

আমি আলতো করে ওকে চুমু খাই; মাধুরীও আমাকে একটু চুমু খেয়ে বলে, কলেজে ভর্তি হবার পরই বাবা আমাকে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। তারপর ক্লাসে আপনাকে দেখে, আপনার পড়ানো শুনে আমার খুব ভালো লাগত।

কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি।

তখন আপনি বুঝবেন কী করে? ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় তো আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা বা আলাদা করে দেখা করতাম না।

তুমি তো সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি সময় থেকে আমার বাড়িতে পড়তে আসা শুরু করলে।

হ্যাঁ।

মাধুরী আমার মাথায়, মুখে, বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটু হেসে বলে, থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই আপনাকে ভালোবেসে ফেললাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ও আবার একটু থেমে বলে, তবে গত বছর দুয়েক ধরেই খুব ইচ্ছা করছিল, আপনাকে কাছে পেতে, আদর করতে।

ও একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েই বলে, দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর আজ আমার

BanglaBook.org

সে স্বপ্ন, সে আশা পূর্ণ হল।

তোমাকে আমারও অনেকদিন ধরে ভালো লাগছে কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো, ছাত্রীরা বাড়িতে পড়তে এলেও আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকি।...

সেকথা সব মেয়েরাই স্বীকার করে।

তাছাড়া তোমার বাবার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তা তুমি খুব ভালো করেই জানো; তাই তো ভালো লাগলেও কোনওদিন তা প্রকাশ করতে সাহস করিনি বা উচিত মনে হয়নি।

রাত কত হয়েছে, তা জানি না কিন্তু মনে হচ্ছে, আড়াইটে-তিনটে বাজে। তবু আমাদের কথা শেষ হয় না।

আমরা গলা জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি। হঠাৎ ও বলে, একবার আলো জ্বালব?

আমি একটু হেসে বলি, কেন? আমাকে দেখবে?

হ্যাঁ, দেখতে খুব ইচ্ছে করছে; তাছাড়া একবার ঘড়িটাও দেখব।

হ্যাঁ, জ্বালো।

মাধুরী কোনওমতে গায় একটা চাদর জড়িয়ে উঠে আলো জেলে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসে।

কী হল? হাসছ কেন?

কাছে এসে বলছি।

ও ঘড়ি দেখেই আলো অফ্ করে আমার পাশে বসে মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, আপনাকে দারুণ সুন্দর লাগছে।

তাই নাকি?

সত্যি বলছি।

তোমার মতো সুন্দরীর কাছে অভাবনীয় আনন্দ পেয়েছি বলেই তো আমাকে সুন্দর লাগছে।

দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের পর টেনে নিয়ে বলি, দেখলাম, তোমারও চোখে-মুখে আনন্দ-খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

এত আনন্দ তো জীবনে পাইনি, এত খুশিও কোনওদিন হইনি, তাই বোধহয়...

ও কথাটা শেষ করে না।

মাধুরী, ক'টা বাজে তা তো বললে না?

ও একটু হেসে বলে, বেশি না, মাত্র চারটে দশ।

BanglaBook.org

ঘুমুবে না?

কেন? আপনার ঘুম পাচ্ছে?

না।

না ঘুমুলে সকালে শরীর খারাপ লাগবে না?

পনেরো-কুড়ি মিনিট শাওয়ারের তলায় থাকলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সারারাত পড়াশুনা করলে আমিও অনেকক্ষণ শাওয়ারের নিচে স্নান করি; শরীরটা সত্যি খুব ফ্রেশ হয়।

আরও কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটাবার পর সেই অবিস্মরণীয় রাত্রি শেষ।

* * * *

সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় মুখোমুখি হতেই আমরা দু'জনে শুধু হাসি। বেয়ারার সামনেই আমি ওকে প্রশ্ন করি, কী মাধুরী, রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

স্যার, আপনি ভাবতে পারবেন না, কী ভালো রাত কেটেছে।

ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, স্যার, আপনার কেমন রাত কাটল।

খুবই ভালো।

* * * *

গাড়ি থেকে নামতেই বি-এইচ-ইউ-এর প্রফেসর অব ইকনমিক্স ডঃ কাটজু আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। মাধুরীকে দেখিয়ে বললাম, ইনি রেলওয়ে বোর্ডের ফিনান্সিয়াল কমিশনারের মেয়ে মিস শ্রীবাস্তব; ইনিও ওই গেস্টহাউসে আছেন। তাছাড়া দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রী।

ডঃ কাটজু একটু হেসে বলেন, তাই বুঝি ইনি সেমিনারে এলেন?

মাধুরী বলে, হ্যাঁ, স্যার।

খুব ভালো করেছেন।

ডঃ কাটজুর পিছন পিছন সেমিনার হলে ঢুকতেই হল-ভর্তি ছাত্রছাত্রী-গবেষকরা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর উনি আমার সম্পর্কে মিনিট দশেক বলার পরই আমি আমার পেপার পড়তে শুরু করি।

দু'তিনবার জলের গেলাসে চুমুক দেওয়া ছাড়া এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে পেপার পড়ে থামতেই হল ভর্তি সবাই হাততালি দেওয়ায় আমি যেমন অবাক,

BanglaBook.org

সেইরকমই খুশি হই।

হাততালি থামলে ডঃ কাটজু বলেন, উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝতে পারছি, ডঃ উৎসব চ্যাটার্জিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঠিকই করেছি। আগামীকাল এই পেপার সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ডঃ রাও ও পুনে ইউনিভার্সিটির ডঃ মিশ্র। তার পরদিন উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং শেষ দিনে ডঃ চ্যাটার্জি আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য বলবেন।

গেস্টহাউসে ফেরার পথে মাধুরী আমার হাতের উপর হাত রেখে বলে, রিয়েলি আয়াম ভেরি প্রাউড অব ইউ!

আরও তিনদিন ধৈর্য ধরো; তারপর মন্তব্য করো।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ধৈর্য ধরব কিন্তু তবু বলব, আপনি যে ইন্ডিয়ান ইকনমির ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা বললেন, তা খুবই যুক্তিপূর্ণ।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, আপনি ইন্ডিয়ান ইকনমি নিয়ে যে কত পড়াশুনা ও চিন্তা-ভাবনা করেন, তার প্রমাণ দেখে অবাক হয়েছি।

রিয়েলি?

হল ভর্তি ছাত্রছাত্রী রিসার্চ স্কলারদের রি-অ্যাকশন দেখে বুঝতে পারলেন না, তারা আপনার বক্তব্য শুনে কী রকম মুগ্ধ হয়েছে?

আমি আরও তিনদিন অপেক্ষা করার পর তোমার কথার জবাব দেব।

দুটো বাজতে না বাজতেই গাড়ি গেস্টহাউসে পৌঁছল।

বেয়ারা আমার ঘরের দরজা খুলে দিয়েই বলে, স্যার, বিয়ার আনব?

হ্যাঁ, আনো; তবে তাড়াতাড়ি পাকৌড়া দিও। বড্ড খিদে লেগেছে।

হ্যাঁ, স্যার, ঠিক আছে।

বেয়ারা বিদায় নিতেই মাধুরী দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আলতো করে একটা চুম্বন দিয়ে বলে, আমি ঠিক মানুষের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি।

* * * *

সেমিনারে আমার বক্তব্য যে শেষপর্যন্ত এইভাবে অভিনন্দিত হবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। সত্যি আমি অনুপ্রাণিত হলাম।

অন্যদিকে এক সপ্তাহ ধরে মাধুরীকে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়ে যে আনন্দ পেলাম, তা আমার মন-প্রাণ ভরিয়ে দিল। প্রিয়জনকে ভালোবাসার, একান্তভাবে

BanglaBook.org

কাছে পাওয়া যে এত মধুর, তা এইবারই প্রথম উপলব্ধি করলাম।

প্লেনে মাধুরীকে প্রশ্ন করি, দিল্লি থেকে রওনা হবার সময় কি তুমি জানতে, বেনারসে গিয়ে আমাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হবে?

এইবার রওনা হবার আগে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে স্বপ্ন, যে ইচ্ছা এত বছর ধরে চেপে রেখেছি, তা এবার বেনারসে গিয়ে সার্থক করে তুলতেই হবে।

আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তাও কি জানতে?

না, তা জানতাম না কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যখন প্রাণ-মন দিয়ে আপনাকে ভালোবাসি, বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ না করে নিজের সর্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, তখন বোধহয় আপনি আমাকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।

মাধুরী, তুমি ছাত্রী বলে আমার মনে নিশ্চয়ই দ্বিধা-সংকোচ ছিল কিন্তু তবু জেনে রেখো, আমিও অনেকদিন ধরে মনে মনে তোমাকে ভালোবেসেছি।

সাতদিন ধরেই তো তার প্রমাণ পেলাম।

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি শুধু আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আপনার নির্দেশমতো এগিয়ে যেতে পারি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পাঁচ

দিল্লিতে ফিরে দেখি, এই এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েকটা চিঠিপত্র এসেছে। প্রথমেই পাবলিশারের চিঠিটা পড়ি।...

ডিয়ার ডক্টর চ্যাটার্জি, আপনার পাণ্ডুলিপি যে প্রফেসর গোখলে ও প্রফেসর শঙ্করণকে পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি জানেন। ওরা দু'জনেই আপনার বইয়ের খুবই প্রশংসা করেছেন; তবে ওরা দু'জনেই কিছু মন্তব্য করে কয়েকটি জায়গায় সংশোধন বা সংযোজন করার পরামর্শ করেছেন। ওই দু'জন শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদের মন্তব্য আপনাকে পাঠালাম। আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন পেলেই আমরা ছাপার কাজ শুরু করব।

দু'জন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের মতো আমিও আশা করছি, আপনার বইটি দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হবে।...

চিঠিটি পড়ে সত্যি ভালো লাগল। দু' বছর ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে বইটি লিখেছি এই আশা নিয়ে যে এই বই যেন অর্থনীতির ছাত্র ও গবেষকদের সাহায্য করতে পারে।

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলেই অবাক হই। দিব্যেন্দু ম্যালেশিয়ায়?...

প্রিয় উৎসব, আমি হঠাৎ বদলি হয়েছি কুয়ালালামপুরে। কায়রো থেকে এখানে আসার পথে ব্রিফিং-এর জন্য যে পাঁচদিন দিল্লিতে ছিলাম, তখন নিশ্বাস ফেলার সময় পাইনি। তাই তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমার বাড়ি যেতে পারিনি কিন্তু আসার দিন ফোন করে জানলাম, তুমি বেনারস গিয়েছ। তাই দেখা হল না।

ঊর্মি এখনও কায়রোয় আছে। প্যাকিং শেষ করে দিল্লি আসবে সপ্তাহ খানেকের জন্য। তোমার ওখানেই উঠবে। দিল্লিতে ওকে অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে। নিঃসন্দেহে তুমিই হবে ওর সারথি।

তুমি কায়রোয় আসতে পারনি কিন্তু এবার যখন আমরা এত কাছে থাকব, তখন তোমাকে আসতেই হবে। তুমি না এলে আমি আর ঊর্মি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব।...

BanglaBook.org

ঊর্মি আসছে শুনেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল। চোখের সামনে ভেসে উঠল কৈশোর প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি।

কী হল প্রফেসর? কফি যে ঠান্ডা হয়ে গেল!

হঠাৎ গঙ্গাপ্রসাদের কথা শুনেই সম্বিৎ ফিরে পাই। তাড়াতাড়ি কফির কাপ হাতে তুলে নিই।

কী এত ভাবছিলে?

গঙ্গাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, চিঠিতে কী খবর এসেছে যে এত চিন্তা করছিলে?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটু হেসে বলি, ঊর্মির কথা মনে আছে তো?

ও মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে বলে, যে দিদি জাপান থাকত, সেই তো?

জাপান না, ওরা আগে জার্মানিতে থাকত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

ওর স্বামী জার্মানির পর কায়রোতে বদলি হয়; এখন আবার বদলি হয়েছে মালেশিয়ায়। ওর স্বামী লিখেছে, ওকে তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে। মালপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে ঊর্মি দিল্লিতে আসবে।

ওই দিদি আমাদের কাছেই উঠবে তো?

আমি একটু হেসে বলি, ও আমার ছোটবেলার বন্ধু; স্কুলের নিচু ক্লাস থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে...

এবার গঙ্গাপ্রসাদ এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে। ওই দিদির মা-বাবা তো তোমাকে ছেলের মতো ভালোবাসত, তাই না?

হ্যাঁ।

ওই দিদি সত্যি খুব ভালো; ও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

হ্যাঁ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ওই দিদির স্বামীও আমার বন্ধু।

উনি তো পাক্কা সাহেব; তবে খুব ভালো মানুষ।

গঙ্গাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, ওই দিদি কবে আসবেন?

তা ওর স্বামী জানায়নি; তবে দশ-পনেরো দিনের আগে না।

গঙ্গাপ্রসাদ চলে যেতেই ডাকে আসা কাগজপত্র দেখার পর আরও একটা চিঠি দেখে খুলি।...

প্রিয় ডঃ চ্যাটার্জি, আমি প্রার্থনা; অনেকদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

BanglaBook.org

আশা করি, আপনি ভালো আছেন। আপনাকে অনেক কথা বলার আছে কিন্তু সে সুযোগ কবে পাব, তা জানি না। আপনি কি এই ছুটির মধ্যে আবার কলকাতায় আসবেন?

আমি সব সময় কলকাতায় থাকি না। তখন ফোন করলেও আমাকে পাবেন না। তবে বাইরে গেলে আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আশা করি, আপনার সারস্বত সাধনা ভালোই চলছে। শারীরিক কুশল তো?

আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। ইতি—

দু'এক দিন পরেই ওর চিঠির উত্তর দিলাম।... সুচরিতাষু, আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। আপনার হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এই ছুটিতে আবার কলকাতা যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবুও বলছি, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে ও আপনার কথা শুনব।

অর্থনীতি নিয়ে আমার একটি বই বোম্বের এক সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রকাশ করবেন। আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রকাশক দু'জন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদকে পাঠিয়েছিলেন তাদের মতামত জানার জন্য। ওই দু'জন অর্থনীতিবিদই আমার বইয়ের প্রশংসা করলেও কয়েকটি বিষয়ে মন্তব্য করেছেন এবং সেইজন্য বইটির সামান্য কিছু সংশোধন করতে একটু ব্যস্ত আছি।

যাইহোক ভালো থাকবেন। শুভেচ্ছান্তে—

* * * *

পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে দিন দশেক সময় লাগল; সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে পাঠিয়ে দেবার আগের দিন সকাল দশটা-সাড়ে দশটায় হঠাৎ মাধুরী এসে হাজির। পরনে আকাশি নীল রঙের শাড়ি, নীল ব্লাউজ, বাঁ হাতে বেশ কয়েক গাছা নীল চুড়ি, ডান হাতে ঘড়ি, কপালে নীল টিপ। ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

মাধুরী একটু হেসে বলে, স্যার, শাড়ি পরে ভালো লাগছে?

অপূর্ব!

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, তুমি তো শাড়ি পরে কখনও আস না; আজ হঠাৎ শাড়ি পরে এলে কেন?

ও আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, ইউ হ্যাভ মেড মি এ উওম্যান অ্যাট বেনারস।

ওর কথা শুনে আমার মন খুশিতে ভরে যায় কিন্তু মুখে কিছু বলি না, বলতে

BanglaBook.org

পারি না।

দু'এক মিনিট নীরবতার পর বলি, দাঁড়াও, গঙ্গাপ্রসাদকে ডাক দিই; ও তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে।

চাচা আমাকে দেখেছে।

কখন?

চাচাই তো দরজা খুলে দিল।

ও!

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, চাচা কী বলল?

বলল, খুব ভালো লাগছে। আর বলল, তুমি প্রফেসরের ঘরে যাও; আমি তোমাদের কফি করে আনছি।

এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম। এবার বললাম, বসো।

ও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসতে না বসতেই গঙ্গাপ্রসাদ দু'কাপ কফি আমাদের সামনে রেখেই এক গাল হেসে বলে, প্রফেসর, আজ বেটিকে খুব সুন্দর লাগছে না?

মেয়েরা শাড়ি পরলেই ভালো দেখায়।

প্রফেসর, আমি মাধুরী বেটিকে আজ দুপুরে খেতে বলেছি।

কখন খাবার কথা বললে? এখনই?

আমি সকালেই ফোন করে বলে দিয়েছি।

হঠাৎ খেতে বললে কেন?

বেটিকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল; তাই...

গঙ্গাপ্রসাদ কথাটা শেষ করে না।

মাধুরী বলে, স্যার, চাচা আমাকে ঠিক মেয়ের মতোই ভালোবাসে।

তা আর জানি না?

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, আমার কাছে তো পাঁচ-ছ'জন ছেলেমেয়ে পড়তে আসে কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ তাদের কাউকেই পছন্দ করে না।

গঙ্গাপ্রসাদ বেশ গম্ভীর হয়ে আমাকে বলে, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ; তুমি পণ্ডিত মানুষ কিন্তু দশ-বারো বছর বয়স থেকে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত শুধু ছাত্রছাত্রী আর তোমাদের মতো প্রফেসরদেরই দেখছি।

ও না থেমেই বলে, এই বেটি খাঁটি সোনা বলেই ওকে ভালোবাসি; তোমার অন্য ছাত্রীদের দেখেই বুঝেছি, ওরা মতলববাজ।

BanglaBook.org

এবার ও একটু হেসে বলে, প্রফেসর, তুমি মতলববাজ ধাপ্পাবাজ হলে তোমার কাছে কখনওই থাকতাম না।

ওর কথা শুনে আমি আর মাধুরী হাসি।

গঙ্গাপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, তোমরা হাসতে পার কিন্তু সত্যি কথাই বলেছি।

একটু পরেই আমি মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলি, বেনারস থেকে আসার পর কেমন আছ?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, প্রথম দিন সারারাত ঘুমুতে পারিনি।

কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বলি, না।

মাধুরী আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, আপনার সঙ্গে পুরো এক সপ্তাহ অত আনন্দে রাত কাটাবার পর কিছুতেই একলা থাকতে পারছিলাম না।

আমিও রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুধু বেনারসের স্মৃতি রোমন্থন করি।

হ্যাঁ, তা তো খুবই স্বাভাবিক।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলি, এবার থেকে মাঝে মাঝে শাড়ি পরবে।

ও একটু হেসে বলে, আপনার এখানে শাড়ি পরে আসব বলেই তো এই ক'দিন আসতে পারিনি।

কেন? তোমার কি শাড়ি ছিল না?

নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার জন্য কয়েকটা ভালো ভালো সিল্কের শাড়ি আছে কিন্তু সে শাড়ি পরে তো আসা যায় না।

মাধুরী না থেমেই একটু হেসে বলে, বেঙ্গল এম্পোরিয়াম থেকে তিনটে তাঁতের শাড়ি কেনার পরে ব্লাউজ তৈরি হবার পরই তো আপনার এখানে এলাম।

আমিও একটু হেসে বলি, শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ, চুড়ি আর টিপ পরেছ বলে খুবই সুন্দর লাগছে কিন্তু ঠোঁটে তো লিপস্টিক দাওনি।

সঙ্গে সঙ্গেই বলি, মেয়েরা একটু সাজলেই লিপস্টিক...

আপনার এখানে আসার সময় আর লিপস্টিক লাগাতে ইচ্ছা করল না।

করেক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পরই আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে একবার চুম্বন করি।

BanglaBook.org

মাধুরী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে, আমি জানতাম, আজ এই প্রাপ্তিটুকু জুটবে; সেইজন্যই তো লিপস্টিক লাগাইনি।

ও এক নিশ্বাসেই বলে, আপনার ঠোঁটে-মুখে লিপস্টিক লাগলে কি ভালো হত?

আমি হাসিতে ফেটে পড়ি।

* *

গঙ্গাপ্রসাদ আমার ঘরে এসে মাধুরীকে বলে, বেটি, আমি আমার কোয়ার্টারে যাচ্ছি। চান করে, পুজো করে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপর তোমাকে আর প্রফেসরকে খেতে দেব।

হ্যাঁ, চাচা, ঠিক আছে।

আমি টেবিলের উপর থেকে পাবলিশার আর আমার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দু'জন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের মন্তব্য মাধুরীর হাতে দিয়ে বলি, পড়ে দেখ।

ও প্রথমে পাবলিশারের চিঠিটা পড়ে খুব মন দিয়ে দুই অর্থনীতিবিদের মন্তব্য পড়ার পর খুশির হাসি হেসে বলে, এই বই বেরুবার পর আপনার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বেই।

মাধুরী আমার দিকে তাকিয়েই বলে, আয়াম রিয়েলি প্রাউড অব ইউ। আমার এত বছরের সঞ্চিত সবকিছু আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে ভুল করিনি।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা চুম্বন দেয়।

* * *

দিন দশেক পরের কথা।

এয়ার ইন্ডিয়া থেকে ফোন করে জানাল, আগামীকাল ভোর পাঁচটায় ঊর্মি এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে বোম্বে পৌঁছবার পর ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে সকাল সাড়ে আটটায় দিল্লি পৌঁছবে। আপনি নিশ্চয়ই ওকে রিসিভ করবেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদকে বলি, কাল সকালে ঊর্মি দিদি আসছে; ও সাত-দশদিন থাকবে। তুমি আজ আমার পাশের ঘর-বাথরুম ঠিক করে রেখো।

হ্যাঁ, সে তো রাখতেই হবে।

তাছাড়া তুমি তো জানো, আমাদের ডাল-তরকারি-মাছের ঝোল-চাটনি ইত্যাদি তো বিদেশে খেতে পায় না বলে ওই সবই খেতে ভালোবাসে।

ও একটু হেসে বলে, তোমাকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না; আমি আজ

BanglaBook.org

বিকেলেই বাজার থেকে সব কিনে আনব।

কাস্টমস এনক্লোজার থেকে বেরিয়েই ঊর্মি প্রায় ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে দু' গালে বার বার চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বলে, তুই এখনও কি দারুণ চার্মিং আছিস।

আমি হাসি চেপে বলি, এত লোকের সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে তোর লজ্জা করল না?

বেশ করেছি।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তুই কি চিরকালই একরকম থাকবি?

আমি তো দিব্যেন্দুর সামনেও তোকে চুমু খাই।

খুব মহৎ কাজ করিস।

দুটো সুটকেস নিয়ে কার পার্কিং-এর দিকে এগুতে এগুতে আরও বলি, যেদিন দিব্যেন্দু তোকে ডিভোর্স করবে, সেদিন...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ঊর্মি হাসতে হাসতে বলে, ও যেদিন ডিভোর্স করবে, ঠিক তার পরদিনই আমি তোর গলায় মালা দেব।

ঊর্মিকে দেখে গঙ্গাপ্রসাদ খুব খুশি, খুশি ঊর্মিও।

আমি ঊর্মিকে নিয়ে আমার ঘরে যেতেই গঙ্গাপ্রসাদ বলে, দিদি, আমি এখুনি আপনাদের চা দিচ্ছি।

হ্যাঁ, দাও; চা খেয়েই আমি বাথরুমে যাব স্নান করতে।

একটু পরেই গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের চা দেয়। ঊর্মি বলে, গঙ্গাপ্রসাদ, আমার খুব খিদে লেগেছে; বাথরুম থেকে বেরুলেই ব্রেকফাস্ট খেতে দেবে তো?

হ্যাঁ, দিদি, আপনি বাথরুম থেকে বেরুলেই আমি খেতে দেব।

ঊর্মি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের ঢুকতেই আমি ওকে এক ঝলক দেখেই বলি, তোকে দেখে মনে হয় তুই চব্বিশ-পঁচিশ বছরের...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও ডান হাতের দু'তিনটে আঙুল দিয়ে আমার থুতনি ধরে বলে, তোর মতো কামুকের হাতে তো পড়িনি যে আমার শরীরটার বারোটা বাজিয়ে দেবে।

দিব্যেন্দু বুঝি যোগী পুরুষ?

ঠিক সেই সময় গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের ব্রেকফাস্ট খেতে ডাক দেয়।

BanglaBook.org

আলু-পটলের দম আর হালুয়া দিয়ে লুচি খাবার পর এক গেলাস লস্যি খেয়েই ঊর্মি চিৎকার করে বলে, থ্রি চিয়ার্স ফর গঙ্গাপ্রসাদ!

খেয়েদেয়ে আমরা দু'জনে ড্রইংরুমের সোফায় বসতেই গঙ্গাপ্রসাদ রান্নাঘরে যায়। আমি ঊর্মিকে জিজ্ঞেস করি, তুই এখানে ক'দিন থাকবি?

তুই যতদিন তাড়িয়ে না দিবি, ততদিন থাকব।

ও মুখ টিপে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে।

ফাজলামি না করে বল তো তোর প্রোগ্রাম কী?

সাড়ে তিন বছর আগে কায়রো যাবার আগে তোকে দেখেছি। আগে দু'চারদিন তোর সঙ্গে আড্ডা দিই। তারপর ক'দিন তোকে নিয়ে বেরুব কেনাকাটা করতে।

তারপর কুয়ালালামপুর যাবি?

হ্যাঁ, সেইরকমই ভেবেছি; তবে কোনও তাড়া নেই।

ঊর্মি একটু থেমেই বলে, এবার বল, তুই কেমন আছিস?

আমি একটু হেসে বলি, একই রকম আছি, নতুন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

ও আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, অনেক সুন্দরী অবিবাহিতাই নানা কলেজে পড়ায়; সেইসব অধ্যাপিকাদের মধ্যে একজনকেও ভালোবাসতে পারলি না?

চমৎকার!

আমি না থেমেই একটু হেসে বলি, আমি কলেজে কলেজে ঘুরে এইসব অধ্যাপিকাদের সঙ্গে প্রেম করব, তাই না?

খুব ভালো কথা কিন্তু এতদিনেও একজন ছাত্রীর সঙ্গেও প্রেম করতে পারলি না?

ওসব ছাত্রীদের কথা ছেড়ে দে; আমি তো তোকে এত ভালোবাসতাম কিন্তু তবু কেন তুই আমাকে বিয়ে করলি না?

তুই বিয়ে করতে চাইলেই আমি তোকে বিয়ে করতাম।

ঊর্মি মুহূর্তের জন্য থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জানিস উৎসব, আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ভালো কাকু কি কোনওদিন সেকথা তোকে বলেছেন?

BanglaBook.org

একদিন না, বেশ কয়েকদিন বলেছেন।

আর ভালো মাসিমা?

মা তো তোকে ঠিক ছেলের মতোই ভালোবাসতেন; তাই তিনি বাবার কথা মেনে নিতে পারেননি।

আমি একটু হেসে বলি, ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। দিব্যেন্দু সত্যি ভালো ছেলে; ব্রিলিয়ান্ট ডিপ্লোম্যাট। ও তোকে ভালোবাসে, সুখে রেখেছে।

আমি না থেমেই বলি, এখন আর পুরনো কথা ভেবে কী লাভ?

ঠিক সেই সময় গঙ্গাপ্রসাদ দু'কাপ কফি আমাদের সামনে রাখতেই ঊর্মি বেশ গলা চড়িয়ে বলে, গঙ্গাপ্রসাদ, এত আদর-যত্ন করলে আমি সহজে এখান থেকে যাচ্ছি না।

গঙ্গাপ্রসাদ এক গাল হেসে বলে, দিদি, আপনি যতদিন খুশি এখানে থাকুন।

কিন্তু তুমিই তো চাও না, আমি বেশিদিন থাকি।

কী বলছেন দিদি?

প্রফেসরকে তুমি বলবে কিন্তু আমি তার ছোটবেলার বন্ধু হলেও আমাকে আপনি বল।

ঊর্মি না থেমেই বলে, আপনি আপনি করে কথা বললে কি বেশিদিন থাকা যায়?

হঠাৎ ডোরবেল বাজতেই গঙ্গাপ্রসাদ দরজা খুলেই বলে, আরে বেটি, এসো, এসো।

মাধুরী! পরনে অরেঞ্জ পাড়ের সুন্দর তাঁতের শাড়ি, অরেঞ্জ ব্লাউজ, বাঁ হাতে অরেঞ্জ চুড়ি, কপালে অরেঞ্জ টিপ আর ডান হাতে ঘড়ি। কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ।

ওকে এক ঝলক দেখেই ঊর্মি আমার একটা হাত চেপে বলে, তোর এখানে এই রম্ভা-মেনকা-উর্বশী! নাকি মিস ইন্ডিয়া!

আঃ! ঊর্মি! ও আমার ছাত্রী মাধুরী।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জোড় করে ওকে নমস্কার করে।

আমি মাধুরীকে বলি, এই হচ্ছে ঊর্মি! আমরা স্কুলের নিচু ক্লাস থেকে...

আমার কথার মাঝখানেই ও একটু হেসে বলে, স্যার, আপনার ভালো কাকু-ভালো মাসিমার মেয়ে তো?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

BanglaBook.org

ঊর্মি ওর একটা হাত ধরে পাশে বসাতেই গঙ্গাপ্রসাদ বলে, দিদি, সত্যি বলছি, বেটি খুব ভালো মেয়ে। ওকে পাঁচ বছর ধরে দেখছি কিন্তু ক'দিন না দেখলেই আমার মন খারাপ হয়।

আমি ঊর্মিকে বলি, গঙ্গাপ্রসাদ মাধুরীকে ঠিক নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসে।

ঊর্মি মুহূর্তের জন্য মাধুরীকে দেখেই একটু হেসে বলে, এই মেয়েকে কে ভালোবাসবে না? ওকে দেখেই তো আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

আঃ! ঊর্মি! তোর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

এবার আমি মাধুরীকে বলি, আজ এয়ারপোর্টে কী কাণ্ড করেছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

গঙ্গাপ্রসাদ ভিতরে যায়।

মাধুরী চাপা হাসি হেসে বলে, এয়ারপোর্টে কী হয়েছে?

ওকেই জিজ্ঞাসা করো।

মাধুরী ওকে প্রশ্ন করার আগেই ঊর্মি ওকে বলে, আমি কাস্টমস এনক্লোজার থেকে বেরিয়েই ওকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে কয়েকবার চুমু খেয়েছি।

মাধুরী হাসে কিন্তু ঊর্মি বলে যায়, দীর্ঘদিন পর ছোটবেলার বন্ধুকে দেখে আমি যা করেছি, তা কি অন্যায়, তুমিই বলো।

না, না, অন্যায় কেন হবে।

আমি ঊর্মিকে বলি, এয়ারপোর্টে আর কিছু হয়নি?

ঊর্মি মাধুরীর একটা হাত ধরে বলে, উৎসব বলল, এইরকম করলে আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স করবে।...

তুই তার কী উত্তর দিয়েছিস?

আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বলে, জানো মাধুরী, আমি বলেছি, যেদিন দিব্যেন্দু আমাকে ডিভোর্স করবে, তার পরদিনই আমি ওর গলায় মালা দেব। ব্যস! দ্যাটস্ অল!

আমি বলি, মাধুরী বুঝতে পারলে তো ঊর্মি কী বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে?

মাধুরী বলে, স্যার, তা বলবেন না; উনি সৎ বলেই এত সহজ সরলভাবে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করেন বা কথা বলেন।

ও মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, আজকালকার দিনে ক'জন মানুষ পারে, ওনার মতো প্রাণ খুলে মিশতে বা কথা বলতে?

BanglaBook.org

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরে একটু হেসে বলে, এবার আমিই আপনার প্রেমে পড়ে গেলাম।

ঊর্মিও সঙ্গে সঙ্গে ওর গাল টিপে গালে একবার চুমু খেয়ে বলে, গঙ্গাপ্রসাদের মতো আমিও স্বীকার করছি, তুমি সত্যি ভালো মেয়ে।

আমি হাততালি না দিয়ে পারি না।

ঊর্মি বলে, দ্যাখ উৎসব, আমার মতো বন্ধু আর মাধুরীর মতো ছাত্রী পেয়েছিস বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিস।

গঙ্গাপ্রসাদ ড্রইংরুমে এসেই মাধুরীকে বলে, বেটি, খুব খিদে পেয়েছে?

মাধুরী বলে, চাচা, আমি দেরিতে ব্রেকফাস্ট করেছি; তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি কি আজকেও মাধুরীকে টেলিফোন করে...

আমাকে কথাটা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই ও বলে, আজ দিদির জন্য ভালোমন্দ রান্না হয়েছে; আর বেটিকে খেতে বলব না?

আমি হাসতে হাসতে ঊর্মিকে বলি, দেখছিস তো, মাধুরীর প্রতি গঙ্গাপ্রসাদের কী অন্ধ স্নেহ আর ভালোবাসা?

ঊর্মি বলে, ভুলে যাচ্ছিস কেন, কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা পাঁচজনকে ভালো না বেসে থাকতে পারে না, শান্তি পায় না; গঙ্গাপ্রসাদ সেই ধরনেরই মানুষ।

মাধুরী ঊর্মিকে বলে, আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। চাচা যেমন স্যারকে ছোট ভাইয়ের মতোই ভালোবাসেন, আমাকেও তেমনি ঠিক মেয়ের মতোই স্নেহ করেন।

গঙ্গাপ্রসাদ এবার ঊর্মিকে বলে, জানো দিদি, বেটি ছাড়া আরও চার-পাঁচটা মেয়ে আর দু'তিনটে ছেলে প্রফেসরের কাছে মাঝে মাঝে পড়তে আসে কিন্তু তাদের কাউকেই আমার ভালো লাগে না। বেটিকে শুধু দেখতে ভালো না, যেমন সুন্দর ওর স্বভাব-চরিত্র, তেমনি ভালো লেখাপড়ায়; শুধু শুধু কি ওকে ভালোবাসি?

BanglaBook.org

যাই হোক কী আনন্দেই কাটল দিনগুলো! ঊর্মির জন্য মাধুরী রোজ সকালেই এসে যায়। তারপর তিনজনে মিলেই বেরোই কেনাকাটা করতে; তারই মধ্যে কত হাসি-ঠাট্টা! বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে আবার আড্ডা। চা-কফি বা লস্যি খাওয়া।

এইভাবে দু-তিন দিন কাটার পরই ঊর্মি নিজেই মাধুরীকে নিয়ে ওদের বাড়ি যায়; দীর্ঘ সময় ওর মা-বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ওদের বলে, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

মিঃ শ্রীবাস্তব এক গাল হেসে বলেন, তুমি যখন চ্যাটার্জির ছোটবেলার বন্ধু, তখন যে কোনও অনুরোধই করতে পার।

ঊর্মি ওদের বলে, আমি যে কদিন দিল্লিতে আছি, সেই ক'দিন মাধুরী আমার কাছেই থাকবে।

মিঃ শ্রীবাস্তব আবার হাসতে হাসতেই ওকে বলেন, ঊর্মি, শুধু এখানে কেন, তুমি ওকে কুয়ালালামপুরেও নিয়ে যেতে পার।

হ্যাঁ, সেদিন থেকেই মাধুরীও আমার বাসায় থাকল। আর সেকি আড্ডা! শুধু আমরা তিনজনেই না, গঙ্গাপ্রসাদও সমান তালে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেয় রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত।

তারপর?

ঊর্মির ফ্লাইট আড়াই টে-তে। ওকে নিয়ে আমি আর মাধুরী পালামে পৌঁছলাম সাড়ে বারোটায়; একটার পর পরই ও কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকল। তবে বার বার আমাকে বলল, উৎসব, এবার তোকে কুয়ালালামপুর আসতেই হবে; না এলে আমি আর কোনওদিন তোর কাছে থাকব না।

আমি প্রতিশ্রুতি দিই, হ্যাঁ, ঊর্মি, আমি কথা দিচ্ছি, তোরা ওখানে থাকতে থাকতেই আমি যাব।

ঊর্মি মাধুরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই আমাকে ভুলে যাস না আর দূরেও ঠেলে দিস না। তোর মতো একটা বোন কাছে থাকলে আমি যে কী শান্তিতে থাকব, তা ভাবতে পারবি না।

মাধুরীও বলে, ঊর্মিদি, আমি সারা জীবনই তোমার থাকব।

ঊর্মিকে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণই আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় দেড়টা হল। গাড়িতে উঠেই আমি মাধুরীকে বলি, তোমাকে কি বাড়িতেই পৌঁছে দেব?

রাত দুটোয় কি বাড়িতে যাওয়া যায়?

ও না থেমেই বলে, কাল সকালে বাড়ি যাব।

দুটো নাগাদ বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতেই গঙ্গাপ্রসাদ গেট খুলে দেয়। গাড়ি

BanglaBook.org

ভিতরে ঢুকিয়েই গঙ্গাপ্রসাদকে বলি, তুমি এখনও ঘুমোওনি?

তোমরা না ফিরলে কি আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারি?

যাও, যাও, নিজের ঘরে যাও।

মাধুরী বলে, চাচা, তোমাকেও ভোরবেলায় উঠতে হবে না, আমারও ঘুম ভাঙাবে না। একটু আওয়াজ হলেই আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

গঙ্গাপ্রসাদ বলে, বেটি, এত রাত্রে শুয়ে কি ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে?

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, বেটি, তোমার বেডের পাশেই যে সুইচটা আছে, সেটা টিপলেই আমার ঘরে ঘণ্টা বাজবে; আমি সঙ্গে সঙ্গে আসব।

গঙ্গাপ্রসাদ গ্যারাজের উপরের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই বলে, আমার নেমে আসতে এক মিনিটও লাগবে না।

* * * *

আমি আমার ঘরে ঢুকি; মাধুরী পাশের ঘরে যায়। আমি প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে 'মুণ্ডা' পরেই মনে হল, মাধুরীর কাছে যাই।

ওর ঘরের দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে পা দিতেই দেখি, মাধুরী নাইটি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে কী যেন লাগাচ্ছে।

তুমি দরজা বন্ধ করোনি?

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, খুব আশা করছিলাম, আপনি আসবেন; তাই...

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, ঊর্মি চলে গেল বলে মন ভালো না। তুমি শুতে যাও; আমিও ঘুমোতে যাচ্ছি।

* * * *

দেখতে দেখতে ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। খুলে গেল কলেজ-ইউনিভার্সিটি। ডিফেন্স কলোনি থেকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস দীর্ঘ পথ; সাড়ে আটটার মধ্যে না বেরুলে কিছুতেই ঠিক সময়ে ফার্স্ট পিরিয়ডের ক্লাস নেওয়া যায় না। গঙ্গাপ্রসাদ কিছুতেই শুধু ব্রেকফাস্ট খেয়ে যেতে দেয় না; তাই তো একটু ভাত খেয়েই যাই।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠা থেকে কলেজে পৌঁছনো পর্যন্ত প্রায় যুদ্ধকালীন

BanglaBook.org

তৎপরতায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয় ও ক্লান্ত না হয়ে পারা যায় না। তবু কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা দমকা হাওয়ায় সব ক্লান্তি চলে যায়। হাসি-খুশি প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েদের দেখেই খুশিতে ভরে যায় মন।

কত রকমের যে পেশা আছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আইনজীবীদের শুধু এক অংশের সঙ্গেই নিত্য ওঠা-বসা করতে হয়। সরকারি দপ্তরে নিম্নতম কেরানি থেকে সরকারি আমলাদের চূড়ামণি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকেও সারাজীবন ফাইল বন্দি থাকতে হয়। যেসব সরকারি আমলা বা পুলিশ অফিসাররা সাধারণ মানুষের সামনে ক্ষমতার দম্ভে লম্ফ-ঝম্প করেন, তাদেরও উচ্চ পদাধিকারী অফিসার ও মন্ত্রীদের দিবারাত্র তৈল মর্দন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হয়। এই ধরনের সব পেশাতেই একঘেঁয়েমি আছে, ব্যতিক্রম শুধু সাংবাদিক আর শিক্ষকরা। বৈচিত্র্যের শেষ নেই সাংবাদিকদের কর্মজীবনে। বর্ণময় বৈচিত্র্যময় অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছাত্রছাত্রীদের সান্নিধ্যে শিক্ষকরা এক বিচিত্র আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেন প্রতিদিনের জীবনে।

গাড়ি পার্ক করে কয়েক পা এগুতেই এক গাল খুশির হাসি হেসে জয়া তেওয়ারি বলল, স্যার, ভালো আছেন তো?

হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ?

ভালো আছি।

কলেজ বিল্ডিং-এর দিকে এগুতে এগুতেই বলি, ছুটির মধ্যে একটু পড়াশুনা করেছিলে?

ও হাসতে হাসতে বলে, পড়াশুনাও করেছি, আবার চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও দিয়েছি।

জয়া মুহূর্তের জন্য না থেমেই চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, স্যার, তাছাড়া ন'টা সিনেমা দেখেছি।

ওর কথা শুনে না হেসে পারি না; বলি, মাত্র ন'টা?

ইতিমধ্যে আরও সাত-আটটি ছেলেমেয়ে আমার পাশে এসে যায়। প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে স্যার, গুড মর্নিং!

ইয়েস, ভেরি গুড মর্নিং টু অল অব ইউ।

পরমবীর বলে, আজ কলেজ খুলল বলে আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্যার, ছুটিতে সময় কাটতেই চায় না।

BanglaBook.org

রাধিকা বলে, কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে, তর্ক-বিতর্ক করে বেশ সময় কেটে যায়।

কে যেন পিছন থেকে বলে, প্রেম করেও বেশ সময় কেটে যায়।

সব ছেলেমেয়েরাই হেসে ওঠে। আমি কোনওমতে হাসি চেপে কলেজ বিল্ডিং-এ ঢুকি।

প্রফেসর্স কমনরুমেও কম মজা হয় না। আমাকে দেখেই ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের তেওয়ারি বলেন, সামার ভ্যাকশনে কি বিয়ে করার টাইম পেলে?

আমি উত্তর দেবার আগেই মিসেস যোশি বলেন, চ্যাটার্জি কী করে বিয়ে করবে? কলেজ-ইউনিভার্সিটির অন্তত দশ-বারোটা মেয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এবার আমি বলি, তেওয়ারি, তুমি কি জানো, কবিতা ডাঃ যোশিকে বিয়ে করার আগে আমার সঙ্গে ক'বার সিমলা-মুসৌরী বেড়াতে গিয়েছে?

ডঃ রমন হাসতে হাসতে বলে, চ্যাটার্জি, তুমি কি জানো, কবিতা একবার আমার সঙ্গে পুরো এক সপ্তাহ উটিতে কাটিয়েছে?

প্রবীণা সরস্বতী কেজরিওয়াল বলেন, কবিতা, তুই কি বুঝতে পারছিস, চ্যাটার্জি আর রমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তাদের মনের ইচ্ছাটাই প্রকাশ করছে?

কবিতা বলে, খুব বুঝতে পারছি।

ক্লাসে গিয়েও বেশ ভালো লাগল। থার্ড ইয়ারের ক্লাস শেষ হবার পর হঠাৎ শ্রীকান্ত সহায় একটু হেসে আমাকে বলে, স্যার, আপনি বি-এইচ-ইউ-তে একটা সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে কে বলল?

স্যার, আমার ছোটমামা আপনার বক্তৃতা শুনেছেন।

ও প্রায় না থেমেই বলে, ছোটমামা বলছিলেন, সবাই আপনার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করেছেন।

প্রশংসা করেছেন কিনা জানি না; তবে সবাই খুশি হয়েছেন, তা ডিন আমাকে বলেছেন।

কলেজ থেকে বেরিয়ে গেলাম দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে। সোমবার ওখানে আমার দুটো ক্লাস নিতে হয়। লাস্ট পিরিয়ড ছিল ফাইন্যাল ইয়ারের ক্লাস। অনেকদিন

BanglaBook.org

ধরে এদের পড়াচ্ছি বলে সব ছেলেমেয়েকেই ভালোভাবে চিনি। তাই তো ক্লাসে ঢুকেই সামনের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলি, ইয়েস লীলা, ছুটি কেমন কাটল?

স্যার. তিনজন কাজিন ভাইবোনের বিয়ের জন্য নাগপুর আর বরোদা যাতায়াত করতে করতেই ছুটি ফুরিয়ে এল।

সন্তোষকে জিজ্ঞেস করি, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? ছুটিতে কী করলে?

স্যার, মা-র হার্ট অ্যাটাকের জন্য বাবা আর দুই ভাইবোন মাসখানেক খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

তোমার মা এখন কেমন আছেন?

এখন অনেক স্বাভাবিক কিন্তু যেমন প্রচুর ওষুধ খেতে হচ্ছে, সেইরকমই অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হচ্ছে।

তা তো হবেই।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, টেক কেয়ার অব ইওর মাদার। জানো তো ইহুদিদের একটা প্রবাদ আছে, God Could Not Be Everywhere, That Is Why He made Mother!

পাঁচ-ছ'জন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বলে, ভারী সুন্দর কথাটা।

অন্য ছাত্রছাত্রীদেরও প্রশ্ন করি; প্রশ্ন করি মাধুরীকে—ইয়েস মাধুরী, ছুটি কেমন কাটালে?

স্যার, এই ছুটিতে যে কী আনন্দ পেয়েছি, তা প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমি একটু হেসে বলি, রিয়েলি?

হ্যাঁ, স্যার, বিশ্বাস করুন, এবার ছুটিতে এক সপ্তাহের জন্য বেনারসে গিয়ে দারুণ আনন্দ করেছি।

দ্যাটস্ ভেরি গুড।

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, স্যার, আপনার ছুটি কেমন কাটল?

আমার এক বন্ধুকে খুব কাছে পেয়েছি বলে খুব ভালো লেগেছে; ও এত আনন্দ দেবে, তা ভাবতে পারিনি।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, নানা কারণে তাড়াতাড়ি দিল্লি ফিরতে হল কিন্তু পরে কোনও ছুটিতে ওকে কাছে পেলে সহজে ছাড়ব না।

লীলা ভার্গব বলে, সত্যি স্যার, মনের মতো বন্ধুকে কাছে পেলে তাকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করে না।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন করে, ঠিক বলেছিস।

BanglaBook.org

ছয়

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। কলেজ আর দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থাকলে সারাদিন আনন্দেই কাটে। এইসব প্রাণবন্ত স্বপ্নবিলাসী ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে আমিও যেন যৌবনের জোয়ারে ভেসে যাই। ওদের হাসি-খুশি ভাব বোধহয় শিক্ষকদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়; তা না হলে পঁচিশ-তিরিশ বছর পরেও শিক্ষকরা কী করে নতুন ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন?

সপ্তাহে দু'একদিন চার-পাঁচজন ছাত্রছাত্রী হঠাৎ টেলিফোন করেই হাজির হয় আমার বাড়ি। দু'এক ঘণ্টা ওদের পড়াই। তারপর চা-কফি খেতে খেতে এক-আধ ঘণ্টা গল্পগুজবও হয়। টাকাকড়ি নিয়ে পড়াই না বলে ওরা আমাকে টুকটাক উপহারও দেয়। জয়া আমাকে খুব সুন্দর একটা পার্কার কলম দিয়েছে; রাধিকা দু'বছর দেওয়ালিতে দুটো সুন্দর টাই আর পরমবীর দিয়েছে একটা অপূর্ব সুন্দর টেবিল লাইট। এছাড়া কত ভালো ভালো ডায়েরি তো প্রত্যেক বছরই পাই।

বিশেষ করে যেসব ছাত্রছাত্রীরা আমার বাড়িতে পড়তে আসে, তাদের সঙ্গে আমার খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই তো মাসখানেক আগের কথা। আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী বিজয়লক্ষ্মী এসে হাজির। আমি তো প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। তারপর পরিচয় দিতেই আমি এক গাল হেসে বলি, গঙ্গাপ্রসাদ এসে বলল, মিসেস সরকার এসেছেন। বিজয়লক্ষ্মী স্বামীনাথন যে বাঙালির ঘরনি হয়েছে তা তো ভাবতে পারিনি।

বিজয়লক্ষ্মী আমাকে নমস্কার করে সামনের সোফায় বসেই একটু হেসে বলে, স্যার, এখন তো চিনতে পেরেছেন?

কলেজে জয়েন করার দু'দিন পরই যখন প্রথম থার্ড ইয়ারের ক্লাস নিলাম, সেদিন একেবারে সামনের বেঞ্চেই তোমাকে দেখেছিলাম; অধ্যাপনা জীবনের সেই স্মৃতি কি ভুলতে পারি?

BanglaBook.org

কী আশ্চর্য! আপনার সেকথাও মনে আছে?

হ্যাঁ, বিজয়লক্ষ্মী, সত্যি মনে আছে।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলি, কেমন আছ? কী করছ?

স্যার, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হবার পরই বাবা বললেন, চুপচাপ বসে না থেকে আই-এ-এস পরীক্ষা দেবার জন্য পড়াশুনা কর।

তোমার বাবা তো মহারাষ্ট্র ক্যাডারের আই-এ-এস, তাই না?

হ্যাঁ, স্যার, ঠিকই বলেছেন; তবে বাবা তিন বছর আগে রিটায়ার করেছেন।

আমি একটু হেসে বলি, তুমি তো ফেল করার মতো মেয়ে না; নিশ্চয়ই আই-এ-এস হয়েছ?

বিজয়লক্ষ্মীও একটু হেসে বলে, আপনাদের আশীর্বাদে আমি খুব ভালোভাবেই পাশ করি।

হঠাৎ বাঙালিকে বিয়ে করলে কেন?

ও সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নিচু করে বলে; আমরা একই ব্যাচের; মুসৌরিতে থাকার সময়েই...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলি, খুব ভালো করেছ।

স্যার, আমার শ্বশুর-শাশুড়িও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন; আমার মা-বাবাও তাদের জামাইকে খুব ভালোবাসেন।

এইসব গুরুজনদের আশীর্বাদ না পেলে তো বিয়ে করে সুখী হওয়া যায় না।

গঙ্গাপ্রসাদ ওকে এক গেলাস শরবত দেয়। শরবত খেয়ে ও বলে, স্যার, আমি এখন বিশাখাপট্টমের কালেক্টর। আপনি যদি ওখানে বেড়াতে আসেন, তাহলে সব দায়িত্ব আমার।

ওর কথা শুনে আমি খুশির হাসি হেসে বলি, যদি যাই, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাব।

স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন; ওখানে প্রচুর বাঙালি বেড়াতে আসে।

বিজয়লক্ষ্মী একটু থেমেই বলে, আমি আরও বছর দেড়েক ওখানে থাকব; এর মধ্যে আপনাকে আসতেই হবে।

হ্যাঁ, খুব চেষ্টা করব।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ও চলে গেল কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ বেশ খুশির রেশ অনুভব করি মনে মনে।

আমার প্রথম দিকের এক ছাত্র বর্তমানে শিলঙে নর্থ হিল ইউনিভার্সিটিতে

BanglaBook.org

অধ্যাপনা করছে। ওই ছাত্রও আমাকে মাঝে মাঝেই শিলং যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আরও কত রকমের সম্মান-ভালোবাসা পাই। সত্যি এদের সাহচর্যে বেশ আনন্দেই দিনগুলো কাটছে।

দেখতে দেখতে মাধুরীর ফাইন্যাল পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে। আমি ক্যাম্পাস থেকে ফেরার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ও আমার কাছে পড়তে আসে। দশটা-সাড়ে দশটার আগে ও কোনওদিনই বাড়ি যেতে পারে না। বাড়িতে ফিরে যাবার পর খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করেই ও আবার পড়তে বসে। শুতে যায় শেষ রাতে।

সব প্রতীক্ষাই একদিন শেষ হয়। শুরু হল মাধুরীর ফাইন্যাল পরীক্ষা, শেষও হল।

পরীক্ষা শেষ হবার পরের রবিবারই সকালে মাধুরী এল আমার আস্তানায়। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ও ঘরে ঢুকতেই আমি বলি, লেখাপড়ার পর্ব তো শেষ হল; এবার বিয়ে করে জীবনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শুরু করো।

লেখাপড়ার পর্ব শেষ হল মানে? আমি কি রিসার্চ করব না?

সত্যি রিসার্চ করতে চাও?

যদি আপনি সাহায্য করেন, তাহলে নিশ্চয়ই রিসার্চ করব।

আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব কিন্তু তুমি কি অত পরিশ্রম করতে পারবে?

একশো বার পারব।

দু'এক মিনিট চিন্তা করেই আমি বলি, মাধুরী, আমার আন্ডারে রিসার্চ করতে হলে তোমাকে এমন কাজ করতে হবে, যার জন্য তোমাকে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করতে হবে।

ও একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, স্যার, তা তো করতেই হবে।

মাধুরী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, স্যার, ইউ-জি-সি গ্রান্ট তো পাব?

হ্যাঁ, তা পাবে।

ও এক গাল হেসে বলে, তবে আর চিন্তার কী!

আমিও একটু হেসে বলি, তোমার বাবা প্রচুর টাকা মাইনে পান; তাছাড়া তোমার দাদা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে আছে। তোমার আবার টাকার চিন্তা কী?

গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের দু'জনকে কফি দেয়। কফির কাপে এক চুমুক দিয়েই

BanglaBook.org

াধুরী বলে, বাবা তো কয়েক মাসের মধ্যেই রিটায়ার করছেন। মা-বাবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে টাকা নেওয়া উচিত হবে না।

ও এক নিশ্বাসেই বলে, দাদার যমজ দু'টি মেয়ে; সেজন্য ওর কাছ থেকে টাকা নতে চাই না।

একটু চুপ করে থাকার পর আমি বলি, তোমার বাবা রিটায়ার করার পর দিল্লিতেই থাকবেন তো?

মাধুরী মাথা নেড়ে বলে, না; ওরা দাদার কাছে চলে যাবেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন?

দুটো মেয়েকে বউদি ঠিক সামলাতে পারছে না; তাছাড়া মা-বাবাও দুটো নাতনিকে কাছে পাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ওর কথা শুনে আমি চিন্তিত না হয়ে পারি না। বলি, তোমার বাবা তো দিল্লিতে কোনও বাড়ি করেননি, তাই না?

বাবা বরাবর সরকারি বাংলো পেয়েছেন বলে বাড়ি বানাননি।

ওরা চলে গেলে তুমি এখানে থাকবে কেন?

মাধুরী একটু হেসে বলে, আমি রিসার্চ শেষ না করে গাজিয়াবাদেও যাব না।

খুব ভালো কথা কিন্তু থাকবে কোথায়?

কোনও বাড়ির বর্ষাতির ঘর ভাড়া করে থাকব।

* * * *

মাসখানেক পরের কথা।

হঠাৎ একদিন দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ডিরেক্টর প্রফেসর রেড্ডি আমাকে বললেন, চ্যাটার্জি, তোমাকে এবার এখানে ফুলটাইম করে নেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ওনার কথা শুনে আমি যেমন খুশি, তেমনই অবাক হই। বলি, স্যার, হঠাৎ এইরকম সিদ্ধান্ত হল কেন?

উনি একটু হেসে বলে, তোমার বই পড়ে আমাদের গভর্নিং বডির অনেকেই খুব প্রশংসা করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইকনমিক প্ল্যানিং অ্যান্ড রুরাল ইন্ডিয়া নিয়ে তুমি যা করছ, তাকে আরও উৎসাহ দেবার জন্যই...

প্রফেসর রেড্ডিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলি, স্যার, আমি সত্যি ভাগ্যবান।

চ্যাটার্জি, আরও একটা কথা বলে রাখি।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, স্যার, বলুন।

তোমাকে ঠিকমতো স্টাডি করতে হলে নানা রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জেও যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করতে হবে।

হ্যাঁ, স্যার ঠিক বলেছেন।

রুরাল এরিয়া ঘোরাঘুরি করার জন্য তোমাকে বছরে তিন মাস স্পেশ্যাল লিভ দেওয়া হবে।...

শুনেই আমি খুশিতে হেসে ফেলি।

উনিও হাসতে হাসতে বলেন, ঘোরাঘুরি করার সব খরচও তোমাকে দেওয়া হবে।

স্যার, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এই সুযোগ পাব।

চ্যাটার্জি, আজ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে তুমি শুধু আরও সুযোগই না, অনেক সম্মানও পাবে।

আমার বই বেরিয়েছে মাত্র মাস দেড়েক আগে। এখনও কোনও পত্র-পত্রিকায় তার আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি। তবে আমার অনুরোধে প্রকাশক দেশের জন-পনেরো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে আমার বই পাঠিয়েছেন; তার মধ্যে আমাদের গভর্নিং বডির তিনজন অর্থনীতিবিদও আছেন। প্রফেসর রেড্ডিকে আমি নিজেই একটা বই দিয়েছি। তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় যে আমার অদৃষ্ট এইভাবে বদলে যাবে, তা ভাবতে পারিনি।

কলেজের প্রিন্সিপ্যালের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেবার পরই উনি একবার চোখ বুলিয়েই বলেন, আমি জানতাম, তোমাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারব না। তুমি ডি-এস-ই'তে জয়েন করার পরও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাখব।

প্রফেসর্স কমনরুমেও অনেকক্ষণ কাটল। তাই বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা বাজল। পাঁচ-দশ মিনিট বিশ্রাম করেই বাথরুমে গেলাম চান করতে। তারপর চা-বিস্কুট খেয়েই একটু বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে পড়ি। বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম; গঙ্গাপ্রসাদের গলা শুনেই বলি, বলো, কী বলবে?

বললাম তো, তোমার এক ছাত্রী এসেছে।

আপনমনেই বলি, এখন আবার কোন ছাত্রী এল!

গঙ্গাপ্রসাদকে বলি, ওকে এখানেই ডাক দাও; আমি আর উঠতে পারছি না।

BanglaBook.org

একটু পরেই রাধিকা এসে হাজির। ওকে দেখেই বলি, কী ব্যাপার? তুমি এখন?

স্যার, শুনলাম, আপনি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছেন।

আমি অবাক হলেও একটু হেসে বলি, তোমাকে কে বলল?

ক্যান্টিন থেকে বেরুবার সময় সন্তোষ বলল, আপনি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছেন কিন্তু আমি ওর কথা বিশ্বাস করলাম না। বাড়িতে ফেরার পর জয়া ফোন করে বলল, ও দু'-তিনজন লেকচারারের কাছে খবরটা শুনেছে...

ও কথাটা শেষ করে না।

আমি বলি, হ্যাঁ, রাধিকা, আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।

স্যার, আমাদের কী হবে?

আমি হাসতে হাসতে বলি, কী আবার হবে? কলেজে কি আর অধ্যাপক নেই?

মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, আমি না থাকার জন্য তোমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।

স্যার, তা বলবেন না। আপনার মতো আন্তরিকভাবে আর কেউ পড়ান না।

না, না, ওকথা বোলো না।

স্যার, এবার থেকে তো মাঝে-মধ্যে আপনার বাড়িতেও আসতে পারব না।

আমি এক গাল হেসে বলি, কেন আসতে পারবে না? একটা টেলিফোন করেই চলে এসো। আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করব।

এবার রাধিকাও এক গাল হেসে বলে, যাক, তাও ভালো।

ও একটু থেমেই বলে; স্যার, জয়া বলছিল, আপনাকে গ্রান্ড ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না, না, ফেয়ারওয়েল দেবে না।

কেন স্যার?

সরকারি-বেসরকারি অফিসের অফিসার বা কর্মীদের কর্মজীবনের শেষ দিনে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়; কারণ তারপর থেকে ওই অফিস বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওদের আর কোনও সম্পর্ক থাকে না।

রাধিকা সম্মতিতে মাথা নাড়ে।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, রাধিকা, আমি তোমাদের কলেজে না থাকলেও তো তোমরা আমার স্টুডেন্ট থাকবে, আমি তোমাদের স্যার থাকব; তাই না?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, স্যার।

একটু হেসে বলি, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক তো কয়েকটা বছরেই শেষ হয় না। দশ-বিশ বছর পরেও তো তোমাকে ছাত্রী বলে স্নেহ করব; তুমিও আমাকে শিক্ষক বলে সম্মান করবে।

হ্যাঁ, স্যার, ঠিক বলেছেন।

তাহলে বন্ধুদের বলে দিও, আমাকে কখনওই ফেয়ারওয়েল দেবে না। আর হ্যাঁ, মনে রেখো, আমি সব সময়ই তোমাদের সাহায্য করব।

রাধিকা আমাকে প্রণাম করে হাসিমুখেই বিদায় নেয়।

* * * *

ডি-এস-ই'তে যোগ দেবার পরই আমার ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে পড়াবার জন্য আমাকেও প্রতিদিন তিন-চার ঘণ্টা পড়াশুনা করতে হয়। এছাড়া কোনও না কোনও ব্যাচের টিওটোরিয়ালের খাতা দেখতে হয় রোজ। সব মিলিয়ে দিনগুলো যেন হাওয়া উড়ে যায়।

এরই মধ্যে একদিন প্রফেসর রেড্ডি আমাকে বলেন, তুমি কি এর মধ্যে কোনও স্টেটের রুরাল এরিয়া ভিজিট করেছ?

না, স্যার; প্ল্যানিং কমিশনের কিছু রিপোর্ট পড়ছি। এইসব রিপোর্ট পড়াশুনা করার পর বাইরে যাবার কথা ভাবব।

দ্যাটস্ গুড!

ঠিক তার পরের সপ্তাহেই মাধুরীদের রেজাল্ট বেরুল। আমি জানতাম, ও ভালোই করবে কিন্তু ভাবতে পারিনি, যোশির থেকে মাত্র আট নম্বর কম পাবে। এমনকি, বড়ুয়া-পটনায়েক-বিশাখাও যে ওর থেকে কম নম্বর পাবে, তা কেউ আশা করেনি।

সন্ধের পর পরই মাধুরী প্রায় নাচতে নাচতে আমার ঘরে ঢুকেই আমাকে প্রণাম করে।

তারপর হাসতে হাসতে বলে, শুধু আপনার জন্যই আমার রেজাল্ট এত ভালো হল।

না, না, তা বোলো না; তুমি নিজে ভালোভাবে পড়াশুনা করেছ বলেই তুমি ভালো রেজাল্ট করেছ।

মাধুরী আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, গত বছরচারেক ধরে আপনি

BanglaBook.org

আমাকে না পড়ালে, গাইড না করলে কখনওই এত ভালো রেজাল্ট হত না।

মা-বাবাকে খবর দিয়েছ?

হ্যাঁ, দিয়েছি।

ওরা খুশি তো?

ও একটু হেসে বলে, বাবা তো বললেন, চ্যাটার্জি গত কয়েকবছর ধরে তোকে না পড়ালে তুই এর অর্ধেক নম্বর...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি হেসে উঠি।

রাত্রে মিঃ শ্রীবাস্তব আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিবারে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। আর বললেন, সেদিন তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে। উই উইল টক ওভার ড্রিঙ্কস ; তারপর খাওয়া-দাওয়া করব।

পরের দিন সকালে মাধুরী ফোন করে বলে, স্যার, বাবা বলেছেন, আপনি যেন সাতটার মধ্যেই আসেন।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

রবিবার।

মাধুরীই আমাদের দু'জনকে দু' গেলাস হুইস্কি দিল। মিঃ শ্রীবাস্তব হুইস্কির গেলাস তুলে ধরে এক গাল হেসে বলেন, ফর ইওর আউটস্ট্যান্ডিং কোচিং অ্যান্ড গাইডেন্স টু মাই ডটার!

আমিও গেলাস তুলে একটু হাসি।

গেলাসে এক চুমুক দিয়েই মিঃ শ্রীবাস্তব বলেন, না, না, চ্যাটার্জি, হাসির কথা না; আমি সত্যি কথাই বলেছি।

মিসেস শ্রীবাস্তব ও মাধুরী পাশেই ছিলেন। ওদের সামনেই উনি বলেন, আমার মেয়ে স্কুলে ভালোই নম্বর পেয়েছে কিন্তু আমি ওর সামনেই বলছি, অনার্স নিয়ে বি. এ. ও ডি-এস-ই থেকে মাস্টার্স পরীক্ষায় ও যে অভাবনীয় ভালো করেছে, তা তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

আমি সাধ্যমতো ওকে পড়িয়েছি, বুঝিয়েছি কিন্তু মাধুরী যদি মন দিয়ে না শুনত বা আমার কথামতো পড়াশুনা আর নিয়মিত না লিখত, তাহলে কখনওই এত ভালো রেজাল্ট হত না।

চ্যাটার্জি, তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু তবু বলছি, তুমি ওকে মোটিভেট বা ইনস্পায়ার না করলে আমার মেয়ে কখনওই পি.এইচ. ডি করার কথা ভাবতে

BanglaBook.org

পারত না।

আমি একটু হেসে বলি, আপনি মাধুরীকে অত আন্ডার-এস্টিমেট করবেন না; ও সত্যি ভালো স্টুডেন্ট। তাছাড়া যেমন ডেডিকেটেড, সিনিসিয়ার, তেমনই পরিশ্রমী।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, এই গুণগুলোর জন্যই ও জীবনে সাকসেস্‌ফুল হবে।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিসেস শ্রীবাস্তব বলেন, আমার মেয়ে তোমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে; তুমিও ওকে খুবই স্নেহ করো। তাই তো তুমি যেমন আমার মেয়ের অনেক অন্যায় আবদার মেনে নিয়েছ, সেইরকম ও মন-প্রাণ দিয়ে তোমার কথামতো কাজ করেছে।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই আমাদের গেলাস খালি হয় ও মাধুরী আবার আমাদের গেলাস ভরে দেয়।

গেলাসে চুমুক দিয়েই মিঃ শ্রীবাস্তব বলেন, চ্যাটার্জি, এবার আসল কথা বলি।

হ্যাঁ, বলুন।

আমি সামনের মাসেই রিটায়ার করছি।...

সামনের মাসেই?

হ্যাঁ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, তুমি তো জানো, আমার ছেলে বিশ্বব্যাঙ্কে আছে; ওকে প্রতি মাসেই অন্তত দু'তিনটি দেশে যেতে হয়।

হ্যাঁ, জানি।

আমাদের পুত্রবধূও অধ্যাপনা করত কিন্তু যমজ বাচ্চা হবার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ও বেচারি দুটি বাচ্চাকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আমরাও নাতনিদের কাছে পাবার জন্য বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছি।

সে তো খুবই স্বাভাবিক।

চ্যাটার্জি, তাই তো আমরা ঠিক করেছি, রিটায়ার করার মাস খানেকের মধ্যে আমরা ওয়াশিংটন চলে যাব।

তাহলে মাধুরীর কী হবে?

ও ডক্টরেট করার পর এখানেই অধ্যাপনা করবে বলে ঠিক করেছে।

কিন্তু মাধুরীর পক্ষে একা থেকে পড়াশুনা বা চাকরি করার তো অনেক সমস্যা।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মাধুরী একটু গলা চড়িয়ে বলে, আপনিও

BanglaBook.org

তো একা থেকে পড়াশুনা করার পর চাকরি করে দিব্যি আছেন; তাহলে আমি পারব না কেন?

ও না থেমেই বলে, মেয়েদের এত অসহায় ভাবেন কেন বলুন তো?

আমি শুধু হাসি; কোনও কথা বলি না।

আমার হাসি দেখে মাধুরীও হাসতে হাসতে বলে, অত যখন দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তখন আমাকে আপনার বাড়িতেই থাকতে দিন।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তাহলে আমাদের দু'জনকেই বোরখা পরে বাইরে বেরুতে হবে।

আমার কথায় সবাই হেসে ওঠেন।

খেতে বসে মিঃ শ্রীবাস্তব বলেন, আমি মেয়ের থাকার জায়গা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি। মনে হয়, ওখানে ও ভালোভাবেই থাকতে পারবে। তবে ও যখন রুরাল ইন্ডিয়ার উন্নতিতে নীতিগত ব্যর্থতা ও সাফল্য বিষয়ে রিসার্চ করবে, তখন ওকে প্রচুর ঘুরতে হবে।

হ্যাঁ, তা তো হবেই।

তবে চ্যাটার্জি, তুমি যখন তোমার কাজের জন্য নানা রাজ্যে যাবে, তখন যেন আমার মেয়েও তোমার সঙ্গে যায়। আমরা চাই না, ও অন্য কারুর সঙ্গে বাইরে যায়।

মিসেস শ্রীবাস্তব বলেন, চ্যাটার্জি, তোমার উপর আমাদের ষোলো আনা আস্থা আছে। তাই তো তোমার ভরসাতেই মেয়েকে এখানে রেখে আমরা যেতে পারছি।

আপনার মেয়েরও কি সেই আস্থা আছে?

মাধুরী হাসতে হাসতে আমাকে বলে, আপনার উপর আস্থা নেই বলেই তো বছরের পর বছর আপনার কাছে যাচ্ছি বা আপনার সঙ্গে এক সপ্তাহ ডিজেল লোকোমটিভের গেস্টহাউসে...

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমরা তিনজনে হেসে উঠি।

BanglaBook.org

সাত

আবার কলকাতা যাব শুনেই গঙ্গাপ্রসাদ বলে, তোমার মা-বাবা বেঁচে নেই; নিজের কোনও ভাই-বোনও নেই কিন্তু তবু তুমি মাঝে মাঝেই কলকাতা যাও কেন?

মাধুরী বলে, স্যার, চাচার মতো আমিও ভাবি, আপনি দু'চার মাস অন্তরই কেন কলকাতা যান।

আমি একটু হেসে বলি, তোমরা আমার সব বন্ধু বা বান্ধবীদের দেখোনি কিন্তু ঊর্মিকে দেখে তো বুঝেছ, ওদের সঙ্গে আমার কত মধুর ও কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

গঙ্গাপ্রসাদ একটু হেসে বলে, ঊর্মিদিদিকে দেখে তো মনে হয়, ও তোমাদের বাড়িরই মেয়ে।

মাধুরী বলে, আপনাদের দু'জনের সম্পর্ক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এক সঙ্গে পড়াশুনা করলে যে দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে এত হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা হতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কলকাতায় যারা আছে, তাদের সঙ্গেও আমার একই রকম সম্পর্ক; তাই তো মাঝে মাঝে ওদের কাছে না গিয়ে থাকতে পারি না।

ক'দিন আগেই সন্দীপকে টেলিফোন করে বলেছি, কয়েক দিনের জন্য কলকাতা আসছি কিন্তু ঠিক কবে আসছি, তা এখনই বলতে পারছি না।

রাত্রে ফোন করলাম প্রার্থনাকে।

আমি উৎসব।

হ্যাঁ, বলুন, কেমন আছেন?

কাজকর্ম ভালোই চলছে কিন্তু বড্ড কলকাতা যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, সে তো খুব ভালো কথা। এবার ক'দিন এখানে থাকবেন?

ক'দিন থাকলে ভালো হয়?

বন্ধুদের সঙ্গে যে ক'দিন কাটাবেন, আমার সঙ্গেও সেই ক'দিন কাটাতে হবে।

ও না থেমেই বলে, আপনাকে আমি অনেক কথা বলতে চাই। আপনি যদি

BanglaBook.org

কয়েক দিন সময় দিতে পারেন, তাহলে ভালো হয়।

প্রার্থনার কথায় কেমন যেন বেদনার সুর পেলাম; তাই তো বলি, ঠিক আছে, তাই হবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরই বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

বন্ধুরা রাগ করবে না?

আপনার সঙ্গে দেখা হবার কথা তো ওদের জানাবার প্রয়োজন নেই।

কবে কখন আসছেন, তা আমাকে জানাবেন।

হ্যাঁ, জানাব।

ওর সঙ্গে কথা বলার পরই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম এসে গেছে, ঠিক তখনই টেলিফোন।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

ঘুমিয়ে পড়িনি কিন্তু শুয়েছিলাম।

প্রার্থনা বলে, সরি।

সরি বলছেন কেন? বলুন, ফোন করলেন কেন?

যশোর রোডে আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে; সেখানে দু-একদিন থাকতে কি আপনার আপত্তি আছে?

সেখানে আপনার সঙ্গে কি আমার যাওয়া উচিত হবে?

ও একটু হেসে বলে, আপনার দ্বিধার কারণ আমি বুঝতে পারছি; তবে ওখানে গেলে দেখবেন, বাগানবাড়ির প্রত্যেকটি কর্মচারী আমাকে ঠিক নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করে।

প্রার্থনা একবার নিশ্বাস নিয়েই বলেন, ওখানে আপনাকে নিয়ে গেলে আমাকে কেউ খারাপ ভাববে না, আপনারও মর্যাদা হানি হবে না।

হ্যাঁ, তাহলে আর যেতে আপত্তি কী?

* * * *

BanglaBook.org

গেটের সামনে গাড়ি থামতে না থামতেই ড্রাইভার খুব জোরে হর্ন বাজায়। এক মিনিটের মধ্যেই দু'জন লোক গেট খুলে দেয়। গাড়ি অর্ধচক্রাকারে ঘুরে বাংলোর সামনে থামতেই ছুটে আসে দশ-বারোজন কর্মচারী।

প্রার্থনা গাড়ি থেকে নামতেই সব কর্মচারী ওর পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে;

প্রার্থনাও ওদের মাথায় হাত দিয়ে বোধহয় মনে মনে আশীর্বাদ করে।

কর্মচারীরা আমারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই আমি বাধা দিই; ওরা হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করে।

আমাকে দেখিয়ে প্রার্থনা ওদের বলে, ইনি একজন মহাপণ্ডিত মানুষ। দিল্লিতে এম. এ. ক্লাসে পড়ান। উনি একটা বই লিখেছেন, যার দাম পাঁচশো টাকা।

কর্মচারীরা বিস্ময়ে আমার দিকে তাকায়।

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, উনি আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাইছিলেন না তোমরা আমাকে বা ওনাকে খারাপ ভাববে বলে...

ওর কথার মাঝখানেই দু'তিনজন প্রবীণ কর্মচারী প্রায় একই সঙ্গে বলে, কী যে বলেন স্যার! ছোটমা তো সাক্ষাৎ দুর্গা! উনি কোনও খারাপ কাজ করতে পারেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

এবার সবচাইতে প্রবীণ কর্মচারীটি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, আপনার মতো পণ্ডিত মানুষকে তো আমরা দেখার সুযোগই পাই না।

আমি একটু হেসে বলি, আমি একজন নিছক মাস্টারমশাই।

প্রার্থনা ওদের বলে, চলো, ভিতরে যাই।

হ্যাঁ, মা, চলুন।

ড্রইংরুমে পা দিয়েই আমি অবাক। আমি কোনও জমিদারবাড়ি দেখিনি কিন্তু উপন্যাস পড়ে বা সিনেমা দেখে জমিদারদের ঘরবাড়ি সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তার সঙ্গে খুবই মিল দেখছি এই ড্রইংরুমের। মেহগনির সোফায় ভেলভেট দেওয়া গদি, সেন্টার টেবিলের উপরে শ্বেতপাথর, ঘরের দু'দিকে দুটো বিশাল বড় আয়না, দেয়ালে দু'তিনটে প্রায় নগ্ন নারীর অয়েল পেন্টিং আর মাথার উপরে খুব বড় একটা ঝাড়বাতি।

আমার বিস্ময় দেখে প্রার্থনা একটু হেসে বলে, শুধু ড্রইংরুমকে অরিজিন্যাল অবস্থায় রেখে অন্য ঘরগুলোকে চেঞ্জ করা হয়েছে।

চা-বিস্কুট আসে।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়েই প্রার্থনা বলে, গণেশ, দেখো অধ্যাপকের আদর-যত্নে যেন ত্রুটি না হয়।

ছোটমা, একে উনি আপনার অতিথি, তার উপর এত বড় পণ্ডিত মানুষ। আমরা সাধ্যমতো নিশ্চয়ই ওনার সেবা-যত্ন করব।

আমি শুধু হাসি।

BanglaBook.org

চা খাওয়া শেষ হতেই প্রার্থনা আমাকে বলে, আসুন, আপনাকে আপনার ঘরে নিয়ে যাই।

ঘরে পা দিয়েই আমি বলি, হোয়াট এ লাভলি রুম!

ইউ লাইক ইট?

সত্যি খুব সুন্দর ও রুচিসম্পন্নভাবে সাজানো। যে ইন্টিরিয়া ডেকরেটর এই ঘর সাজিয়েছেন, তাকে কাছে পেলে প্রাণভরে অভিনন্দন জানাতাম।

কোনওমতে হাসি চেপে প্রার্থনা বলে, সেই ইন্টিরিয়া ডেকরেটর আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

রিয়েলি?

ব্যস সঙ্গে সঙ্গে আমি দু'হাত দিয়ে ওর দুটি হাত ধরে বলি, আপনি সত্যি গুণী মেয়ে!

ও হাসতে হাসতে বলে, অত প্রশংসা করবেন না; আমার মাথা ঘুরে যাবে।

প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গেই বলে, স্নান করে নিন; তারপর আপনার সঙ্গে আড্ডা দেব।

স্নান করে জামাকাপড় বদলে ড্রইংরুমে পা দিতে না দিতেই প্রার্থনা ওর ঘর থেকে বেরিয়েই বলে, চলুন, বাগানবাড়িটা ঘুরে দেখতে দেখতেই কথা বলা যাবে।

হ্যাঁ, চলুন।

বারান্দা পেরিয়ে নিচে নামতেই দেখি, কাঁধে ঝোলা নিয়ে বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। আমাদের দেখেই মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেই প্রার্থনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই হাসতে হাসতে বলে, ঠাকুমা, কখন এলে?

এই তো ঘণ্টাখানেক আগে।

মেয়েটি মুহূর্তের জন্য আমাকে দেখেই ওকে প্রশ্ন করে, ঠাকুমা, ইনিই ডক্টর চ্যাটার্জি?

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, হ্যাঁ।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রণাম করেই বলে, আমি বাসন্তী।

আমি বলি, মনে হচ্ছে, তোমার ঝোলায় অনেক বইপত্তর আছে!

হ্যাঁ, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তুমি কী পড়ছ?

বাসন্তী কিছু বলার আগেই প্রার্থনা বলে, বাসন্তী পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স

BanglaBook.org

নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। ডবলিউ-বি-সি-এস দেবার জন্য আমি ওকে কোচিং-এ ভর্তি করেছি।

ও তো এম. এ. পড়তে পারত?

ওর বাবা এই বাগানবাড়িতেই কাজ করে; তাছাড়া ওর দুটি বোন আছে। আমি চাইছি, বাসন্তী কোনও সম্মানজনক চাকরি করে সংসারের দায়িত্ব নিক।

সেদিক থেকে আপনি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এবার আমি বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বলি, কেমন প্রিপারেশন হচ্ছে?

ভালোই।

বাসন্তী মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, ঠাকুমার সম্মান রাখার জন্য আমাকে এক চান্সেই পাশ করতে হবে।

প্রার্থনা বলে, বাসন্তী, প্রফেসরকে বাগানবাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাব; তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

হ্যাঁ ঠাকুমা, যাব; তোমার ড্রইংরুমে ব্যাগটা রেখে আসি?

হ্যাঁ, রেখে আয়।

তিনজনে মিলে এগুতেই বাসন্তী বলে, স্যার, এই বাগানবাড়ির টোটাল এরিয়া হচ্ছে তিরিশ একর।

তার মানে বিশাল বড়।

হ্যাঁ স্যার; তবে প্রায় দশ একর জমিতে একশো পাঁচটা ফলের গাছ আছে।

এত ফলের গাছ আছে?

স্যার, আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল-শশা-পেঁপে-আনারস-মোসাম্বি-পেয়ারা ছাড়াও দশটা তালগাছ আছে।

বাসন্তী না থেমেই একটু হেসে বলে, স্যার, এখানে দুটো গাছে সারা বছর আম হয়।

আমি অবাক হয়ে বলি, সেকি?

স্যার, আপনি ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করুন।

ওকে জিজ্ঞেস করব না; তবে সত্যি অবাক হবার মতো।

আমরা ওই বিশাল ফলের বাগানের ধার দিয়ে হাঁটছি। বাসন্তী হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, স্যার, ওই পুকুরের ওদিকে হচ্ছে, শাক-সবজির বাগান।

আমি একটু হেসে বলি, অত শাক-সবজি খায় কে?

বাবুদের কলকাতার বাড়িতে রোজ এখানকার শাক-সবজি পাঠানো হয়।

BanglaBook.org

তাছাড়া ঠাকুমার জন্য বাগানের সব কর্মচারীদের বাড়িতেও রোজ এখানকার শাক-সবজিই খাওয়া হয়।

বাজার থেকে তোমাদের কোনও শাক-সবজি কিনতে হয় না?

ও একটু হেসে বলে, না স্যার।

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাসন্তী বলে, ঠাকুমার জন্য বাগানের সব কর্মচারী ও তাদের ফ্যামিলির জীবন বদলে গেল।

প্রার্থনা ওকে বলে, তুই কি আমার ঢোল বাজাতে শুরু করবি?

ঠাকুমা, প্লিজ আমাকে বলতে দাও।

না, প্রার্থনা আর কিছু বলে না।

বাসন্তী আবার শুরু করে, ঠাকুমার জন্যই এখন এখানকার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে ভালোভাবে পড়াশুনা করতে পারছে।

তোমাদের পড়াশুনার জন্য উনি কী করেছেন?

উনি আমাদের পড়াশুনার জন্য দুটো বড় বড় ঘর তৈরি করে দিয়েছেন; তাছাড়া আমাদের মাইনে আর বইপত্তর কেনার খরচও বড় ম্যানেজারবাবুর অফিস থেকে পাঠানো হয়।

সত্যি উনি ভালো কাজ করেছেন।

বাসন্তী একটু হেসে বলে, স্যার, ঠাকুমা আরও অনেক কিছু করেছেন।

অনেক কিছু মানে?

ঠাকুমা দু'জন টিচার রেখেছেন...

কাদের জন্য?

যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, তাদের জন্য। তাছাড়া ব্যাডমিন্টন আর ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঠাকুমা।

ও মুহূর্তের জন্য থেমেই একটু হেসে বলে, তবে ঠাকুমার কথামতো রবিবার কেউ পড়াশুনা করি না। সেদিন আমরা নিজেদের খুশিমতো যা ইচ্ছে করি; তবে এই বাগানের মধ্যে।

তোমার ঠাকুমা ঠিকই করেছেন; সপ্তাহে একটা দিন সবারই এইভাবে কাটানো উচিত।

সূর্য আগেই অস্ত গিয়েছে; গোধূলির আলোও বিদায় নিয়েছে। প্রার্থনা আমাকে বলে, চলুন, এবার বাংলোয় ফেরা যাক।

BanglaBook.org

গণেশের হাতের ট্রে-তে হুইস্কি আর সোডার বোতল ছাড়াও জলের জাগ আর আইস বাকেট, অন্য কর্মচারীর ট্রে-তে আনুষঙ্গিক কিছু খাবার-দাবার ওরা দু'জনে সেন্টার টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে রাখার পরই অন্য কর্মচারীকে দেখিয়ে প্রার্থনা আমাকে বলে, এই শ্রীধর হচ্ছে বাসন্তীর বাবা।

শ্রীধর আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বলে, ছোটমা মনে করেন, তার নাতনি বোধহয় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে।

প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বলে, হবেই তো! তবে কি বাসন্তী লোকের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে পেটের ভাত জোগাড় করবে?

না, ছোটমা, তা না; তবে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখতেও ভয় করে।

আমি বলি, শ্রীধর, আমি অনেক ছাত্রছাত্রীকে অনেক দিন ধরেই দেখছি। তাই বলছি, বাসন্তী হেরে যাবার পাত্রী না; ও শুধু ঠাকুমার না, তোমাদের সবার মুখই উজ্জ্বল করবে।

স্যার, আমরা অত সব বুঝি না ; আমাদের সব ছেলেমেয়ের ভালো-মন্দ ছোট মা-র দায়িত্ব। ওদের ব্যাপারে আমাদের কিছুই করতে হয় না।

গণেশ চোখ দুটো বড় করে বলে, জানেন স্যার, হীরুদার ছেলের বিজ্ঞানে খুব মাথা। তাই তো ছোট মা বলেছেন, ওকে ডাক্তারি পড়াবেন।

এবার আমি প্রার্থনাকে বলি, কাল কোনও এক সময় আমি এখানকার সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দু'এক ঘণ্টা কাটাতে চাই।

প্রার্থনা খুশি হয়ে বলে, সে তো খুব ভালো কথা।

ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরকে বলে, তুমি বাসন্তীকে পাঠিয়ে দাও তো।

ছোটমা, আমি এখুনি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই বাসন্তী আসে। প্রার্থনা ওর হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলে, প্রফেসর সাহেব কাল এখানকার সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চান।

বাসন্তী এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, ঠাকুমা, খুব ভালো হবে।

তুই ব্যবস্থা করতে পারবি তো?

খুব পারব।

কাল তোর কোচিং আছে নাকি?

না।

তাহলে বিকেলের দিকে একটা সময় ঠিক করে আমাকে জানাবি।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।

আমার গেলাস খালি দেখেই প্রার্থনা ওকে বলে, প্রফেসরকে আর একটা ড্রিঙ্ক দে তো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ও কি পারবে?

দেখুন না, ও পারে কিনা।

বাসন্তী আমার ড্রিঙ্ক ঠিক করে গেলাসটা দেখিয়ে বলে, স্যার, ঠিক আছে?

আমি একটু হেসে বলি, এসব কে শেখালেন? ঠাকুমা?

বাসন্তী বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, শুধু ড্রিঙ্ক সার্ভ করা না, ঠাকুমা আমাকে আরও অনেক কিছু শিখিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে আমি সব পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পারি।

আমি প্রার্থনার দিকে তাকিয়ে বলি, ইউ আর রিয়েলি এ গ্রেট লেডি!

বাসন্তী সঙ্গে সঙ্গে বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট।

প্রার্থনা একটু হেসে বাসন্তীকে বলে, এবার তুই যা।

বাসন্তী চলে যেতেই আমি হুইস্কির গেলাসে এক চুমুক দিয়ে প্রার্থনাকে বলি, আপনি আমাকে কিছু বলবেন বলেছিলেন।

হ্যাঁ, বলব।

তাহলে শুরু করুন।

এখন না; খাওয়া-দাওয়ার পর।

* * * *

খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রইংরুমের বড় সোফায় আমরা পাশ ফিরে মুখোমুখি বসতেই প্রার্থনা বলে, প্রফেসর, আমরা আপনি-আপনি করা ছাড়তে পারি না?

সানন্দে।

ও একটু হেসে বলে, তাহলে শোনো আমার কথা।

হ্যাঁ, বলো।

প্রার্থনা একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলে, আমার বাবা অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন। বাবা ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাশ করলেও স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় অন্য বিষয়ের কোনও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তারও ক্লাশ নিতেন।

আগেকার দিনে ভালো শিক্ষকরা এই রকমই হতেন।

শিক্ষক হিসেবে সুনাম থাকার জন্য ও আয় বাড়াবার তাগিদে বাবার কাছে

BanglaBook.org

বরাবরই কয়েকজন ছাত্র পড়ত। বাবা একজন ছাত্রীকেও পড়াতেন তাদের বাড়িতে গিয়ে।

প্রার্থনা, তোমরা ক'ভাইবোন?

আমার এক দাদা ছিলেন...

ছিলেন মানে?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দাদার থ্যালাসেমিয়া হয়েছিল বলে তাকে নিয়মিত রক্ত দেওয়া ও ওষুধপত্তরের জন্য বাবাকে প্রচুর ব্যয় করতে হত।

হ্যাঁ, থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা সত্যি খুব খরচের।

প্রার্থনা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত দাদাকে বাঁচানো গেল না; সতেরো বছরের জন্মদিনের ঠিক দু'দিন আগে দাদা মারা যায়।

এখন ক' ভাইবোন বেঁচে আছ?

আমার কোনও ভাইবোন নেই।

ও একবার নিশ্বাস নিয়েই বলে, দাদার চিকিৎসার জন্যই বাবার প্রচুর দেনা হয়; ওই দেনা শোধ করার জন্যই বাবা এক ধনী পরিবারের মেয়েটিকে পড়াতে শুরু করেন।

তুমি কত দূর পড়াশুনা করেছ?

আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছি।

এম. এ. পড়লে না কেন?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই তো হঠাৎ আমার বিয়ে হল।

তুমি কি প্রেম করে বিয়ে করেছ?

সে সৌভাগ্য আর হল কোথায়?

তবে হঠাৎ বিয়ে হল কীভাবে?

সে এক নাটক!

নাটক মানে?

BanglaBook.org

প্রার্থনা আবার একটু হেসে বলে, বাবার ছাত্রীর মা-বাবার বিয়ের সিলভার জুবিলি উপলক্ষে ওরা যে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেখানে বাবাকে বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়।

আমি একটু হেসে বলি, বিশাল অনুষ্ঠান মানে তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপক

ব্যবস্থা?

হ্যাঁ, তা তো ছিলই কিন্তু তার আগে ছিল বিসমিল্লার সানাই।

মা-বাবার সঙ্গে তুমিও নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়েছিলে?

দাদার মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই মা-র হার্ট অ্যাটাক হয়; মা বেঁচে গেলেও কাজকর্ম বা হাঁটাচলা বিশেষ করতে পারতেন না।

প্রার্থনা একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, মা-র পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আমাকে বাবা নেমন্তন্ন বাড়ি নিয়ে গেলেন আর সেটাই আমার কাল হল।

তার মানে?

ওই বাড়ির বড়কর্তা আমাকে দেখেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।...

* * * *

নলিনীবাবু বলেন, আমি সামান্য শিক্ষক; আপনাদের মতো ধনী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য তো আমার নেই।

বড়কর্তা বলেন, আমার কোনও বোন নেই। আপনার মেয়ে আমার স্নেহের ছোট বোন হিসেবেই এই সংসারে আসবে। বিয়ের সব দায়-দায়িত্ব আমার; আপনি শুধু মেয়ের বিয়ের শাড়ি ও জামাইয়ের ধুতি-পাঞ্জাবি দেবেন।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আর হ্যাঁ, জামাতাকে একটা আংটিও দেবেন।

কিন্তু...

বড়কর্তা নলিনীবাবুর দু'টি হাত ধরে বলেন, আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি; দয়া করে আমার অনুরোধ রাখুন। আর একটা কথা বলব।

হ্যাঁ, বলুন, আমি নেপথ্যে যা করব, তা কস্মিনকালেও কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার স্ত্রী ও মেয়েকে তো বলতেই হবে।

হ্যাঁ, বলুন কিন্তু আমার হয়ে ওদের অনুরোধ করবেন, এই ব্যাপারটা যেন বাইরের কেউ না জানে।

BanglaBook.org

* * * *

আমি একটু হেসে বলি, তোমার বিয়ে হয়ে গেল?

মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই আমার বিয়ে হল।

বড়কর্তা সব ব্যবস্থা করেছিলেন?

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, প্রফেসর, তুমি ভাবতে পারবে না, বিয়েতে কী এলাহি ব্যাপার হয়েছিল। বড়দা যে কত লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন, তার অনুমান করাও আমার সাধ্যের বাইরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি খুব বড়লোক?

হ্যাঁ, খুবই বড়লোক।

ওদের কীসের ব্যবসা? ম্যানুফাকচারিং নাকি ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবসা?

তাহলে একটু পুরোনো কথা শোনো।

হ্যাঁ, বলো।

প্রার্থনা একবার বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে বলে, পলাশির যুদ্ধে জেতার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন কলকাতায় জাঁকিয়ে বসল, তখন কোম্পানির বহু অফিস ছাড়াও সাহেবদের থাকার জন্য বহু বাড়ি তৈরি হয়।

হ্যাঁ তা জানি।

আমার শ্বশুরবাড়ির এক পূর্বপুরুষ নানা অফিস আর বাড়ি তৈরির ঠিকাদারি করে প্রচুর টাকা লাভ করেন।

তারপর?

আমার শ্বশুরের ওই পূর্বপুরুষ সূর্যনারায়ণের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লাডলো নামের এক সাহেব। উনি একদিন সূর্যনারায়ণকে বলেন—এখন এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসায় অনেক আয় হয় কিন্তু ওই ব্যবসা করার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি তোমার নেই।

শুনে আমি একটু হাসি।

ওই লাডলো সাহেবের পরামর্শমতো সূর্যনারায়ণ রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছেই একটা ছ'তলা বিশাল অফিস বাড়ি তৈরি করেন।

প্রার্থনা একটু হেসে আমাকে বলে, জানো ওই বাড়িতে কত ঘর আছে?

আমি কী করে জানব?

ঠিক একশো আশিটা ঘর আছে।

গুড গড!

ও হাসতে হাসতেই বলে, আগেকার এক একটা ঘরকে পার্টিশান করে বর্তমানে ওখানে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বিজনেস ফার্মের অফিস আছে।

শুনে আমি কী বলব? শুধু হাসি।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আরও আছে।

BanglaBook.org

আরও?

হ্যাঁ, প্রফেসর, আরও অনেক প্রপার্টি আছে।

কোথায়?

এলগিন রোড থেকে বিবেকানন্দ রোডের মধ্যে ওদের ছাব্বিশটা বাড়ি আছে; কলকাতায় অন্য জায়গায় আছে আরও চারটে বাড়ি।

আমি একটু হেসে বলি, প্রার্থনা, শুনেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

জাস্ট এ মিনিট!

ও না থেমেই বলে, মাদ্রাজের মাউন্ট রোড আর বোম্বের কাফ্ প্যারেড এলাকায় এদের দু'টি বাড়ি আছে।

তোমরা ক' কোটি টাকা ভাড়া পাও?

আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করি, এই বিশাল সম্পত্তির মালিক ক'জন?

আমার স্বামী আর দুই ভাসুরই মালিক।

মাত্র এই তিনজন?

হ্যাঁ।

এই এত টাকা দিয়ে ওরা কী করেন।

পারিবারিক উইল অনুসারে এই সম্পত্তি চিরকাল যৌথ সম্পত্তি থাকবে।

দ্যাটস্ গুড।

আরও কয়েকটা ভালো নিয়ম আছে ওই উইলে।

যেমন?

মোট আয় এখন তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়। তারপর প্রত্যেকের আয়ের দশ ভাগ যায় সম্পত্তি মেরামতি আর ট্যাক্সের জন্য, বিশ ভাগ যায় পারিবারিক ফান্ডে...

পারিবারিক ফান্ড মানে?

আমাদের পারিবারিক বাড়িটিও খুব বড়; দোতলা-তিনতলায় আছে ষোলোটি ঘর। একতলায় কত ঘর আছে, তা জানি না।

সে আবার কী?

ওখানে অফিস, গ্যারাজ আর কিছু কর্মচারীর থাকার জায়গা; তাই...

বুঝেছি।

পারিবারিক ফান্ড থেকে এই বাড়ির সব খরচ ছাড়াও এই বাগানবাড়ি আর রাঁচি ও পুরীর বাড়ির খরচ চলে।

BanglaBook.org

বাকি সত্তর ভাগ?

পঞ্চাশ ভাগ যায় অংশীদারের কাছে, দশ ভাগ পায় অংশীদারের স্ত্রী আর বাকি দশ...

থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না।

মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, অর্থাৎ তুমি রাজরানি!

প্রার্থনা একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, রাজরানি হয়েছি বলেই তো রাজাকে পেলাম না।

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

ও বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ প্রকাশ না করে বলে, যে স্বামী ফুলশয্যার রাতে আকণ্ঠ মদ্যপান করে এসে আমার মাথার ঘোমটা খুলে দিয়েই বলে, 'চটপট কাপড়-চোপড় খুলে ফেল; তোমাকে একটু ভালো করে দেখি', সেই মানুষকে কি...

তুমি কী বলছ? ফুলশয্যার দিন কোনও স্বামী তার সদ্য বিয়ে করা বউকে এই কথা বলতে পারে?

পারে মানে? আমার পতিদেব আমাকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন?

তুমি কী করলে?

অন্য যে কোনও ভদ্র-সভ্য মেয়ের মতো আমিও তার অনুরোধ রাখিনি।

তারপর?

প্রার্থনা একটু জোরেই হেসে উঠে বলে, সাড়ে আট বছরের বিবাহিত জীবনে আমরা এক মিনিটের জন্যও দৈহিকভাবে কাছে আসিনি।

সত্যি?

আমি আমার মা-বাবার নামে শপথ করে বলছি, সত্যি।

আশ্চর্য!

ও আবার একটু হেসে বলে, ভাড়ার টাকা ছাড়াও যে সেলামি বাবদ বছরে দু' এক কোটি টাকা পায়, তার স্ত্রীর কী দরকার?

যে ভাই এইরকম চরিত্রহীন তোমার বড় ভাসুর তার সঙ্গে কেন তোমার বিয়ে দিলেন।

উনি ভেবেছিলেন, আমার মতো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে ওর চরিত্র ভালো হবে।

কিন্তু...

আমি জানি তোমার মনে অনেক প্রশ্ন উঠবে কিন্তু তুমি জেনে রাখো, আমার

BanglaBook.org

বড় ভাসুর দেবতুল্য মানুষ। উনি যে আমাকে কী স্নেহ করেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

মন্দের ভালো।

বড়দা আর বড়দির জন্যই আমি এত স্বাধীনতা ভোগ করি। আমার সমস্ত আবদার, অনুরোধ ওরা হাসিমুখে মেনে নেন।

ওদের মেয়েকেই তো তোমার বাবা পড়াতেন?

হ্যাঁ।

সে কেমন?

প্রার্থনা এক গাল হেসে বলে, এই পরিবারে সে প্রথম স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে, সে প্রথম বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছে।

বাঃ! খুব ভালো।

ওর নাম গঙ্গা আর ঠিক গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র।

প্রার্থনা না থেমেই বলে, প্রফেসর, তুমি শুনলে অবাক হবে, এত ধনী পরিবারের মেয়ে হলেও সে এক বিন্দু সোনা ব্যবহার করে না। শুধু তাই না। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর থেকে ও কোনওদিন গাড়ি চলে স্কুল-কলেজে যায়নি।

কেন?

গঙ্গা বলে, গাড়ি চড়ে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

ঠিক বলেছে।

গঙ্গার একমাত্র বন্ধু কে জানো?

কে?

আমি।

প্রার্থনা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি আর গঙ্গা তো মাঝে মাঝেই প্রায় সারারাত ধরে গল্প করি।

তোমার ভাসুর মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন না?

বড়দা-বড়দি বহুবার বিয়ের কথা বলেছেন কিন্তু ও বলেছে, বিয়ে করবে না।

কেন?

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, ও হচ্ছে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! এত প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে যে অর্থের প্রতি ওর কোনও মোহ নেই। ও মা-বাবার কাছ থেকে বেশ ভালোই টাকা পায় কিন্তু নিজের ট্রাম-বাসের ভাড়া বা বই-খাতা কেনার খরচ বাদে সব টাকাই সারদা মিশনে দেয়।

BanglaBook.org

ভেরি গুড।

আমার মনে হয়, এম. এ. পাশ করার পরই গঙ্গা সারদা মিশনের স্কুলে বা ওদের অন্য কোনও কাজে যোগ দেবে।

একটু চুপ করে থাকার পর আমি বলি, তোমার স্বামীর সঙ্গে যখন কোনও সম্পর্কই নেই, তখন ডিভোর্স করলে না কেন?

ডিভোর্স করে লাভ?

তুমি আবার বিয়ে করতে।

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, কাকে বিয়ে করব?

কেন? তুমি কি কাউকে ভালোবাসোনি?

ও আবার একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, দু'জনকে ভালোবেসেছিলাম।

দু'জনকে?

হ্যাঁ।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, পনেরো-ষোলো বছর বয়সে বাবার এক ছাত্রকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, ও নিছকই আমাকে বন্ধু মনে করত; আমাকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেনি।

তারপর?

প্রার্থনা আমার চোখের পর চোখ রেখেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তারপর তোমাকে ভালোবেসেছি।

সত্যি?

ও বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে ভালো না বাসলে কি সারাদিন তোমার সঙ্গে গেস্টহাউসে কাটাই?

কিন্তু...

আমাকে কথা বলতে না দিয়েই ও বলে যায়, খুব আশা করেছিলাম, তুমি আমাকে একটু আদর করবে, একটু কাছে টেনে নেবে কিন্তু যখন তুমি আমার একটা হাতও ধরলে না, তখন বুঝলাম, নারীদেহের রহস্য আর মোহ তোমার অজানা নয়।

আমি ওর একটা হাত ধরে বলি, প্রার্থনা, তুমি বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারিনি, তুমি আমাকে...

ও একটু হেসে বলে, আগে স্বীকার করো, আমি ঠিকই বলেছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিতে পারি না।

BanglaBook.org

প্রার্থনা একটু হেসে বলে, তুমি জেনে রাখো, মেয়েদের মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা আছে যে পুরুষদের আসল রূপ তারা জানতে পারে, বুঝতে পারে।

আমি ওই প্রসঙ্গ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে বলি, তুমি এখনও আমাকে ভালোবাস?

হ্যাঁ।

আমি একটু হেসে বলি, তার প্রমাণ?

সত্যি প্রমাণ চাও?

নিশ্চয়ই।

প্রার্থনা দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে এক দীর্ঘ চুম্বন দেয়।

আমিও ওকে চুম্বন করে বলি, সেদিন তোমার আশা পূর্ণ করতে না পারলেও আজ আমি তোমার সব স্বপ্ন, সব প্রত্যাশা পূর্ণ করব।

ও মাথা নেড়ে বলে, না, তা আর হয় না। প্রথম রাত্রেই বেড়াল মারতে হয়; তা না হলে ভবিষ্যতে আর সুযোগ পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা খুব জোরে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাকে যা দিয়েছি, তার বেশি দেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা, কোনওটাই আমার নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আট

দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে অধ্যাপনা করা নিঃসন্দেহে খুবই সম্মানের কিন্তু এখানকার প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই অত্যন্ত কৃতী হওয়ায় অধ্যাপকদের যথেষ্ট পড়াশুনা করতে হয় প্রতিদিন। ছেলেমেয়েদের ভালো করে পড়াবার জন্য আমিও রোজ তিন-চার ঘণ্টা পড়ছি। পড়াশুনা ও ক্লাস নেওয়া ছাড়া প্রতিদিন লাইব্রেরিতেও আমাকে দু-এক ঘণ্টা কাটাতে হয়। এর উপর আছে মাধুরীর গবেষণার গাইড হবার জন্য ওকে পড়ানো বা নোট দেওয়া।

সারাদিন যে কীভাবে কাটে, তা ঈশ্বরই জানেন।

শ্রীবাস্তব দম্পতি ওয়াশিংটনে ছেলের কাছে চলে গেছেন; তবে যাবার আগে মেয়ের জন্য সবরকম বিধিব্যবস্থা করেছেন। মিঃ শ্রীবাস্তবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাউথ এক্সটেনশনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাট দু' বছরের জন্য ভাড়া নিয়ে পুরো টাকা দিয়ে গেছেন। ওদের বাড়িতে যে বয়স্ক মহিলা বহু বছর ধরে কাজ করেছেন, তাকে মেয়ের সংসারের সব কাজ করার ব্যবস্থা করা ছাড়াও মিঃ শ্রীবাস্তব নিজের গাড়িটি মেয়ের ব্যবহারের জন্য রেখে গিয়েছেন। সর্বোপরি মেয়ের জন্য যথেষ্ট টাকাও রেখেছেন ব্যাঙ্কে।

সকাল ন'টায় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসি সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায়। প্রতিদিনই দেখি, মাধুরী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বইপত্তর আর গাড়ির চাবি সেন্টার টেবিলে রেখেই আমি মাধুরীর সামনের সোফায় বসেই বলি, কখন এসেছ?

একটু আগেই।

প্ল্যানিং কমিশনে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, স্যার; আমি আজ সারাদিনই ওখানকার লাইব্রেরিতে কাজ করেছি।

মিঃ যোশি সাহায্য করেছেন তো?

হ্যাঁ, স্যার, উনি খুবই সাহায্য করেছেন।

গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের চা দেয়। চা খেতে খেতে মাধুরীর সঙ্গে কথা বলি।

BanglaBook.org

তারপর আমি আমার ঘরে গিয়েই পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য শুয়ে পড়ি।

স্নান করে বাথরুম থেকে বেরুবার পর গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে কিছু খেতে দেয়। ওকে বলি, মাধুরীকে আসতে বলো।

এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পরও কেন ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষদের উন্নতি সমানভাবে হয়নি—এই বিষয়েই মাধুরী গবেষণা করছে আমারই অধীনে। অর্ধ শতাধিক বছরের ব্যাপ্তি নিয়ে এই কাজ করা সহজসাধ্য নয়। তাই তো ওকেও যেমন খাটতে হচ্ছে, আমাকেও কম খাটতে হচ্ছে না।

রাত সাড়ে ন'টা-দশটার আগে মাধুরী কোনওদিনই বাড়ি যায় না। ও যাবার পর আমাকেও দেড়-দু' ঘণ্টা পড়াশুনা করতেই হয়।

এইভাবেই কেটে গেল বেশ কয়েকটা মাস।

সেদিন মাধুরী আসতেই আমি বলি, সামনের বুধবার আমি চণ্ডীগড় যাচ্ছি। তারপর দিন দশেক ধরে হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব আর হরিয়ানা ঘুরব; তুমিও কি আমার সঙ্গে যেতে চাও?

স্যার, বাবাই তো আপনাকে বলেছেন, আপনার সঙ্গেই আমি বিভিন্ন রাজ্যে যাব।

হ্যাঁ, বলেছেন ঠিকই কিন্তু এখন তোমার বাইরে যেতে কোনও অসুবিধে আছে কিনা...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মাধুরী বলে, আপনি যখনই বাইরে যাবেন, আমি তখনই আপনার সঙ্গে যাব।

ফিল্ড স্টাডিতে তোমাকে কী করতে হবে, তা জানো?

আপনি বলুন, কী করব।

সব জায়গাতেই তোমাকে একইভাবে কাজ করতে হবে।

যেমন?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে জানতে হবে, ওদের অল্পবয়সে ওই অঞ্চলের অবস্থা কেমন ছিল; অর্থাৎ তখন চাষ-আবাদ কেমন হত ও কী সুবিধে-অসুবিধে ছিল। তাছাড়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার, চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাবার জল ইত্যাদি কেমন ছিল।

হ্যাঁ, স্যার, আগের অবস্থা জানতে হলে ওদের সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

ওই একই ধরনের খবরাখবর জানতে হবে, মাঝবয়সি আর যুবক-যুবতীদের

BanglaBook.org

কাছ থেকে।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, তাহলেই তোমার কাছে পরিবর্তনের একটা ছবি ফুটে উঠবে।

হ্যাঁ, স্যার, ঠিক বলেছেন।

আট-দশটা রাজ্যে তোমাকে স্ট্যাডি করতে হবে।

স্যার, প্রত্যেকটা রাজ্যে ক'টা জেলা ঘুরতে হবে?

মোটামুটি চার-পাঁচটা জেলা ঘুরতেই হবে।

আমি না থেমেই বলি, মাধুরী, তোমাকে একটা কথা বলিনি; তা হচ্ছে তোমাকে শিল্প-বাণিজ্য, গড় আয়-ব্যয় ইত্যাদি ব্যাপারেও তথ্য জোগাড় করতে হবে।

ও একটু হেসে বলে, তার মানে, আমাকে সব ব্যাপারেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

হ্যাঁ, তা তো হবেই।

স্যার, আমরা কোথায় কোথায় যাব?

ঠিক মনে নেই; প্রোগ্রামটা ডিরেক্টরকে দিয়েছি; ওনার অফিস থেকেই তিনটি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারিকে আমার প্রোগ্রাম জানিয়ে দেবে।

স্যার, আমি যে আপনার সঙ্গে যাব, তাও তো জানাতে হবে।

সে আমি জানিয়ে দেব।

একটু চুপ করে থাকার পর মাধুরী বলে, স্যার, আমরা কি আমাদের গাড়িতেই ঘুরব?

চণ্ডীগড় পৌঁছবার পর সব ব্যবস্থাই লোকাল গভর্নমেন্ট করবে।

ও একটু হেসে বলে, স্যার, আমার গাড়িতেই আমরা চণ্ডীগড় যাতায়াত করব।

হ্যাঁ, তা যেতে পারি।

* * * *

ভোরবেলাতেই আমরা রওনা হলাম। সোনিপথ, পানিপথ হয়ে কর্নালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট করে কুরুক্ষেত্র আর আম্বালা ছাড়িয়ে আমরা চণ্ডীগড় পৌঁছলাম। পাঞ্জাব সরকারের সার্কিট হাউসে চা খেতে খেতেই পাঞ্জাব আর হরিয়ানা সরকারের দু'জন অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমাদের দু'জনের কাজের বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা হল ও ওদের উৎসাহ দেখে খুবই ভালো

BanglaBook.org

লাগল। ঠিক হল চণ্ডীগড় থেকে সকালে বেরিয়ে আমরা তিনদিনে হরিয়ানার তিনটি জেলা ঘুরে আবার বিকেল-সন্ধেয় ফিরে আসব। মাধুরীর সঙ্গে সব সময় একজন মহিলা অফিসারও থাকবেন। তবে পাঞ্জাবের জেলাগুলি দেখার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট জেলার সদরেই থাকব। সব শেষে পাঠানকোটে থাকার সময়ই গুরুদাসপুরেও যাব। হিমাচল সরকারের একজন অফিসার আমাদের পাঠানকোট থেকে সিমলা নিয়ে যাবেন।

ওই দু'জন অফিসারের সঙ্গেই আমরা লাঞ্চ করি ও তারপরই আমরা ওদের দু'জনের অফিসে যাই। বেশ কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম আর বেশ কিছু রিপোর্ট আর কাগজপত্র নিয়ে সার্কিট হাউসে ফিরে আসি সন্ধের আগে।

মাধুরী, বেশ টায়ার্ড লাগছে। আমি একটু শোবো; যাও তুমিও একটু বিশ্রাম করো।

হ্যাঁ, স্যার, যাচ্ছি।

এতই ক্লান্ত ছিলাম যে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘণ্টাখানেক পর ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই একজন বেয়ারা একটা সুন্দর প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলে, স্যার, সিং সাহেব আপনাকে পাঠিয়েছেন।

প্যাকেটটি হাতে নিয়েই বুঝলাম, মিঃ সিং এক বোতল হুইস্কি পাঠিয়েছেন। বেয়ারাকে বললাম, প্যাকেটটা খোলো।

হ্যাঁ, যথারীতি স্কচের বোতল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে টেলিফোন করি, মিঃ সিং, হঠাৎ স্কচের বোতল পাঠালেন কেন?

উনি হাসতে হাসতে বলেন, সন্ধের পর একটু হুইস্কি না খেলে গবেষণার কাজ করবেন কী করে? যারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন, তাদের হুইস্কি সেবন অবশ্য কর্তব্য।

স্যার, ওই মেমসাহেব কি হুইস্কি খাবেন?

না, ও হুইস্কি খায় না; তবে কখনও কখনও একটু ভদকা খায়।

বেয়ারা একটু হেসে বলে, সিং সাহেব ভদকাও পাঠিয়েছেন। সেটা কি ওনার ঘরে দেব?

তুমি এখানেই রেখে যাও।

BanglaBook.org

* * * *

স্নান করে বেরুবার একটু পরই মাধুরী আমার ঘরে আসে। আমি ওকে বলি, সেন্টার টেবিলের উপর কী আছে দেখেছ?

ওদিকে একবার তাকিয়েই ও বলে, স্যার, কখন এইসব আনতে দিলেন?

মিঃ সিং আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

ও মাই গড!

যাই হোক আমরা মুখোমুখি বসে ড্রিঙ্ক করি আর মাঝে মাঝেই ওকে দেখি; আপনমনেই একটু হাসি।

স্যার, কী দেখছেন?

শুধু দেখছি না, ভাবছিও।

ও একটু হেসে বলে, দেখছেন আর ভাবছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

সোজাসুজি সত্যি কথাটা বলব?

নিশ্চয়ই।

আমি আবার এক চুমুক হুইস্কি খেয়েই বলি, দেখছি তোমার যৌবনের অপূর্ব ঐশ্বর্য।

মাধুরী হাসে; তারপর বলে, আর কী ভাবছেন?

ভাবছি, মেয়েরা তাদের এই ঐশ্বর্য, সম্পদ দেখিয়ে যুগ যুগ ধরে পুরুষদের শিকার করছে।

কথাটা কি সত্যি?

অন্যের কথা তো ছেড়েই দিলাম; আমি নিজেই তো তোমার শিকার হয়েছি।

সত্যি করে বলুন তো, আপনার ইচ্ছা বা আগ্রহ না থাকলে কি আমি আপনাকে শিকার করতে পারতাম?

ইচ্ছা বা আগ্রহ সৃষ্টি হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে; তুমিই তো আমার ইচ্ছা বা আগ্রহ সৃষ্টি করেছ।

মাধুরী আমার দুটো হাত ধরে বলে, স্যার, প্লিজ এইসব চিন্তা মাথায় আনবেন না। ঘটনাচক্রে যখন আপনাকে কাছে পাই, তখন আপনি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।

মাধুরী, বেনারসে যা ঘটেছে, তা ব্যতিক্রম, সাময়িক দুর্বলতা; এইসব তো দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। তোমাকে দূরে সরিয়ে দেব না কিন্তু বেনারসের

BanglaBook.org

পুনরাবৃত্তি আর হবে না।

স্যার, আপনি কি কাউকে ভালোবাসেননি?

সত্যি কথা বলতে কী, ঊর্মিকে ছাড়া আর কাউকেই মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিনি।

তাহলে ঊর্মিদিকে বিয়ে করলেন না কেন?

আমরা দু'জনের কেউই কোনওদিন বিয়ের কথা ভাবিনি।

কিন্তু কেন?

তা বলতে পারব না।

আপনি তো এখনও ঊর্মিদিকে খুবই ভালোবাসেন।

আমাদের দু'জনের ভালোবাসা ঠিক আগের মতোই আছে।

হ্যাঁ, তা আমি বিশ্বাস করি।

মাধুরী একটু থেমে একটু হেসে বলে, স্যার, সত্যি করে বলুন তো আমার আগে আর কোনও মেয়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক...

আমি মাথা নেড়ে একটু হেসে বলি, না, আর কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়নি।

ঊর্মিদির সঙ্গেও হয়নি?

নো, নেভার।

একটু চুপ করে থাকার পর মাধুরী বলে, ঊর্মিদি তো প্রত্যেক চিঠিতেই আপনাকে ওদের কাছে যেতে বলছে; আপনি যাচ্ছেন না কেন?

আগে তোমার থিসিস সাবমিট হোক, তারপর তোমার ভাইবা হোক...

তারপর যাবেন?

হ্যাঁ।

* * * *

মাধুরীর থিসিস চার-পাঁচবার সংশোধন করলাম। তারপর একদিন ও থিসিস ডিরেক্টরের কাছে জমা দিল।

ঠিক তার পরের রবিবার সকালের দিকে মাধুরী এসে হাজির। ও এক গাল হেসে বলে, থিসিস জমা দেবার খবর পেয়েই দাদা ওয়াশিংটন যাবার টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

খুব ভালো কথা।

BanglaBook.org

আমি প্রায় না থেমেই বলি, দু' বছর হল তোমার মা-বাবা ওখানে গিয়েছেন; তাছাড়া দাদা-বউদি ছাড়াও ওদের বাচ্চাদেরও দেখোনি। যাও, ঘুরে এসো।

স্যার, এখনই যাব না; ভাইবার পরই যাব।

সে তো তিন-চার মাসের ব্যাপার।

স্যার, ভাইবার জন্যও তো নিজেকে তৈরি করতে হবে; এখন ওখানে গেলে তো আর পড়াশুনার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতে পারব না।

তা ঠিক।

মাস তিনেক পরে একদিন ডি-এস-ই'র ডিরেক্টর আমাকে বলেন, চ্যাটার্জি, আই-আই-এম আমেদাবাদের প্রফেসর দেশাই তোমার ছাত্রীর থিসিসের খুবই প্রশংসা করে রিপোর্ট দিয়েছেন।

আমি একটু হেসে বলি, স্যার, শুনে ভালো লাগছে; এবার দেখা যাক প্রফেসর বড়ুয়া কী রিপোর্ট দেন।

আমার মনে হয়, উনিও ভালোই রিপোর্ট দেবেন।

স্যার, লেট আস হোপ সো।

তিন সপ্তাহ পরে প্রফেসর বড়ুয়ার রিপোর্ট এল; উনিও থিসিসের খুবই প্রশংসা করেছেন। ওরা দু'জনেই বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যের ফিল্ড স্ট্যাডি ও তার উপর যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়।

খবর শুনে মাধুরী হাসতে হাসতে বলে, ফিল্ড স্ট্যাডি ভালো হতে বাধ্য।

কেন?

কেন আবার? আপনি সঙ্গে ছিলেন বলেই তো মহা উৎসাহে ফিল্ড স্ট্যাডি করেছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ক্রেডিট গোজ টু ইউ ফর এভরিথিং।

রিয়েলি?

স্যার, আয়াম গ্রেটফুল টু ইউ ফর এভরিথিং! ফর এভরিথিং!

আমি কী বলব? শুধু হাসি।

একটু চুপ করে থাকার পর বলি, ভেরি সুন ইউ উইল বি ডক্টর মাধুরী শ্রীবাস্তব।

স্যার, দেয়ার ক্যান বি এ শ্লিপ বিটুইন দ্য কাপ অ্যান্ড দ্য লিপ!

না না, সে সম্ভাবনা আর নেই। তোমার থিসিস অ্যাপ্রুভড্ হয়েছে, ভাইবাও ভালো হয়েছে। এখন আর চিন্তা কি!

BanglaBook.org

গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের দু'জনকে কফি দিতেই আমি ওকে বলি, মাধুরী শিগগিরই আমেরিকা যাবে, তা জানো?

হ্যাঁ, জানি কিন্তু বেটি তো এখানেই কলেজে পড়াবে।

আমি একটু হেসে বলি, গঙ্গাপ্রসাদ, যারা ওইসব দেশে যায়, তারা কি আর দেশে ফিরে আসে? তাছাড়া মাধুরী গুণী মেয়ে; ওখানে গেলেই খুব ভালো চাকরি পেয়ে যাবে।

আমি না থেমেই বলি, ও আমাকেও ভুলে যাবে, তোমাকেও ভুলে যাবে।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে, স্যার, কখনই তা হবে না; আমি ঠিকই দেশে ফিরে আসব।

লেট আস হোপ সো।

স্যার, আর একটা কথা জেনে রাখুন, আমি সারাজীবনেও আপনাকে ভুলব না, চাচাকেও ভুলব না।

খুব ভালো।

* * * *

মাধুরীর স্বপ্ন সার্থক হল। ডক্টরেট হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ও দিল্লি ছেড়ে ওয়াশিংটন গেল। টেলিফোনে পৌঁছে সংবাদ জানানোর সপ্তাহ দুয়েক পরই আবার ওর টেলিফোন।

স্যার, একটা ভালো খবর আছে।

কী খবর?

স্যার, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাউথ-ইস্ট এশিয়া ডেস্কে আমি ছ'মাসের জন্য রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ পেয়েছি।

মাধুরী, রিয়েলি ও গ্রেট নিউজ।

আপনি খুশি তো?

নিশ্চয়ই খুশি; এই সুযোগ ক'জনে পায়।

হ্যাঁ স্যার, ঠিকই বলেছেন।

তোমার গ্রুপ লিডার কে?

ডাঃ হেনরি ডোনাল্ড।

উনি কি আমেরিকান?

না স্যার; উনি ইংরেজ।

BanglaBook.org

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, উনি কেম্ব্রিজের ডক্টরেট।

দ্যাটস্ গ্রেট।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলি, তোমাকে নিশ্চয়ই পাকিস্তান-ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান-থাইল্যান্ড...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলে, হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমাকে বোধহয় দু' সপ্তাহের মধ্যেই ডঃ ডোনাল্ডের সঙ্গে সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে যেতে হবে।

ভেরি গুড!

স্যার, দিল্লি গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো?

কেন হবে না?

* * * *

আবার মাস দেড়েক পর মাধুরীর ফোন।

স্যার, ম্যালেশিয়া-সিঙ্গাপুর-ইন্দোনেশিয়া ঘুরে কাল মাঝরাতে আমি আর ডঃ ডোনাল্ড কলম্বো পৌঁছেছি। এখানে তিন দিন কাটিয়েই আমাদের ওয়াশিংটন ফিরতে হবে।

ভালো, কিন্তু এদিকে কবে আসছ?

স্যার, তা তো বলতে পারি না।

ডঃ ডোনাল্ডের সঙ্গে কাজ করতে কেমন লাগছে?

স্যার, খুব ভালো। উনি যেমন হার্ড ওয়ার্কিং, সেইরকমই ওয়ার্মহার্টেড অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি।

ওইরকম মানুষের সঙ্গে কাজ করাও তো আনন্দের।

হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলেছেন।

* * * *

এর পরেও মাধুরীর ফোন আসে মাঝে মাঝে; কখনও করাচি বা লাহোর থেকে, কখনও বোম্বে থেকে। দু' একবার ও ফোন করেছে লন্ডন আর জেনেভা থেকেও।

তারপর?

মিঃ শ্রীবাস্তবের টেলিফোন, চ্যাটার্জি, কেমন আছ?

ভালো; আপনারা সবাই ভালো আছেন তো?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ভালো আছি।

উনি না থেমেই একটু হেসে বলেন, সামনের সপ্তাহে তোমার ছাত্রীর বিয়ে ডঃ ডোনাল্ডের সঙ্গে।

খুব ভালো খবর।

হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালো খবর। অমন গুণী মানুষের সঙ্গে যে ওর বিয়ে হচ্ছে, তাতে আমরা সবাই খুশি।

ডঃ ডোনাল্ড নিশ্চয়ই গুণী মানুষ কিন্তু মাধুরীও তো যথেষ্ট গুণী মেয়ে।

ত ঠিক; যাই হোক তুমি আমার মেয়েকে খুবই স্নেহ করো বলেই তোমাকে খবরটা জানালাম।

মাধুরীকে নিশ্চয়ই আমি স্নেহ করি; তাই তো খবরটা শুনে খুব ভালো লাগছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আমি আপন মনে হাসি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নয়

মাধুরীর অধ্যায় শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। আমি জানতাম, কোনও শিক্ষিত সুদর্শন যুবককে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেলেই মাধুরী তাকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। ওর এই দুর্বলতা না থাকলে আমি কখনওই ওকে উপভোগ করার সুযোগ পেতাম না।

ছাত্রজীবনে বহু মেয়ের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। পূরবী-অনুরাধা-বৈশাখী-অজন্তাদের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছি। কত দিন কোনও না কোনও বান্ধবীর বাড়িতে সারা দুপুর একসঙ্গে কাটিয়েছি এক ঘরে। ভালো লেগেছে ওদের আন্তরিকতা, উপভোগ করেছি ওদের হাসি-ঠাট্টা। অস্বীকার করতে পারি না, ওদের রূপ-যৌবন দেখে মনে মনে আনন্দ পেয়েছি।

কিন্তু দাস ফার, নো ফারদার।

কোনওদিন সীমা ছাড়িয়ে যাইনি। কোনওদিন একবার চুম্বন করার ইচ্ছাও মনে হয়নি।

পূরবী কলকাতায় আছে বলে ওর সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয়। অনেক সময় দীপুদাও কলকাতায় থাকে না কিন্তু তবুও পূরবী আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যায়। দু'জনে মিলে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করতে করতে কত রাত হয়ে যায়। ও হাতের ঘড়ি দেখেই হাসতে হাসতে বলে, একটা বেজে গেছে।

ও মাই গড!

ও নির্বিবাদে বলে, এত রাত্রে গেস্টহাউসে গিয়ে কী করবি? এখানেই থেকে যা।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমিও থেকে যাই।

দীপুদা আর পূরবী কলকাতার বাইরে গেলেই হাজার-হাজার টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে বড় বড় হোটেলে থাকে কিন্তু দিল্লিতে এলে কখনই হোটেলে থাকবে না। সব সময় আমার বাড়িতেই থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে আমিও কোনওদিন পূরবীর ঘরে হানা দিইনি, পূরবীও কোনওদিন তার রূপ-লাবণ্যের নৈবেদ্য আমাকে

BanglaBook.org

উপহার দিতে আসেনি।

এম. এ. পাশ করার পর পরই অনুরাধার বিয়ে হয় এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে। আমি অধ্যাপনা শুরু করার সময় পূরবীর কাছ থেকে আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর জানার পর পরই অনুরাধা আমাকে ফোন করে।

উৎসব, আমি অনুরাধা।

তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?

ও একটু হেসে বলে, তোর খুব কাছাকাছি আছি।

পূরবী বা সন্দীপের কাছে শুনেছিলাম, তুই উধমপুরে আছিস।

আমি তো তোর মতো অধ্যাপককে বিয়ে করিনি যে এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকব। এই ক'বছরের মধ্যেই তো কত জায়গায়...

ওর কথার মাঝখানেই আমি বলি, তোরা এখন কোথায় আছিস?

মিরাট।

দ্যাটস্ গুড! তার মানে তো সত্যি বেশ কাছে আছিস।

অনুরাধা বলে, উৎসব, তুই প্লিজ দু' একদিনের জন্য আয়। অনেকদিন কোনও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয় না বলে সত্যি খুব খারাপ লাগে। তুই এলে সত্যি খুব খুশি হব।

তোর ওখানে গেলে তো আমারও খুব ভালো লাগবে।

শুধু অনুরাধা না, মেজর সাহেবও আমাকে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

আমি পরের শনিবার দেড়টা পর্যন্ত ক্লাস করেই সোজা মিরাট মেজিমেন্টাল সেন্টার। আনন্দে উত্তেজনায় অনুরাধা আমাকে জড়িয়ে ধরে গলা চড়িয়ে বলে, উৎসব, তুই সত্যি এসেছিস!

ও এক নিশ্বাসেই খুশির হাসি হেসে বলে, আয়াম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ...তাছাড়া কত কাল পরে তোকে দেখছি!

মেজর সাহেবও আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনারা এত ভালো বন্ধু হয়েও এত কাল দূরে ছিলেন কী করে?

আমি একটু হেসে বলি, অনুরাধার কাছে আমার দাম বাড়াবার জন্য এতদিন দেখা করিনি।

আমার কথা শুনে ওদের দু'জনের কী হাসি।

BanglaBook.org

দুটো দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটল। মাঝে মাঝে মনে হত আমি আর অনুরাধা যেন প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে বসে গল্প করছি অথবা ক্যান্টিনে বসে হাসি-ঠাট্টা করছি। মেজর সাহেবকেও আমার খুব ভালো লাগল। ওর প্রাণখোলা হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি অনুরাধাকে বলি, তুই ঠিক মানুষকেই ভালোবেসেছিস।

পূরবী-জয়ন্তীরাও তো মনের মানুষকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে।

হ্যাঁ, ওরা সত্যি সুখী হয়েছে কিন্তু বৈশাখী ভুল মানুষকে ভালোবেসে যে কী কষ্টে দুঃখে জীবন কাটাচ্ছে, তা তুই কল্পনা করতে পারবি না।

কিন্তু সমীরণ তো অসম্ভব ভালো ছাত্র ছিল।

আমি একটু ম্লান হেসে বলি, ও ভালো ছাত্র ছিল বলেই তো ভালো বদমাইস হয়েছে।

অনুরাধা চোখ দুটো বড় বড় করে, সমীরণ কী ভয়ংকর নেশা করে, তা তুই কল্পনা করতে পারবি না। তাছাড়া...

কী বলছিস তুই?

তাছাড়া সমীরণ যখন-তখন ওকে মারে।

ও মাই গড!

অনুরাধা একবার নিশ্বাস নিয়েই বলে, বৈশাখী কিছু বলে না?

একটা দস্যুর সঙ্গে কি ও কিছু করতে পারে?

ও ডিভোর্স করল না কেন?

ওর দুটো বাচ্চা। তাছাড়া বাবা মারা গিয়েছেন; ওর মা থাকেন ছোট মেয়ের কাছে. ডিভোর্স করে বৈশাখী যাবে কোথায়?

অনুরাধা সঙ্গে সঙ্গে বলে, ও সমীরণকে ডিভোর্স করে অন্য কাউকে বিয়ে করুক।

সে কথা সন্দীপ আর জয়ন্ত ওকে বলেছিল কিন্তু বৈশাখী বলেছে, বিয়ে করার শখ ওর মিটে গেছে।

তাই বলে...

অনুরাধা কথাটা শেষ করে না।

আমি একটু থেমে বলি, তবে যখনই সমীরণ অফিসের কাজে সাত-দশ দিনের জন্য বাইরে যায়, তখনই সন্দীপ বা পূরবী বৈশাখী আর ওর বাচ্চাদের ওদের কাছে নিয়ে যায়।

ওদের ভালো বলতে হবে।

BanglaBook.org

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তোর সঙ্গে বৈশাখীর দেখা হয় না?

হয় বৈকি, তবে কম। সমীরণ কলকাতায় না থাকলে বৈশাখী বাচ্চাদের নিয়ে আমার গেস্টহাউসে সারাদিন কাটায়।

টাকাকড়ির কোনও সমস্যা নেই তো বৈশাখীর?

যথেষ্ট সমস্যা আছে; তবে যখনই সুযোগ হয়, তখনই সন্দীপ, পূরবী বা আমি ওকে টাকাকড়ি দিই।

জয়ন্ত কিছু দেয় না?

বাবার ক্যানসারের চিকিৎসায় জয়ন্তকে...

বুঝেছি।

* * * *

সেই শুরু।

তারপর মাঝে মাঝেই হয় আমি মিরাট গিয়েছি, নয়তো মেজর সাহেব আর অনুরাধা আমার কাছে এসেছে ও থেকেছে।

এইভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে যাবার পর একদিন হঠাৎ মেজর সাহেব আর অনুরাধা একটা খুব বড় আর একটা ছোট সুটকেস নিয়ে আমার বাড়ি হাজির।

আমি একটু হেসে মেজর সাহেবকে বলি, কোথায় হনিমুনে যাচ্ছেন?

হনিমুনে না, যাচ্ছি কলেজ হস্টেলে।

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

অনুরাধা হাসতে হাসতে বলে, উৎসব, সত্যি ও কলেজ হস্টেলে যাচ্ছে বছর খানেকের জন্য।

না, তবু আমার বিস্ময় কাটে না।

এবার মেজর সাহেব বলে, যাচ্ছি ওয়েলিংটন স্টাফ কলেজে।

আমি এক গাল হেসে বলি, সে তো খুবই আনন্দের কথা; ওখানে তো আর্মি-নেভি-এয়ার ফোর্সের বাছাই করা অফিসারদেরই পাঠানো হয়।

গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের তিনজনকে কফি দেয়।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মেজর বলে, প্রফেসর, আমি আজ বিকেলের ফ্লাইটে মাদ্রাজ যাচ্ছি; অনু করেকদিন তোমার এখানে থেকে মিরাটে ফিরে যাবে।

আমি একটু হেসে বলি, সে তো খুব ভালো কথা।

অনুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছি; তোমাদের

BanglaBook.org

বন্ধুত্বের তুলনা হয় না। আমি বছর খানেকের জন্য যাচ্ছি। এর মধ্যে অনু মাঝে মাঝেই তোমার এখানে আসবে আর সময় পেলেই তুমিও মিরাট যাবে।

যো হুকুম মেজর সাব!

মেজর চলে যাবার পর দু' এক মাস অন্তরেই অনুরাধা আমার এখানে এসে সপ্তাহ খানেক থাকে; আমিও দু' এক মাস পর মিরাটে যাই কিন্তু কখনওই দু'দিনের বেশি থাকতে পারি না। আমরা দু'জনে এক হলে দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

তাই তো গঙ্গাপ্রসাদ বলে, প্রফেসর, তোমার বন্ধুরা সত্যি খুব ভালো। তোমাদের মেলামেশা, হাসি-ঠাট্টা, তর্ক-বিতর্ক দেখে মনে হয়, তোমরা একই বাড়ির ছেলেমেয়ে।

আচ্ছা, কাকে তোমার সব চাইতে বেশি ভালো লাগে?

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, ঊর্মিদিদিকে।

কেন ওকে বেশি ভালো লাগে?

ঊর্মিদিদির কথাবার্তা, আদব-কায়দা খুবই ভালো; তাছাড়া ও তোমাকে যে কী ভালোবাসে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের ভাব; তাই ও আমাকে সত্যি বড্ড ভালোবাসে।

তুমিও তো ঊর্মিদিদিকে খুব ভালোবাসো।

একশো বার ওকে ভালোবাসি।

তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই একটু হেসে বলি, ওর ভালোবাসার স্বাদই আলাদা; ওকে একটু দেখতে পেলেই আমার সব দুঃখ-কষ্ট চলে যায়।

যাই হোক এইভাবেই আরও কয়েক মাস কেটে যায়।

অনুরাধা এসেছে বলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে আসি। সেদিনও ফিরে এসেছি পাঁচটার মধ্যে। ড্রইংরুমে পা দিয়েই অনুরাধাকে বলি, সারাদিন কী করলি?

কর্নেল চোপড়ার মেয়ে এসেছিল বলে সারা দুপুর চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি।

ও কি তোর বন্ধু?

বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলেও ও আমার ভালো বন্ধু।

তাহলে দুপুরটা ভালোই কাটিয়েছিস?

BanglaBook.org

অনেকদিন পর ওর সঙ্গে দেখা হল বলে খুব ভালো লাগল।

গঙ্গাপ্রসাদ দু' কাপ চা সেন্টার টেবিলে রেখেই আমাকে বলে, ক্যুরিয়ারে তোমার একটা মোটা খাম এসেছে; তোমার টেবিলের উপরেই রেখে দিয়েছি।

খামটা নিয়ে এসো তো; দেখি কী এসেছে।

গঙ্গাপ্রসাদ খামটা আমার হাতে দিতেই একটু হেসে বলি, ঊর্মি আবার কী পাঠাল?

খাম খুলেই আমি অবাক। দেখি, কুয়ালালামপুর যাতায়াতের টিকিট ছাড়াও একটা চিঠি লিখেছে।

অনুরাধা টিকিটটা দেখেই একটু হেসে বলে, ইস্! তুই কী লাকি!

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, চিঠিটা জোরে জোরে পড়; শুনি, ও কী লিখেছে।

হ্যাঁ, আমি চিঠিটা একটু জোরেই পড়ি—প্রিয় উৎসব, তুই নিজের উদ্যোগে এতদিন এলি না বলে তোকে কুয়ালালামপুরে আসা-যাওয়ার টিকিট পাঠালাম। এক-দেড় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবি; কারণ তারপর আমাদের পোটলা-পুটলি বেঁধে নতুন দেশে যেতে হবে। তোকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছা করছে। তাড়াতাড়ি আসিস।—তোর ঊর্মি।

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করতেই অনুরাধা বলে, অভাবনীয় আন্তরিক চিঠি।

হ্যাঁ, সত্যি খুব আন্তরিক কিন্তু ও সব সময়ই আমার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক।

তুই চটপট কিছুদিনের জন্য ঘুরে আয়।

হ্যাঁ, এবার যেতেই হবে। ওখানে যাবার জন্য ও যে কতবার অনুরোধ করেছে, তা আর কী বলব!

দু'দিনই পরই ফরেন মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি মিঃ পটাশকারের টেলিফোন—ডক্টর চ্যাটার্জি?

ইয়েস।

আমি সাউথ ব্লক থেকে পটাশকার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

ঊর্মি আপনাকে কুয়ালালামপুর যাতায়াতের যে টিকিট পাঠিয়েছে, তা পেয়েছেন কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি।

আপনি প্যাসেজ বুক করেই আমাকে জানাবেন, কবে কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন; আমি সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দু আর ঊর্মিকে জানিয়ে দেব।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই সব জানিয়ে দেব।

* * * *

মাসখানেক পর একদিন রাত্রে আমি সত্যি সত্যিই দিল্লি থেকে কুয়ালালামপুর রওনা হলাম।

প্লেনে বসে শুধু ঊর্মির কথাই ভাবি। মনে পড়ে পুরোনো দিনের কত স্মৃতি, কত কথা।...

আচ্ছা ঊর্মি, তুই যে সারা দুপুর আমার পাশে শুয়ে থাকলি, তোর কোনও দ্বিধা হল না?

ও এক গাল হেসে বলে, তোর পাশে সারারাত শুয়ে থাকতেও আমার কোনও দ্বিধা হবে না।

কিন্তু তুই আর আমি তো কচি বাচ্চা নেই!

নেইই তো।

ঊর্মি আমার মুখের উপর একটা হাত রেখে বলে, আমরা দু'জনেই কুড়ি বছরের যুবক-যুবতী।

আমি একটু হেসে বলি, সেই জন্যই তো আমার যত চিন্তা।

কী চিন্তা?

যদি আমার মাথায় ভূত চাপে?

ও আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, আমি না বললে তোর মাথায় ভূত চাপতেই পারে না।

আমাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা ছাড়া কলেজের অন্য ছেলেমেয়েরা আমার আর ঊর্মির সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই জানত না। কলেজ ক্যান্টিনে এক দল ছেলে প্রায়ই ঊর্মিকে নিয়ে বেশ সরস আলোচনা করত। আমি ঊর্মিকে সেকথা বলতেই ও বলে, আমি ওদের সঙ্গে আড্ডা দিই না বলেই ওরা আজেবাজে বকে কিন্তু ওইসব গ্রাহ্য করলে কি মেয়েরা পড়াশুনা বা চাকরি-বাকরি করতে পারে?

তা ঠিক কিন্তু তোর সম্পর্কে কেউ আজেবাজে কথা বললে আমি সহ্য করতে পারি না।

ও একটু হেসে বলে, তুই আমাকে ভালোবাসিস বলেই ওইসব শুনতে তোর খারাপ লাগবেই। জাস্ট ইগনোর দেম।

BanglaBook.org

সত্যি ঊর্মি কোনওদিনই অন্যের নিন্দা-প্রশংসাকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। ও প্রায়ই বলত—দ্যাখ উৎসব, আমার নিন্দা-প্রশংসা করার অধিকার শুধু তোর আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, শুধু আমার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু তোর।

ঊর্মি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তোর মতো তো কেউ আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে না; তাই আমার নিন্দা-প্রশংসা করার অধিকার শুধু তোর আছে।

প্লেনের সব যাত্রীই ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঊর্মির কথা এত বেশি মনে পড়ছে যে আমার ঘুম আসছে না।

এই তো গতবার যখন ঊর্মি আমার বাড়িতে বেশ কয়েক দিন ছিল, তখন কথায় কথায় সেই পুরোনো কথার জের টেনে বলি, আচ্ছা এখন দিব্যেন্দুও তো তোর নিন্দা-প্রশংসা করতে পারে?

না, কখনওই না।

কেন? সে তোর স্বামী।

দিব্যেন্দু যে আমাকে না আমার শরীরটাকে বেশি ভালোবাসে, তা এখনও জানি না। ওর ভালোবাসার সঙ্গে আমার শরীরটা জড়িয়ে আছে কিন্তু তুই তো আমার শরীরের জন্য ভালোবাসিস না।

তারপর ঊর্মি আমার গালে চুমু খেয়েই এক গাল হেসে বলে, তোর জায়গায় আমি আর কাউকে বসাতে পারি না। আমি নির্বিকার মনে তোর কাছে আত্মসমর্পণও করতে পারি আবার তোকে...

ঠিক সেই সময় প্লেনের সব আলো জ্বলে ওঠে। এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বরে ঘোষণা হয়, আর একটু পরেই এয়ারক্রাফট কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ল্যান্ড করবে। প্লিজ ফ্যাসেন ইওর সিট বেল্ট...

* * * *

আমি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে এগুতে এগুতেই চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েও দিব্যেন্দু বা ঊর্মিকে দেখতে পেলাম না।

তবে কি ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে?

কাউন্টারে পাশপোর্ট দিতেই ইমিগ্রেশন অফিসার পাশের এক ভদ্রলোককে

BanglaBook.org

বলেন, হিয়ার ইজ ইওর গেস্ট।

ওই ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন, প্রফেসর চ্যাটার্জি, আমি নায়ার; ইন্ডিয়ান মিশনের প্রোটোকল অফিসার।

করমর্দন করার পর মিঃ নায়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস কাউন্টার পেরিয়ে আমাকে নিয়ে বাইরে আসেন ও আমাকে নিয়ে ইন্ডিয়ান মিশনের গাড়িতে ওঠেন।

বাই দ্য ওয়ে, দিব্যেন্দু বা ঊর্মি এয়ারপোর্টে এল না কেন?

আমার প্রশ্ন শুনেই মিঃ নায়ার আমার একটা হাত চেপে ধরে বলেন, অত্যন্ত দুঃখের কথা লাস্ট উইকে দিব্যেন্দু একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন।

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠে, ও মাই গড!

আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করি, কোথায়, কীভাবে কী ঘটল?

মিশনের কাজেই দিব্যেন্দু আর একজন কনসুলার স্টাফকে পেনাঙে যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে একটা ট্রেলারের ব্রেক ফেল করায় ওই গাড়িতে অসম্ভব জোরে ধাক্কা মারে।...

ইস!

আমি দু'হাত দিয়ে দুটো কান চেপে ধরি কিন্তু তবু শুনতে পাই—দিব্যেন্দু আর ড্রাইভার ওই স্পটেই মারা যায় আর কনসুলার স্টাফ মারা যায় পরের দিন।

আমাকে কেউ জানালেন না কেন?

ঊর্মি বারণ করেন।

ঊর্মির কী অবস্থা?

আকস্মিক শোকে প্রথম তিন দিন খুবই কান্নাকাটি করে; এখন মনে হচ্ছে, অনেকটা সামলে নিয়েছে কিন্তু কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছে না।

আমি চুপ করে থাকি কিন্তু ঊর্মির কথা ভেবে আমার মাথা ঘুরে যায়।

আমি আজ পৌঁছব, তা ঊর্মি জানে?

হ্যাঁ, জানে।

মিঃ নায়ার একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দিব্যেন্দুর বাবার বাইপাস হয়েছে। ওর বড় বোন বিধবা হবার পর থাকেন শ্বশুরবাড়ির গ্রামের বাড়িতে আর ওনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে।

হ্যাঁ, আমি জানি।

দিব্যেন্দুর ছোট বোন তার স্বামী আর ছোট্ট দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বাবার কাছেই

BanglaBook.org

থাকে।...

ওই বোনই তো ওর বাবার দেখাশুনা করে।

দ্যাটস রাইট।

মিঃ নায়ার মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঊর্মি আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।

আমি খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। আমি ছাড়া ওর তো আর কোনও আপনজন নেই।

*　　*　　*　　*

ইন্ডিয়ান মিশনের ডিপ্লোম্যাটদের আবাসন চত্বরে গাড়ি ঢুকতেই মিঃ নায়ার হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, ওইটাই দিব্যেন্দুর অ্যাপার্টমেন্ট।

গাড়ি আর একটু এগুতেই আমি দেখতে পেলাম, দশ-বারোজন মহিলার মধ্যে ঊর্মি মাথা নিচু করে বসে আছে।

তারপর?

আমাদের গাড়ি ওদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামতেই ঊর্মি মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে দেখে। মিঃ নায়ারের পর আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই ও উন্মাদিনীর মতো ছুটে এসেই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে বলে, উৎসব, দিব্যেন্দু চলে গেল; এখন আমি একলা কী করে বাঁচব?

আমি ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বলি, তোকে একলা থাকতে হবে না; আমি তো আছি।

কিন্তু...

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের উপর আলতো করে হাত রেখে বলি, না ঊর্মি, এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। তুই চিরকালই আমার ছিলি, চিরকালই আমার থাকবি।

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলি, তুই কি বিশ্বাস করিস না, তুই আমার, আমি তোর?

ঊর্মি মুখে কিছু বলে না; শুধু আমার বুকের উপর মুখ রেখে আমাকে জড়িয়ে থাকে।

সাগরমুখী নদীতে কত জানা-অজানা খাল-বিলের জল এসে মিশে গেলেও

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তারা নদীর ধারাকে গ্রাস করতে পারে না; সে মোহানার দিকে এগিয়ে যাবেই। মানুষের জীবনেও তো কত কী ঘটে কিন্তু তবু সে এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতের স্বপ্নই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় জীবন-মোহনার দিকে।

আমি আর ঊর্মিও নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যাব জীবন-মোহনার দিকে।